Printer—D. N. Nath, Dass & Nath Printing Works.
23, Baghbazar Street, Calcutta.

ভূমিকা

পৌরাণিক আখ্যায়িকাগুলি শুদ্ধ কল্পিত—গল্পসর্ব্বস্ব নয়, প্রত্যেকটীর উদ্ভাবনী গভীর গবেষণামূলক, প্রত্যেকটীর ভিত্তি দুর্জ্ঞেয় অধ্যাত্মতত্ত্বে দৃঢ়, প্রত্যেক জীবনীর প্রতি ছত্র পরমার্থ-জ্ঞানে মাথামাখি।

গল্পের আড়ম্বরপূর্ণ আবরণ সরাইয়া প্রকৃত তথ্যের বিকাশ করা, স্থূলের অবলম্বনে অতি সূক্ষ্মের সমীপস্থ হওয়া, দুগ্ধ হইতে নবনীসংগ্রহের ন্যায় জটিলতার জলীয় অংশ ছাঁকিয়া ভূতপূর্ব্ব মনীষিগণের পরম উদ্দেশ্য আবিষ্কার করিয়া দেওয়াই পৌরাণিক চরিত্রপ্রকাশের প্রকৃত কৃতিত্ব, নতুবা যে গল্প—সেই গল্প।

বিচিত্র এই নাটকের নায়ক নরকাসুরের জীবনী। তাঁহার জন্ম সত্যে হিরণ্যাক্ষ-অপহৃতা রসাতলবাসিনী পৃথিবীর গর্ভে—বরাহরূপী শ্রীভগবানের ভূভারহারক অবতারমূর্ত্তির ঔরসে—লালসায় মোহময় সঙ্গমে, কর্ম্ম—অবাধ স্বেচ্ছাচার, মৃত্যু—দ্বাপরে সত্যভামা দেহ-ধারিণী নিজ জননীর আগ্রহে, শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিধারী স্বীয় জন্মদাতার অস্ত্রপ্রহারে। ইহাই পৌরাণিক গল্পভাগ—চমৎকার।

ইহার সারভাগ সম্ভব এই,—নরকের উৎপত্তি—পৃথিবীর আসক্তিতে, অবস্থিতি—দুর্জ্জয় অভিমানের আসুরিকতায়, লয়—বসুন্ধরার আত্মসংযম জনিত অদ্ভুত পরিবর্ত্তনে সত্যরূপ পুনঃপ্রাপ্তিতে—শ্রীভগবানের সু-দর্শনে।

আমি এ বিবরণীতে যথাসাধ্য এই মতেরই পোষকতা করিয়াছি। প্রকাশার্থে স্বর্গকে নরকের খুব পাশাপাশি ধরিয়াছি, নির্ব্বাণকেও রাখিয়াছি উভয়ের মধ্যস্থলে—উভয়কে ধরিয়া অথবা ছাড়িয়া।

ভূমিকার ক্ষমতা এই পর্য্যন্ত,—আর অগ্রসর হওয়া বাতুলের প্রলাপ, এইবার দেখিয়া লইবার ভার পাঠক-পাঠিকার। তবে আমি দায়ী নই, আমার চেষ্টা তো করিয়াছি সৎ কিছু বুঝাইবার। আর কি?

রায়াণ, বর্দ্ধমান
ফুল-দোল, সন ১৩৩১ সাল

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ

পুরুষ

নারায়ণ, ইন্দ্র, বরুণ, বিশ্বকর্ম্মা, দেবর্ষি, কশ্যপ, সত্য, বরাহ, (নারায়ণের অবতার) বিশ্বাবসু (গন্ধর্ব্বরাজ), কুবের (যক্ষরাজ) বাসুকি (নাগরাজ) মুক্তপুরুষ (ছদ্মবেশী দেবর্ষি)

শ্রীকৃষ্ণ	...	...	মথুরাধিপতি
বলরাম	...	...	ঐ জ্যেষ্ঠ
সাত্যকি ও ত্রিবিক্রম		...	ঐ সেনাপতিদ্বয়
নরকাসুর	...	...	দৈত্যপতি
নির্ব্বাণ	...	...	ঐ পুত্র
মুর ও নিশুম্ভ	...	...	ঐ সেনাপতিদ্বয়
অর্ব্বুদ	...	...	ঐ অবসরপ্রাপ্ত সেনাপতি
শিশিরায়ণ	...	...	মুরের পুত্র
শঙ্খনাদ	...	...	নিশুম্ভের পুত্র
তীর্থ	..	...	রাজভৃত্য, স্বর্গের পালক
ময়	...	...	বিশ্বকর্ম্মার শিষ্য

অম্বর (সৈনিক) জয় (শ্রীকৃষ্ণের দূত) হিরণ্যাক্ষ (দৈত্য) কর্ত্তা (নাগরিক) ঐ পুত্র, ঐ জামাতা, বেদচতুষ্টয়, পুরবাসিগণ, দেববালক-গণ, দূতগণ, সৈন্যগণ, রাজমিস্ত্রীগণ, প্রহরীগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী

অদিতি	...	...	দেবমাতা
দেবকী	...	...	শ্রীকৃষ্ণের জননী
সত্যভামা	...	...	ঐ মহিষী
পৃথিবী	...	...	নরকাসুরের মাতা
স্বর্গ	...	...	নরকাসুরের স্ত্রী
চতুর্দ্দশী	...	...	বিশ্বকর্ম্মার কন্যা

খেঁদীর মা, পুরবাসিনীগণ, দৈত্যবালাগণ, যোগাড়দারনীগণ, কুমারীগণ ও সখীগণ ইত্যাদি।

নরকাসুর

——:*:——

সূচনাঙ্ক

পাতালপুরী।

যুদ্ধরত হিরণ্যাক্ষ ও বরাহ, বরাহের দন্তোপরি
পৃথিবী ; উভয়ের প্রস্থান ও গীতকণ্ঠে
বেদচতুষ্টয়ের আবির্ভাব

বেদচতুষ্টয়।—

গীত

বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ক কলেব নিমগ্না,
শূকরঃ রূপঃ প্রমত্ত রণে,
প্রণমামি পরাৎ পরমাত্মনে।

[অন্তর্দ্ধান]

হিরণ্যাক্ষ ও বরাহের পুনঃ প্রবেশ ; উভয়ের
যুদ্ধ ও প্রস্থান

গীতকণ্ঠে বেদচতুষ্টয়ের পুনরাবির্ভাব

বেদচতুষ্টয়।—

গীত

প্রলয় সাগরমিব নদসি ঘোরং,
স্থলজলমখিলমাবেশ হিভোরং,
বহরসি গম্ভীর ঘোরাননে,
প্রণমামি পরাৎ পরমাত্মনে।

[অন্তর্দ্ধান]

হিরণ্যাক্ষ ও বরাহের পুনঃ প্রবেশ ও উভয়ের যুদ্ধ ; হিরণ্যাক্ষকে দন্তে বিদীর্ণ করিতে করিতে বরাহের প্রস্থান এবং বেদচতুষ্টয়ের পুনরাবির্ভাব

বেদচতুষ্টয়।—

গীত

হত কনকাক্ষ তে প্রতাপেন ধূলিসাৎ,
মুক্ত মহীতলমপি অভিশাপাৎ,
জাগরিতা শান্তি মাহেন্দ্রক্ষণে,
প্রণমামি পরাৎ পরামাত্মনে।

[অন্তর্দ্ধান]

দৃশ্যান্তর

পয়োধিবক্ষ

নারায়ণ ও সদ্যোজাত শিশুকোলে পৃথিবী

নারায়ণ। এইবার আমায় বিদায় দাও!

পৃথিবী। দাঁড়াও, ক্ষণেক তোমার রূপ দেখি।

নারায়ণ। পুত্রের মুখপানে চাও দেবি, আর কিছুই ভাল লাগ্‌বে না,—জগৎ ভুল হয়ে যাবে।

পৃথিবী। ও—বুঝেছি; তুমি জগতের কোলে পুত্র তুলে দাও, শুদ্ধ তোমাকে ভোল্‌বার জন্য—তোমা হ'তে পৃথক ক'রে দেবার জন্য। না, তোমার দেওয়া জিনিষ তুমি ফিরিয়ে নাও,—আমায় শুদ্ধ কায়মনে তোমার হ'য়ে থাক্‌তে দাও।

নারায়ণ। ভেবো না আমায় নিয়ে বসুন্ধরা! কেউ আমার হ'য়ে না থাক্‌লেও আমি তার হ'য়ে অযাচিতভাবে প্রতি মুহূর্ত্ত প'ড়ে থাকি। দেখ, তুমি দৈত্য-আকর্ষণে অনাথিনীর মত পাতালগর্ভে এসে পড়েছিলে, আমি অমনি বরাহমূর্ত্তি ধ'রে তোমার পিছু পিছু ছুটে এলাম, তোমায় উদ্ধার করলাম; অধিকন্তু তোমার সকল জ্বালায় শান্তি দিতে পুত্ররত্ন কোলে দিলাম। যাও, যত্নে পালন করগে; আমি তোমার যেমন আছি, ঠিক এই মতই থাক্‌বো।

পৃথিবী। ভুলিয়ে দিলে—ভুলিয়ে দিলে! যাক্‌,—দিলে যদি দয়ার দান পৃথিবীর বিনা প্রার্থনায়, বল ছলনাময়! এ দান আর ফিরিয়ে

নেবে না? আমায় জীবনে কখনও পুত্রশোক পেতে হবে না? আমার পুত্র অমর হবে?

নারায়ণ। অমর না হোক্, অজেয় হবে। ধর পৃথিবি! তোমার পুত্রের কল্যাণের জন্য আমার দেওয়া শক্তি-অস্ত্র; এক আমি ভিন্ন ত্রিলোকের কেউ এর দমন করতে সমর্থ হবে না। [শক্তি-অস্ত্র দান]

পৃথিবী। [অস্ত্র গ্রহণে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে নারায়ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন] তুমি ভিন্ন? তুমি কি পিতা হ'য়ে পুত্রের—

নারায়ণ। বিচার ক'রে কথা কও দেবি! শুধু স্বার্থের দিকে তাকিও না। তোমার পুত্র যদি কখনও মোহের বশবর্ত্তী হ'য়ে দেব-দ্বিজ-উৎপীড়ক হয়, রমণীর চোখের জলে স্নান করে, তখন কি আর আমি পুত্রের মমতায় ভেসে থাকতে পারি? আমি যে জগতের সুবিচার—সৃষ্টির অভিমান—অনাথের আবেদন। সে সময় আমায় ফুট্‌তে হবে ঠিক সমদর্শী সূর্য্যের মত বিশ্বের পানে সমান চক্ষে চাইবার জন্য।

পৃথিবী। [মুখ নত করিলেন]

নারায়ণ। ওকি! মুখ নামালে যে? অস্ত্রখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করছো কেন? বেশ তুষ্ট হ'তে পারলে না,—না?

পৃথিবী। কি ক'রে হই নাথ? দেহ যে দুর্ব্বুদ্ধির আকর, মন যে ইন্দ্রিয়ের অনুচর, সংসার যে বন্ধুর, পদস্খলনেরই জায়গা। পথিকের পথভুল কি বিচিত্র?

নারায়ণ। আচ্ছা, আমি তোমার কাছে শপথ করছি, যখন যা করবো, তোমার অনুমতি নিয়ে। যতই অত্যাচারী হোক্, তোমার বিনা সম্মতিতে তোমার পুত্রের কেশাগ্র স্পর্শ করবো না। নিশ্চিন্ত তো?

পৃথিবী। [তুষ্টির হাসি হাসিলেন]

নারায়ণ। যাক্, তুমি আর কিছু চাও?

পৃথিবী। অন্তর্য্যামি ! [আর বলিতে পারিলেন না, লজ্জায় কণ্ঠরোধ হইল ; তিনি মস্তক অবনত করিলেন]

নারায়ণ। ও, বুঝেছি, তুমি আমায় প্রকাশ্যে পতিরূপে উপভোগ করতে চাও !

পৃথিবী। দাসীর সেবা ক'রে সাধ মেটে নাই।

নারায়ণ। আচ্ছা, তাই হবে। দ্বাপরে আমার কৃষ্ণ-অবতারে তুমি অংশরূপে অবতীর্ণা হবে, আমি তোমার পাণিগ্রহণ ক'রে প্রধানা মহিষী করবো। বিদায়। [অন্তর্দ্ধান]

পৃথিবী। [অনিমেষনয়নে নারায়ণের গমনপথ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে দৃষ্টির অতীত হইলে পুত্রের মুখচুম্বন করিয়া স্নেহবিজড়িতস্বরে বলিলেন] আ-হা-হা ! জগৎ ভুলিয়ে দেওয়া জিনিষই বটে ! এ মুখের তুলনা নাই, এ সুখ স্বর্গে নাই, এ আদর অফুরন্ত ; কিন্তু—[মুহূর্ত্তেক ভাবিয়া বলিলেন] না ভাববো কি ? যাই করুক্—তবু আমার ছেলে, —আমি সম্মতি দেবো না—সম্মতি দেবো না।

গীত

আমি বুক দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বো রে আমি বুক দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বো।
হোক্ না আমার দেহ পুড়ে কালী, হাসিটুকু আমি মাখ্‌বো ॥
জগতের চোখে লাগুক্ গরল আমার এ অমিয় ছাঁকা,
যার বুকে ভার বাজে গো বাজুক, এ বিনে বসুধা ফাঁকা,
যাক্ মাথা দিয়ে শত ঝড় জল, মা আমি আমার এই সম্বল,
যার কাছে পাবো কোন মঙ্গল, অঞ্চল পেতে মাগ্‌বো,—
আমি আলোকে আঁধারে পুলকে বিষাদে সারাটী জীবন জাগ্‌বো ॥

[প্রস্থান]

———

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গপুরী—দেবসভা

ইন্দ্র, কুবের, বিশ্বাবসু ও বাসুকি স্ব-স্ব আসনে উপবিষ্ট

ইন্দ্র। পৃথিবী তার শিশুপুত্রকে সঙ্গে ক'রে সত্য, ত্রেতা, আজ দ্বাপরের প্রারম্ভ—এখনও পর্য্যন্ত প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে ফিরছে, আপনারা তাকে আশ্রয় দিচ্ছেন না কেন?

বিশ্বাবসু। শুন্‌লাম, সে নাকি সেই উদ্দেশ্যে দেবরাজের কাছে সর্ব্বাগ্রে এসেছিল,—দেবরাজ আশ্রয় দেন নাই কেন?

ইন্দ্র। তার বড় ভয়ানক কথা! সে তার পুত্রকে দেবসমাজে তুল্‌তে চায়—দেবকন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে চায়—দেবতার সঙ্গে যজ্ঞাহুতির অংশ পাওয়াতে চায়।

বাসুকি। তা হ'লে দেবরাজ কি বল্‌তে চান, তিনি যাকে সে অধিকার দেওয়া অসঙ্গত বিবেচনা করেন, অন্য জাতির পক্ষে সেটা গৌরবের?

কুবের। মার্জ্জনা করবেন দেবরাজ! এক দেবতা ছাড়া জগতের অন্য জাতির কি জাতীয় মর্য্যাদা নাই? আর কি কেউ কন্যা দেবার সময় পাত্রের কুলশীল দেখে না? দেবতার মত হয় তো কারো যজ্ঞে অংশ না থাকতে পারে, তা ব'লে কি তারা হীন, আচারভ্রষ্ট?

ইন্দ্র। আমি তা বলি নাই বন্ধুগণ! আমি বল্‌ছিলাম, আমরা কেউ তো তাকে আশ্রয় দিই নাই, আমাদের এই আশ্রয় না দেওয়াটাই কি ঠিক?

বিশ্বাবসু। ঠিক। যার জন্মের ঠিক পাওয়া যায় না, তাকে এতটা প্রভুত্ব কেমন ক'রে দেওয়া যায় ?

বাসুকি। পৃথিবীকে হরণ ক'রে পাতালে নিয়ে গেল হিরণ্যাক্ষ; কিছু দিন তাদের একত্র বাসের পর তাকে উদ্ধার করে একটা বরাহ; এর মধ্যে এই শিশুর উৎপত্তি।

কুবের। এক দিকে হিরণ্যাক্ষ, অন্যদিকে বরাহ; যাকেই ধরা যাক্, কোন দিকেই তার আমাদের মধ্যে কোন একটা জাতির সঙ্গে মেশ্‌বার দাবী চলে না।

ইন্দ্র। শোনা যায়, বরাহের ঔরসেই তার জন্ম, আর বরাহও নারায়ণের অবতার।

বিশ্বাবসু। রামচন্দ্রও তো নারায়ণের অবতার; তবে তাঁর পুত্র কি আমাদের সমাজভুক্ত হবেন, না মানব ব'লেই গণ্য হবেন ?

ইন্দ্র। আমিও সেই মীমাংসা ক'রেই পৃথিবীর প্রস্তাবে সম্মত হই নাই গন্ধর্ব্বরাজ !

বাসুকি। তবে আর গত কর্ম্মের পুনরালোচনার কি প্রয়োজন ?

ইন্দ্র। সে এখনও কিন্তু নিরস্ত হয় নাই; অক্লান্ত পরিশ্রমে আমাদের মধ্যে মেশ্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে।

কুবের। এবারকার চেষ্টা তো বলপ্রয়োগ ?

ইন্দ্র। সেই চেষ্টাতেই সে আছে।

[দেবগণ হাস্য করিয়া উঠিলেন]

ইন্দ্র। না বন্ধুগণ ! আপনারা বোধ হয় জানেন না যে, আমাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে পৃথিবী দেবমাতার কাছে গিয়েছিল; কিন্তু তিনি ঘৃণায় তার মুখদর্শনই করেন নাই। তাই সে সগর্ব্বে ব'লে গেছে—আজ যার এ মুখ দেখ্‌লে না, একদিন সে দেখাবে; তখন তার দৃষ্টি ছিল

তার পায়ের দিকে। বরুণ তখন সেখানে উপস্থিত ছিল, সে বুঝ্‌তে পেরে তার মস্তকে বজ্রাঘাতের মত তার কথার উত্তর করে; তার প্রত্যুত্তরে সে স্পষ্ট বলে,—থাক্‌, এই মাথায় একদিন তোমায় ছত্র ধরাবো। তারপর সে যায় বিশ্বকর্ম্মার কুটীরে,—বিশ্বকর্ম্মা তখন স্থানান্তরে। এই অবসরে তার কন্যা চতুর্দ্দশীর সঙ্গে পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ করে। অবশ্য চতুর্দ্দশী তার পুত্রের অনুরাগিনী, সে বিবাহে সম্মতা ছিল; কিন্তু বিশ্বকর্ম্মা কোন প্রকারে এই সংবাদ পেয়ে ছুটে এসে পৃথিবীকে কটু ভৎ´সনা ক'রে কুটীর হ'তে বের ক'রে দেয়। দারুণ অপমানে তখন তার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হয় নাই, শুধু অগ্নিস্ফুলিঙ্গময় একটা তীব্র কটাক্ষ ক'রে গেছে।

বিশ্বাবসু। জল উত্তপ্ত হ'য়ে কখনও অগ্নিকাণ্ড আন্‌তে পারে না। আপনি ইতস্ততঃ কর্‌ছেন কিসের ?

ইন্দ্র। এইবার সে এখানকার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, প্রাগ্‌জ্যোতি-পুরে দৈত্য-সাম্রাজ্যের অভিমুখে ছুটেছে। দৈত্য-সিংহাসন এখন শূন্য; রাজ্যেও বিশৃঙ্খল। আমার অনুমান, সেখানে আশ্রয় পেলেও পেতে পারে।

বাসুকি। তাতেই বা হয়েছে কি ?

ইন্দ্র। তার জন্য আপনারা সকল রকমে প্রস্তুত তো ?

কুবের। সর্ব্বতোভাবে। যখন তাকে এরূপভাবে জাতিগত অধিকার দেওয়া হবে না বলা গেছে, তখন কি দৈত্যের ভয়ে তার সে অন্যায় আবদার রাখ্‌তে হবে ?

ইন্দ্র। গন্ধর্ব্বরাজ !

বিশ্বাবসু। তাতে অমরত্ব যায়,—যাবে।

ইন্দ্র। আর আমার কথা নাই। আসুন—বিশ্রাম কর্‌বেন।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নরলোক

গীতকণ্ঠে পুরবাসী ও পুরবাসিনীগণের প্রবেশ

গীত

পুরবাসিনীগণ।—কারো কথা মান্‌বো না।

মেয়ে দোব তাকেই, যেথায় পর্‌বে দু থান্‌ সোণা-দানা ॥

পুরবাসিগণ।—সোণাতে সব শুদ্ধ তোদের, তোলো মুখ হয় চাঁদপানা,

পৈতেপরা জুতোগড়া যে হোক্‌ নাই মানা,

পুরবাসিনীগণ।—জাত নিয়ে এই খাচ্ছি ধুয়ে, নাইকো পেটে ভাত,

পুরবাসিগণ।—তোদের পেট ভরাতে লম্বোদরী রাজার ভাঁড়ার কুপোকাৎ,

আমাদের ছেড়ে গেছে ধাত,

পুরবাসিনীগণ।—সাত পাঁচের ধার ধারি না, মন ছুটেছে একটানা ॥

আমাদের মেয়ে—আমরা কর্‌বো যা খুসী,

পুরবাসিগণ।—আমরাও সেই টানার প'ড়েন, কি দোষে দোষী,

পুরবাসিনীগণ।—কিছু বুঝিস্‌নে তোরা,

পুরবাসিগণ।—ওগো চক্র আছে, বিষও আছে, ব'নে গেছি জলঢোঁড়া,

পুরবাসিনীগণ।—পর্‌বে মেয়ে দেখ্‌বে চেয়ে গুজরী ঝটকা কান,

পুরবাসিগণ।—এ দিকে যে কাটা গেল আমাদের নাক কান,

পুরবাসিনীগণ।—পয়সাতে সব গজিয়ে উঠে যায় না মানের এক আনা,—

পুরবাসিগণ। বুঝেছি রোগ ধরেছে, [লাঠি ধরিয়া] এই ওষুধটা কি অজানা?

———

[সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

নিশুম্ভ ও মুর

নিশুম্ভ। আজ এইখানে, এই দণ্ডে স্থির হ'য়ে যাক্ মুর! এই শূন্য দৈত্য-সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী কে? তোমার পুত্র শিশি-রায়ণ, না আমার পুত্র শঙ্খনাদ?

মুর। ও, তাই বুঝি তুমি আমায় নির্জ্জনে নিয়ে এলে? পিশাচ! গুপ্তহত্যা কর্‌বে?

নিশুম্ভ। না মুর! সাম্রাজ্যের আশায় আত্মহারা হ'লেও আমি রাক্ষস নই। তোমায় নির্জ্জনে ডেকে এনেছি, তোমার সঙ্গে ঠিক বীর-নীতি অনুসারে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য; অস্ত্র ধর। মীমাংসা কর,—এ রাজহীন দানব-সাম্রাজ্যের ভাবী রাজা কে? কিম্বা যদি কোন বিষয়ে তুমি আজ অপ্রস্তুত থাকো, বল—অবসর নাও,—আমি সময় দিচ্ছি। নিশুম্ভ গুপ্তঘাতক নয়।

মুর। উন্মাদ তুমি নিশুম্ভ! এত বড় একটা বিশাল দৈত্য-সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি আমি, আমি কখনও যুদ্ধে অপ্রস্তুত? তাই তোমার কাছে অবসর চাইতে হবে? হাঁ, তবে একটু সময় চাই তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার জন্য। তোমার এ দুর্ম্মতি হ'লো কেন?

নিশুম্ভ। দুর্ম্মতি? মুর! তোমার এ ঘৃণিত স্বার্থে বাধা দেওয়া যদি দুর্ম্মতি হয়, তবে সে দুর্ম্মতি এক নিশুম্ভতেই সম্ভব।

মুর। স্বার্থ কি বল্‌ছো নিশুম্ভ! মহারাজ মৃত্যুকালে তাঁর অনাথ সাম্রাজ্যের আর তাঁর পঞ্চম বর্ষীয়া মাতৃহীনা কন্যার ভার আমার হাতে দিয়ে গেছেন। হৃদয়ের রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে তাঁর রাজ্য রক্ষা ক'রে আস্‌ছি। আজ তাঁর কন্যা বয়স্থা, তাই আমার পুত্র শিশিরায়ণের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে সত্যপাশে মুক্ত হ'তে চলেছি! এতে স্বার্থ কোন্‌খানটায় দেখ্‌লে নিশুম্ভ?

নিশুম্ভ। হুঁ! আচ্ছা মুর! তোমার পুত্র ছাড়া রাজকুমারীর যোগ্য পাত্র কি আর এ দৈত্যজাতিটার ভিতরে কেউ ছিল না?

মুর। তোমার পুত্রের কথা বল্‌ছো তো? নিশুম্ভ! তোমার পুত্র হ'তে আমার পুত্র সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ।

নিশুম্ভ। তুমি অন্ধ হয়েছ মুর! যাক্, তাতে তোমার ততটা দোষ ধরি না; নিজের পুত্রের সম্বন্ধে জগৎটা এইরূপ অন্ধই হ'য়ে থাকে। এখন জিজ্ঞাসা করি, রাজা-রাণীই না হয় নাই, কিন্তু তাঁদের প্রজারা আছে তো? অভিভাবক এখন তারাই। তুমি যে তোমার পুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দেবে, তাতে সাধারণ প্রজার সম্মতি নিয়েছ?

মুর। প্রজার সম্মতি? কি দরকার? দশজন যেখানে, মতভেদও সেইখানে। প্রজাদের বুঝি হাত করেছ নিশুম্ভ? ভাল! আমি আমার স্বর্গীয় প্রভুর আদেশ পালন কর্‌ছি,—কর্ত্তব্য কর্‌ছি, এখানে কারো সম্মতি অসম্মতি খাট্‌বে না—ন্যায় অন্যায়ের দাবী চল্‌বে না।

নিশুম্ভ। তা হ'লে ও কর্ত্তব্যটা যে আমারও করণীয় মুর! মহারাজ মৃত্যুকালে তোমাকে যেমন ব'লে গেছেন, আমার রাজ্য রইলো—কন্যা রইলো দেখো,—আমিও একজন সেনাপতি, তাঁর একটা হস্তস্বরূপ ছিলাম, আমাকেও যে ঠিক সেইভাবেই বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমিও আজ পর্য্যন্ত রাজ্যরক্ষায় প্রাণ ঢেলে এসেছি। আজ

তাঁর কন্যার বিবাহকাল ; জেনো মুর ! তোমার মত নিজের পুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিয়ে, প্রকারান্তে বেশ শৃঙ্খলার উপর রাজ্যটা হস্তগত ক'রে, কর্ত্তব্যের ব্রত উদ্‌যাপন কর্‌বার অধিকার আমিও রাখি।

মুর। তুমি পাপিষ্ঠ !

নিশুম্ভ। আমি, না তুমি? মুর! মহারাজ যদি নির্দ্দিষ্ট ক'রে ব'লে যেতেন, তোমার পুত্রের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ দিও, আজ আমি কোন কথা কইতাম না ; ততটা হৃদয়হীন আমি নই। কিন্তু তা যখন তিনি ব'লে যান নাই, তখন তুমিও যে বস্তু, আমিও তাই। আমারও বোঝ্‌বার শক্তি আছে, বাহুতে বল আছে। আমি যে চুপ ক'রে মূর্খের মত ব'সে থাক্‌বো, আর তুমি কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে চোখের উপর রাজ্যটা চুরী কর্‌বে, তা হবে না। অস্ত্র ধর—হয় তুমি থাক, না হয় আমি থাকি ; একজন জীবিত থাকৃতে আর একজনের পুত্র উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন পাবে না।

মুর। তোমার আশা ইহজন্মে পূর্ণ হবার নয় নিশুম্ভ! কেন অকারণ জীবনটা দেবে?

নিশুম্ভ। তোমার স্বার্থপরতা পঙ্গুর মত ব'সে ব'সে দেখার চেয়ে মরণ শতগুণে বাঞ্ছনীয়। আত্মরক্ষা কর! [অসি নিষ্কাশন করিলেন]

মুর। উত্তম।

[উভয়ের যুদ্ধ ও নিশুম্ভের পরাজয়]

মুর। এই শক্তি নিয়ে দৈত্য-সাম্রাজ্যের শীর্ষে উঠ্‌তে চাও? এই সাহস নিয়ে বাসব-বিজেতা মুরের সম্মুখীন হও? নিশুম্ভ! এখন যে তোমার জীবন আমার করায়ত্ত !

নিশুম্ভ। নাও! আমি তো তার জন্য তোমার কাছে ভিক্ষা করি নাই, তার জন্য তোমাকে তো ধর্ম্মের কাছে দায়ী করি নাই। পরাজিত

হয়েছি, আমায় হত্যা কর—ইহধাম হ'তে সরিয়ে দাও—নির্ব্বিরোধে দৈত্য-সাম্রাজ্য উপভোগ কর।

মুর। না নিশুম্ভ! আমি তোমায় রেখে দিলাম। তোমার চক্ষে বিভীষিকার মত খেল্‌বো—তোমার বুকের উপর তাণ্ডব-নৃত্য কর্‌বো—তোমায় জীবন্ত শ্মশানে বসিয়ে রাখ্‌বো। [প্রস্থান]

নিশুম্ভ। তা হ'লে জগৎটা একটা মহাশ্মশান হ'য়ে যাবে মুর! সেখানে আর কেউ থাক্‌বে না, মাত্র থাক্‌বো আমি আর তুমি। আমি জীবন্তে ম'রে থাক্‌বো, আর তুমি প্রেতের মত ম'রে জীবন্ত হ'য়ে থাক্‌বে।

[প্রস্থান]

শিশিরায়ণ ও শঙ্খনাদ উপস্থিত হইলেন

শিশিরায়ণ। দেখ্‌লে?

শঙ্খনাদ। দেখ্‌লাম।

শিশিরায়ণ। কি বুঝ্‌লে?

শঙ্খনাদ। রক্তের বন্যা খুব নিকটে, একটা পৈশাচিক দৃশ্যের অভিনয় হবে।

শিশিরায়ণ। এ অভিনয়ের নায়ক কিন্তু তুমি আর আমি, ভাব্‌ছো?

শঙ্খনাদ। ভাব্‌ছি, যখন আমার জন্য এ পাশবিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান!

শিশিরায়ণ। তখন আমাদের উচিৎ নয় কি শঙ্খ, এ বোঝা মাথায় না নেওয়া—এ রক্তস্রোত এই মুহূর্ত্তে নিবারণ করা—এ যজ্ঞে এইখানেই পূর্ণাহুতি দেওয়া?

শঙ্খনাদ। উচিৎ।

শিশিরায়ণ। যাক্, তুমি রাজকুমারীকে বিবাহ ক'রে দৈত্য-সিংহাসনে বস্‌তে চাও ?

শঙ্খনাদ। [নীরবে মস্তক নত করিলেন]

শিশিরায়ণ। মাথা হেঁট কর্‌লে কেন ভাই ? বল ; আমি বন্ধু—আমার কাছে অন্ততঃ প্রাণটা খোল, দাগ পড়্‌বে না। তুমি রাজকুমারীকে চাও ?

শঙ্খনাদ। তুমি ?

শিশিরায়ণ। আমার কথা পরে বল্‌ছি, তুমি চাও কি না বল ?

শঙ্খনাদ। চাই ; কিন্তু—

শিশিরায়ণ। কিন্তু কি শঙ্খ ? আমার জন্য ভাব্‌ছো তো ? আমি চাই না। আরও প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি—তুমি যদি চাও, তবে প্রাণ দিয়েও তোমার সে আশা পূর্ণ কর্‌বো।

শঙ্খনাদ। তা পার, তুমি বন্ধু,—কিন্তু তোমার পিতা ?

শিশিরায়ণ। এ প্রতিজ্ঞার জন্য তাঁকে জগৎ হ'তে সরিয়ে দেবো।

শঙ্খনাদ। [চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন] পিতাকে !

শিশিরায়ণ। হাঁ, শিউরে উঠ্‌লে কেন শঙ্খ ? এক জনের বিনিময়ে যদি একটা শক্তিমান্ জাতি বিরাট হত্যাকাণ্ড হ'তে অব্যাহতি পায়—প্রহ্লাদ, বলি, বিরোচনের পবিত্র অমর ইতিহাস কলঙ্কের অগ্নিকুণ্ডে ভস্ম হ'য়ে না যায়,—বিচার নাই, আমি সব কর্‌তে প্রস্তুত। শঙ্খ ! পুত্রজন্ম গ্রহণ করার মূল উদ্দেশ্য তো পিতাকে নরক হ'তে পরিত্রাণ করা ? সেই পিতা আজ আমার জন্য, এই পুত্রের সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য সুন্দররূপে নরকের দিকে ধাপে ধাপে নেমে আস্‌ছেন। কি কর্ত্তব্য আমার ? তাঁকে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌বো,—না পারি, সরিয়ে দেবো। নরকে যেতে হয়, আমি যাবো—আমার পিতাকে আমি পবিত্র রাখ্‌বো।

শঙ্খনাদ। শিশির!

শিশিরায়ণ। কি ভাই?

শঙ্খনাদ। আমি রাজকুমারীকে চাই না।

শিশিরায়ণ। কেন?

শঙ্খনাদ। যে স্বার্থের মাথায় পদাঘাত ক'রে তুমি নরকের নৃশংস আলিঙ্গনে বদ্ধপরিকর, সেই স্বার্থ মাথায় ক'রে বিদ্রূপের রাজ-টীকা নিয়ে লালসার জ্বালাময় সিংহাসনে বস্‌বো আমি? না বন্ধু! আমি রাজ-কুমারীকে চাই না। এ বিবাহে আমি তোমা হ'তে বহু উচ্চে—সমগ্র দৈত্যজাতির প্রভু হ'য়ে উঠ্‌বো, তুমি আমার বহু নিম্নে কৃতাঞ্জলিপুটে দীননেত্রে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে, তবু আমি তোমার মুখপানে চাইতে পার্‌বো না—তোমার বন্ধু বলার দাবী কর্‌তে পার্‌বো না—তোমার উপরে উঠেও তোমার অনেক নীচে নেমে পড়্‌বো। না বন্ধু! আমি রাজসিংহাসন চাই না।

শিশিরায়ণ। চাও না?

শঙ্খনাদ। না, এর জন্য আমি আত্মত্যাগে কৃতসঙ্কল্প, সকল রকমে প্রস্তুত। তুমি আমার মিত্র, তোমার আমার এক ক্রিয়া—তোমার আমার এক প্রাণ।

শিশিরায়ণ। এস তবে প্রাণময় সখা! একবার তোমায় প্রাণ ভ'রে আলিঙ্গন করি। [আলিঙ্গন]

শঙ্খনাদ। যাক্, এ বিবাহে আমাদের কারো দরকার নাই, আমরা পিতাদের স্পষ্ট বলি এস।

শিশিরায়ণ। তাতে কোন ফল হবে না ভাই! তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; পুত্র চান্ না, চান্ রাজ্য।

শঙ্খনাদ। না হয়, আমরা রাজ্য ছেড়ে চ'লে যাবো।

শিশিরায়ণ। তাতে আপনাদিগকে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু রাজ্যটা—

শঙ্খনদে। তবে এক কাজ কর; যোগ্য পাত্র অনুসন্ধান কর। গোপনে—আমাদের উভয়ের পিতার অজ্ঞাতে রাজকুমারীর বিবাহ কার্য্য শেষ ক'রে দাও। ঘোষণা ক'রে দেওয়া যাবে, রাজকুমারী স্বেচ্ছায় স্বামী বেছে নিয়েছেন। যত অপরাধ হয়, আমাদের হোক্—এ আগুন নিবে যাক্।

শিশিরায়ণ। এই সুযুক্তি এ ক্ষেত্রের, পাত্রও স্থির করেছি শঙ্খ!

শঙ্খনাদ। কে?

শিশিরায়ণ। সে কথা পরে বল্‌বো। এখন এই মাত্র জেনো, সে সুপাত্র,—সর্ব্বতোভাবে আমাদের রাজকুমারীর উপযুক্ত।

শঙ্খনাদ। আর আমার কোন কথা নাই।

অর্ব্বুদ উপস্থিত হইলেন

অর্ব্বুদ। আমার একটা কথা ছিল ভাই! শুন্‌বে কি?

শিশিরায়ণ। কি দাদামশাই! আপনার আবার কথা কি? আপনি তো এর আগাগোড়া সবই জানেন। আপনার সম্মতি পেয়েই তো আমি এতটা অগ্রসর হয়েছি।

অর্ব্বুদ। তা হয়েছ, আমি সম্মতি দিয়েছি, তবে কি না—

শিশিরায়ণ। কি হ'লো তবে?

অর্ব্বুদ। না ভাই! কাজ নাই। তোমাদের এই দু-জনার মধ্যেই যে কেউ রাজকুমারীকে নিয়ে সিংহাসনে ব'সো।

শিশিরায়ণ। সে কি দাদামশাই? সব যে প্রস্তুত! দণ্ডের মধ্যেই আবার সুর বদ্‌লে ফেল্‌ছেন যে?

অর্ব্বুদ। হাঁ ভাই! আমি ভেবে দেখ্‌লুম, পাত্রটী সুপাত্র হ'লেও তার সঙ্গে আমাদের এই দৈত্যবংশের বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতা নাই। তাকে একেবারে রাজকন্যাদান, রাজ্যদান,—কথাটা—

শঙ্খনাদ। তাতে আর হয়েছে কি?

অর্ব্বুদ। হয়েছে বৈ কি! পরকে এতখানি আপনার ক'রে ঘর ঢোকানো ঠিক নয়। না ভাই! পারো, তোমরা যে হোক্ এক জন সিংহাসন নাও, আর খাল কেটে কুমীর আনায় কাজ নাই।

শঙ্খনাদ। ভয় পেলেন না কি দাদামশাই?

অর্ব্বুদ। একটু পেয়েছি ভাই! আমি বরাবর দেখে আস্‌ছি, যাকে অনুগ্রহে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বাস ক'রে বুকের রক্ত ধ'রে দেওয়া হয়, সেই শেষটায় সর্ব্বময় কর্ত্তা হ'য়ে মাথায় উঠে পড়ে; যার ঘর, সে চোর হ'য়ে দাঁড়ায়।

শিশিরায়ণ। বুঝেছি দাদামশাই! আপনার অনুমান যথার্থ, আপনার যুক্তি অকাট্য। কিন্তু তা হ'লেও আর উপায় নাই। উপস্থিত বিপদ যে বড় ভীষণ; তার হাত হ'তে পরিত্রাণের এ ছাড়া আর দ্বিতীয় পন্থা নাই।

অর্ব্বুদ। তোমরা এই উপস্থিতটা যত ভীষণ দেখ্‌ছো, আমি কিন্তু এর ভবিষ্যতটা তার চেয়েও ভীষণতর দেখ্‌ছি।

শিশিরায়ণ। হ'তে পারে, কিন্তু দাদামশাই! বর্ত্তমান থাক্‌লে তবে তো ভবিষ্যৎ? উপস্থিত এই সংঘর্ষেই যে রক্তের বৈতরণী ছুটবে—চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বল্‌বে—দৈত্যরাজ্য ছাই হ'য়ে কোন্ দিকে উড়ে যাবে। বর্ত্তমানটা মাটি কর্‌বেন না দাদামশাই! ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে দেখা যাবে।

অর্ব্বুদ। দেখ তবে! আমরা পথে দাঁড়িয়েছি; আমাদের আর ক' দিন! ভুগ্‌তে তোমাদেরই হবে।

শঙ্খনাদ। তার জন্য আর আপনাকে অতটা ভাব্‌তে হবে না দাদামশাই! সংসারটা একটা ভোগের জায়গা।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দৈত্যপুরী—অন্তঃপুর-সংলগ্ন সরোবরতীরস্থ উদ্যান

গীতকণ্ঠে নৃত্যভঙ্গে দৈত্যকুমারীগণ

পুষ্পচয়ন করিতেছিল

দৈত্যকুমারীগণ।—

গীত

ওলো, বেছে বেছে কুঁড়ি তোল্।
যে ফুলে হুল ফুটেছে, ছুঁস্ না লো তায়, সব দিকে তার গণ্ডগোল॥
ভুল করেছ ফুলকুমারি না বুঝে ফুটে,
কে দেখে এ শূল-বেদনায়, কালামুখি, সে আজ কোথায়,
আল্‌গা হ'য়ে এলিয়ে প'ড়ে সব দিলে যার করপুটে।
মর তুমি মাথা কুটে কেউ দেবে না আর সে কোল,
সাঙ্গ তোমার শ্যামের সনে সাধের সে সব ঝুলান দোল॥

তীর্থ উপস্থিত হইল

তীর্থ। আরে, তোরা এখানে? তোদের জন্য ওদিকে যে হুলুস্থুল প'ড়ে গেছে; কেউ পাত্তা দিতে পার্‌লে না, শেষ আমাকেই বেরুতে হ'লো।

১ম কুমারী। কেন? আমাদের নিয়ে এত তাড়াতাড়িটা কিসের? কি হয়েছে?

তীর্থ। আরে—বিয়ে যে, আমি সম্প্রদান কর্‌তে যাচ্ছি!

১ম কুমারী। তা গেলেই বা! আমরা তো আর বিয়ে কর্‌বো না? যার বিয়ে, সে তো ঘরে আছে। আমাদের যা কাজ,—বাসরের যোগাড় কর্‌ছি।

তীর্থ। দেখ দেখি ন্যাকামিটা একবার! আগে বিয়ে না আগে বাসর?

১ম কুমারী। বিয়েই আগে—বিয়েই আগে। তা তাতে আমাদের কি দরকার? আমরা কি টোলের ভট্‌চায্যি যে, পুঁথি ধ'রে ছাল্‌না-তলায় বস্‌বো?

তীর্থ। আর পারি না বাপু বক্‌তে! আমার স্বর্গের বিয়ে, তোরা আগাগোড়া না থাক্‌লে কি চলে, না মানায়? এই ধর শুভদৃষ্টি করাতে হবে, উলু দিয়ে শাঁখ বাজাতে হবে, হ'লো জিনিষটা পত্তরটা সাম্‌নে ধ'রে দিতে হবে, মেয়েটার কাছে কাছে থাক্‌তে হবে,—এ সব কে করে বল্ দেখি? তোরা তো বাসরের নেশায় মেতে রইলি!

১ম কুমারী। চুপি চুপি বিয়ে হ'চ্ছে, তাতে এত কেন? তা চল, যাচ্ছি। তুমিই তো কন্যা দান কর্‌বে? বিয়েয় ব'সগে চল।

তীর্থ। আয়, আর দেরী করিস্ না। আ-হা-হা, আজ আমার স্বর্গর বিয়ে! অনেক কষ্টে এত বড় করেছি। মহারাণী স্বর্গে গেলেন, কাকেও বিশ্বাস হ'লো না—এক বছরের মেয়ে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেলেন; বল্‌লেন,—'তীর্থ! আমার স্বর্গ রইলো, এর মা হ'য়ো।' তারপর দিন-কতকের মধ্যে মহারাজও সেই পথ ধর্‌লেন, তাঁরও মুখে সেই শেষ কথা—'তীর্থ! স্বর্গ রইলো, এত দিন তার মা হয়েছিলে, আজ হ'তে পিতৃ-

স্থানটাও পূর্ণ ক'রো।' মহারাজ! মহারাণি! আজ কোথায় তোমরা! তোমাদের স্বর্গ, আমি তার সব সাধ—সব আবদার মিটিয়েছি; কিন্তু আজ যে তোমাদের বড় দরকার। আজ তোমাদের গচ্ছিত ধন অপরের হাতে সঁপে দিতে চলেছি; যেথায় থাক, তোমাদের স্বর্গকে আশীর্ব্বাদ কর, তার সিঁথির সিন্দূর উজ্জ্বল হোক্, তার হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্, সে সংসারে সুখী হোক্। আর আমায়—তোমাদের অন্নদাস আমায় এই বর দাও, যেন আজীবন এই রকম তার মা বাপের কাজ ক'রে তোমাদের ঋণ হ'তে মুক্ত হ'য়ে যাই। আমি ভগবান্ চাই না।

[প্রস্থান]

দৈত্যকুমারীগণ।—

গীত

সাম্‌লে চল্, ওলো, সাম্‌লে চল্।
ঝালিয়ে নে তোর যত পুঁজি বশ করা কৌশল॥
হাতে শাঁক, মাথে ডালি, আধ ঢাকা মুখে,
দাঁড়াবো উঁচু বুকে আপনারে রুখে,
যাবে বর মন্ত্র ভুলে, বরণডালায় পড়্‌বে ঢুলে,
দেখ্‌বে ক'নের কোঁকড়া চুলে ঢেউ খেলানো ভুরুযুগল॥

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-রাজপ্রাসাদ—কক্ষ

নিশুম্ভ একাকী পাদচারণা করিতেছিলেন

নিশুম্ভ। বিবেকের বাধা দেওয়া উপদেশ আর আমার কর্ণে পৌঁছায় না; পরিণাম-পিশাচমূর্ত্তি সহস্র ভ্রুকুটিতেও আর আমাকে ভয় দেখাতে পারে না; জগতের অনিয়ম, অবিচার, অত্যাচার, অশ্রুজলে আমার পদধৌত ক'রেও আজ আর কোন প্রতিকার পায় না। আমার সব উল্টে গেছে। মূর! তুমি আমাকে জীবন্তে শশ্মানে বসিয়ে রেখে দেবে? এত অহঙ্কার তোমার? একবার পরাজিত হয়েছি ব'লে ভেবে নিয়েছ, নিশুম্ভের শত্রুতা একটা পিপীলিকার দংশন? সাবধান!

সামন্তরাজগণ প্রবেশ করিলেন

নিশুম্ভ। এই যে, আসুন! আমি আপনাদের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিলাম।

১ম রাজা। আমরাও আপনার জন্য ঐরূপই উৎকণ্ঠিত সেনাপতি মহাশয়!

নিশুম্ভ। সামন্তরাজগণ! আপনারা প্রত্যেকেই ভবিষ্যৎদর্শী, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, ঐশ্বর্য্যশালী; আপনাদের মন্ত্রণায়, আপনাদের সাহায্যে দৈত্যরাজত্ব অনেক ক্ষেত্রে অনেক বিপ্লবের হাত হ'তে অব্যাহতি পেয়েছে। সাধারণ রাজ্যের তুলনায় অনেকাংশে উচ্চ স্থান অধিকার করেছে। রাজ-সংসারও সেই কারণে আপনাদের কাছে চির কৃতজ্ঞ,—এতাবৎ আপনাদের যথা-যোগ্য সম্মান রক্ষা ক'রে আস্‌ছে। স্বর্গীয় সম্রাট মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভুলেও আপনাদের বিনা আহ্বানে কোন মন্ত্রণা করেন নাই; আপনাদের অসম্মতিতে

কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ ক'রে রাজা-প্রজা সম্বন্ধের দূরত্ব দেখান নাই। কিন্তু—

১ম রাজা। কিন্তু আর সেটুকু থাকে না বুঝি সেনাপতি মহাশয়! সম্রাটের সঙ্গে আমাদের যা কিছু সব যেতে বসেছে। নইলে আমাদের রাজনন্দিনীর বিবাহ, একটা এত বড় কাজ,—সম্রাট নাই—আমরা তাঁর সামন্ত প্রজা—আমরাই এখন এক প্রকার সে বালিকার অভিভাবক, কথাটা আমাদের কাণেই উঠ্‌লো না? সম্রাট নিজে যা পার্‌তেন না, আজ মুরের হাতে তাই হ'তে বসেছে!

রাজগণ। সব গেল—সব গেল সেনাপতি মহাশয়! আমাদের আর কিছু রইলো না।

নিশুম্ভ। আমার ইচ্ছা, আপনাদের সম্মান—প্রভুত্ব—রাজ-অনুগ্রহ, যা-কিছু যেরূপভাবে পেয়ে আস্‌ছেন, দৈত্যরাজত্বের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সেইভাবে অক্ষুন্ন থাক্।

রাজগণ। সাধু! সাধু!

নিশুম্ভ। আপনারা এই বিশাল দৈত্য-সাম্রাজ্যের স্তম্ভ, আপনাদের দৃঢ়তাই রাজ্যের স্থায়িত্ব; আপনাদের—আপনার করাই প্রকৃতপক্ষে রাজনীতি। আপনাদের শান্তিই সমগ্র জাতির কল্যাণ।

রাজগণ। মহানুভব! মহানুভব!

১ম রাজা। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার মনোবাসনা পূর্ণ হোক্, আপনার পুত্র আমাদের রাজ-জামাতা—সম্রাট হোন্।

নিশুম্ভ। আপনাদের আশীর্ব্বচন অকাট্য। এ সাগ্রহ প্রার্থনা ঈশ্বরের কর্ণে পৌঁছাবেই। তবু নিশ্চেষ্ট থাক্‌লে চল্‌বে না। পুরুষকার দৈবের অবলম্বন। মুর এখন অনেক দূর অগ্রসর। সে আমার মত প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয় রাখে না, আপনাদের ন্যায় সরল অন্তঃকরণ রাজ্যের

হিতাকাঙ্ক্ষীগণের হিতোপদেশ চায় না, প্রকৃতির অনতিক্রম্য গণ্ডী মানে না। সে অন্ধ—বধির—উন্মাদ। এ সময় তার চোখ ফোটাতে হ'লে আপনাদিগকে আমার সহিত যোগ দিতে হবে, অমাবস্যার অন্ধকারে শ্মশানের রাক্ষসীর অভিনয়ের মত—রন্ধ্রগত রাহুর তাণ্ডব-নর্ত্তনে স্ফীতওষ্ঠে মৃত্যুর অট্টহাস্যের মত।

রাজগণ। আপনার জন্য আমরা সব করতে প্রস্তুত।

নিশুম্ভ। আমার জন্য নয় সামন্তগণ! আপনাদের জন্যই আমার এ আত্মপূজার আয়োজন,—আপনাদের আপন আপন আসন অটল রাখ্‌বার জন্যই আমার এ চণ্ডনীতির উদ্বোধন,—আপনাদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিকারই আমার প্রধান লক্ষ্য।

রাজগণ। যাই হোক্, এখন আমাদের কি করতে বলেন?

নিশুম্ভ। আপনারা প্রস্তুত?

রাজগণ। সর্ব্বতোভাবে।

নিশুম্ভ। তবে শুনুন—

[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি]

নিশুম্ভ। একি! অকস্মাৎ শঙ্খধ্বনি উঠ্‌লো কোথায়? [পুনরায় শঙ্খধ্বনি] ঐ আবার! এককালে অসংখ্য শঙ্খের গগনভেদী রোল!

[নেপথ্যে হুলুধ্বনি]

১ম রাজা। শুধু শঙ্খধ্বনি নয়; ঐ শুনুন, তার সঙ্গে আবার হুলু-ধ্বনি!

নিশুম্ভ। তাই তো, এ সব আস্‌ছে কোথা হ'তে?

মুর প্রবেশ করিলেন

মুর। অন্তঃপুর হ'তে; দেখ্‌ছো কি নিশুম্ভ?

নিশুম্ভ। অন্তঃপুর হ'তে ?

মুর। হাঁ, অন্তঃপুর হ'তে—বুঝ্‌তে পার্‌ছো না ?

নিশুম্ভ। ও,—তা হ'লে তোমার পুত্রের সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ সমাধা হ'য়ে গেল, তুমি জয়ঘোষণা কর্‌তে এসেছ ?

মুর। না নিশুম্ভ! এরূপ কলঙ্কিত বিজয়লাভ মুরের গর্ব্বের বিষয় নয়। সে যা করে, সাধারণের চোখের সাম্‌নে—প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকের উপর—সহস্র অস্ত্রগর্জ্জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। চোরের মত পা টিপে চলা তার প্রকৃতি নয়। সে ভিক্ষান্নে জীবনযাপন কর্‌বে, তবু এরূপ হীন উপায়ে ত্রিজগতের একাধিপত্য চাইবে না। আমি এর কিছুই জানি না নিশুম্ভ! ভেবেছিলাম, এ কীর্ত্তি তোমার; তাই আমি ঐ শির লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছি,—কিন্তু এসে দেখ্‌ছি, তুমিও আমার মত বিস্মিত!

নিশুম্ভ। তাই তো! তা হ'লে এ সব কি ?

তীর্থ প্রবেশ করিল

তীর্থ। বিয়ে! বিয়ে! আমার স্বর্গর বিয়ে! অহো! কি আনন্দ! কি আনন্দ! এস সেনাপতি মশায়রা! কাজ শেষ হ'য়ে গেছে, জামাই দেখ্‌বে এস। বর-ক'নেকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বে এস।

নিশুম্ভ। কি বল্‌ছো তীর্থ! রাজকুমারীর বিবাহ? কার সঙ্গে?

তীর্থ। পৃথিবীর ছেলের সঙ্গে।

মুর। নরকের সঙ্গে? যাকে নিয়ে পৃথিবী দেব, যক্ষ, নাগ, গন্ধর্ব্ব, সৃষ্টির সমস্ত জাতির দ্বারস্থ হয়েছিল, জন্মের ঠিক-ঠিকানা নাই ব'লে কোথাও আশ্রয় পায় নাই—কেউ কন্যা দেয় নাই—ভুলেও মুখের দিকে চায় নাই—সেই জারজের সঙ্গে?

তীর্থ। অত খবর আমি রাখি না সেনাপতি মশায়! আ-হা-হা!

চাঁদের মত ছেলে, ফুলের মত গড়ন, বাঁশীর মত মিষ্টি কথা, এস না—দেখ্‌বে এস না!

নিশুম্ভ। তার সঙ্গে রাজকুমারীর বিবাহ দিলে কে?

তীর্থ। আমি—আমি। আমি তাকে এতটুকু বেলা থেকে কত যত্নে এত বড় করেছি, তার জন্যে কত দিন আমার না খেয়ে না ঘুমিয়ে কেটে গেছে; আজ আমার সকল কষ্ট সার্থক হয়েছে সেনাপতি মশায়! সব সাধ মিটেছে,—আমি তাকে নিজের হাতে দান করেছি। ওহো হো! আজ রাজ-রাণী কোথায়? [নেত্রকোণে আনন্দাশ্রু দেখা দিল]

নিশুম্ভ। পাপিষ্ঠ! দৈত্যকুলের কলঙ্ক! আমি তোকে হত্যা কর্‌বো। [অসি নিষ্কাশন]

শঙ্খনাদ প্রবেশ করিলেন

শঙ্খনাদ। স্থির হোন্ পিতা! হত্যা কর্‌তে হয় আমায় করুন, দণ্ড দিতে হয় আমায় দিন,—এর জন্য দায়ী আমি। [জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন]

মুর। কি শঙ্খনাদ! এর জন্য দায়ী তুমি?

শিশিরায়ণ প্রবেশ করিলেন

শিশিরায়ণ। না পিতা! এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। যদিও শঙ্খনাদ সকল রকমে আমার পোষকতা করেছে, তবু এ মন্ত্রণা আমার—জগতের নীতিবিরুদ্ধ এ স্পর্দ্ধা আমার; দণ্ডের যোগ্য একমাত্র আমি। [জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন]

অর্ব্বুদ প্রবেশ করিলেন

অর্ব্বুদ। দেখ্‌ছো কি নিশুম্ভ! ভাব্‌ছো কি মুর! পুত্রদের বুকে তুলে নাও। ওরা আত্মবলি দিয়ে রাজত্বের কল্যাণসাধন করেছে—

উলঙ্গ কৃপাণের নীচে নিজে দাঁড়িয়ে জগৎটাকে অভয় দিয়েছে—স্বার্থের মাথায় পদাঘাত ক'রে তোমাদের ন্যায়ের পথে, ধর্ম্মের পথে, কর্ত্তব্যের পথে খাড়া রেখেছে,—ওদের আশীর্ব্বাদ কর। ওরা প্রকৃতই বীর। রক্তস্রোতে ভাসা বীরের ধর্ম্ম নয়, বীরের ধর্ম্ম শুদ্ধ শান্তিস্থাপন। চল তীর্থ! তোমরা বর ক'নে দেখাবে চল।

তীর্থ। চল—চল তো দাদা! এমন সোনার আমোদটা একেবারে মাটি ক'রে দেবার যোগাড়! রাজা-রাণী নাই,—আজ আর জগৎ খুঁজে বুক চিরে দেখাবার লোক পাই না। [অর্ব্বুদসহ প্রস্থান]

নিশুম্ভ। যাও যুবকদ্বয়! ধন্য তোমরা!

শিশিরায়ণ। ধন্য আপনারা! বেগবান্ প্রবৃত্তির উপর ইচ্ছামত প্রভুত্ব কর্‌তে পারেন, উদ্যত অস্ত্রকে মুহূর্ত্তে কোষবদ্ধ কর্‌তে পারেন, কুপুত্রদের আপনা হ'তে ক্ষমা কর্‌তে পারেন।

শঙ্খনাদ। তবে দিলেন যদি নিজগুণে কুলাঙ্গার সন্তানগণে অভয়, আর একটু অনুগ্রহ করুন,—আপনাদের উভয়ের মিলিত আলিঙ্গনে শত্রু-পক্ষ স্তব্ধ হ'য়ে যাক্—সাধুগণ বিস্মিত বাষ্পাকুলনয়নে আপনাদের মুখের দিকে চেয়ে থাক্—আপনাদের জলদগম্ভীর সমবেতকণ্ঠে জগৎ কাঁপিয়ে আমাদের নবীন রাজদম্পতীর জয়গান উঠুক্!

নিশুম্ভ। মুর! আজ হ'তে আমি তোমার বন্ধু! [আলিঙ্গন] যান্ সামন্তগণ! আপনাদের মান অপমানের নিয়ন্তা পরম পিতা পরমেশ্বর; তাঁরই ইচ্ছাস্রোতে আপনাদিগকে ভাসিয়ে দিয়ে উচ্চকণ্ঠে বলুন—জয় রাজা-রাণীর জয়!

রাজগণ। জয় রাজা-রাণীর জয়!

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রাজপ্রাসাদ—কক্ষ

নরকাসুর ও পৃথিবী

নরক। অনেক দিন হ'তে তোমায় একটা কথা বল্‌বো মনে ক'রে আস্‌ছি মা! কিন্তু—

পৃথিবী। কি কথা বাবা! কিন্তু কি?

নরক। বল্‌তে পারি নাই মা! বল্‌বার জন্য আকুল আগ্রহে কত বার তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছি, লজ্জায় মাথা নুয়ে পড়েছে; অন্তরের অব্যক্ত ভাব ভাষার আকারে প্রকাশ কর্‌বার জন্য বাক্‌দেবীর পদে কত শত কাতর অনুনয় জানিয়েছি, কিন্তু 'মা' পর্য্যন্ত ব'লেই কণ্ঠ রোধ হ'য়ে এসেছে,—বলা হয় নাই। আজ আবার সেই রাক্ষসী মুহূর্ত্ত, আজ আবার মন ও জিহ্বার ভীষণ অনৈক্যের সন্ধিস্থলে আমি। মা!—

পৃথিবী। বল পুত্র! মায়ের কাছে মনের কথা বল্‌বে তাতে লজ্জা কেন? কণ্ঠরোধের কারণ কি? বাক্‌দেবীর পূজা কিসের? অসঙ্কোচে বল। মাতা পুত্র—এ বড় প্রাণখোলা সম্বন্ধ প্রাণাধিক!

নরক। মা!

পৃথিবী। বল।

নরক। আমার পিতা কে মা?

পৃথিবী। এই কথা? পাগল ছেলে! এর জন্য এত সঙ্কোচ? এতখানি ভূমিকা? এত বড় ভুল?

নরক। না জননি, জান না তুমি! পুত্রজন্ম গ্রহণ ক'রে পিতার নির্ণয় না পাওয়া যে কি যন্ত্রণার, আর তার মীমাংসার জন্য গর্ভধারিণীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মত মুক্তকণ্ঠ হওয়া যে কি বিপদের, সে অনুমান তুমি কর্‌তে পার্‌বে না মা! আজ আমি জ্ঞানহীন, বিবেচনা-বর্জ্জিত, মাতা-পুত্র সম্বন্ধ হ'তে দূরে। বল মা! আমার পিতা কে?

পৃথিবী। বল্‌ছি; কিন্তু এতদিনের পর আজ সহসা এর জন্য এত অস্থির হ'য়ে উঠ্‌লে কেন বৎস?

নরক। হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগ আর স্তোক দিয়ে চেপে রাখ্‌তে পার্‌লাম না মা! আপনাকে আপনার কাছে জীবনভোর চোর ক'রে রাখা, সে কি কম কথা? আর তা পারা গেল না মা!

পৃথিবী। চোর!—রুদ্ধ আবেগ! এ সব তুমি কি বল্‌ছো পুত্র উন্মত্তের মত?

নরক। সত্যই আমি উন্মত্ত মা! জগৎ যেন প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনশ্চক্ষে ব্যভিচারের দর্পণ ধ'রে বিকৃতভাবে নাচিয়ে তুল্‌ছে—বায়ু যেন আমার অঙ্গ স্পর্শ ক'রে অপবিত্র হ'য়ে শিউরে উঠ্‌ছে—প্রকৃতি প্রত্যহ আমার মুখ দেখে মহা ভাবনায় দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। অতি ঘৃণ্য যে মৃত্যু—জন্ম শৃঙ্খলার কোন ধার ধারে না, সেও যেন আজ জারজ ব'লে অট্ট-উপহাস ক'রে আমা হ'তে বহুদূরে স'রে দাঁড়াচ্ছে। বল মা! বল মা! আমার পিতা কে? সত্যই কি আমি জারজ?

পৃথিবী। যদি তাই হও, তা হ'লে কি কর্‌বে?

নরক। কর্‌বো না কিছু; তা হ'লেও শুন্‌তে পেলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো। মনের সঙ্গে অবিরাম দ্বন্দ্বযুদ্ধের হাত হ'তে নিষ্কৃতি

পাবো। তখন ভেবে নেবার চেষ্টা কর্‌বো, তুমি যাই হও, তবু আমার মা। যে প্রকারেই আমার জন্ম হোক্, সেও সৃষ্টিরই একটা তন্ত্র।

পৃথিবী। সে ভাব্‌বার চেষ্টা এখন হ'তে কর না!

নরক। না মা! এখন তা হয় না। সন্দেহের অন্ধকারে বাস করা বড় ভয়ানক। এক দিকে আগুনের উত্তাপ, আর এক দিকে জলের শীতল তরঙ্গ; তার মাঝখানে পঙ্গুর মত নিশ্চল হ'য়ে প'ড়ে থাকা—না মা, অসহ্য! হয় পুড়ে মরি, না হয় নবজীবন নিয়ে গর্ব্বভরে দাঁড়াই! বল মা! আমার পিতা কে?

পৃথিবী। ছিঃ পুত্র! জগতের ছিদ্রান্বেষী তির্য্যগদৃষ্টিতে কাতর হ'য়ে মাতৃচরিত্রে সন্দেহ? সিংহীর বুকের রক্ত পান ক'রে শৃগালদলের বিসংবাদী ঐক্যতানে স্তব্ধ? সৃষ্টির উচ্চ স্তরে উপবেশন ক'রে অধোবদন—নতশির—চোরের মত ত্রাস্ত? শোন পুত্র! সাধ্বীপুত্র তুমি! সন্তর্পণে জগতে বাস ক'রো না। স্বপ্নেও আমি ব্যভিচারিণী নই; আমি লক্ষ্মী অংশসম্ভূতা বিষ্ণুবল্লভা পৃথিবী,—তাঁরই পবিত্র ঔরসে তোমার উৎপত্তি; তোমার পিতা জগৎ-পিতা নারায়ণ।

নরক। নারায়ণ! নারায়ণ! আমার পিতা জগৎ-পিতা নারায়ণ?

পৃথিবী। হাঁ পুত্র! তোমার পিতা জগৎ-পিতা নারায়ণ।

নরক। সত্য বল মা! তা হ'লে আমি দৈত্য নই; বায়সের বাসায় প্রতিপালিত কোকিলশাবক?

পৃথিবী। হাঁ বৎস! তাই।

নরক। তাই যদি, তবে বল মা আমার জন্মবৃত্তান্ত—শুনাও মা সে বেদের সঙ্গীত—প্রকাশ কর পাপিষ্ঠ জগতে পবিত্র সে স্বর্গের সমাচার।

গীতকণ্ঠে সত্যের আবির্ভাব

সত্য।—

গীত

জনম তোমার ধন্য ধন্য মহীর গর্ভে হে মহীয়ান্।
অনন্ত অনাদি পুরুষ অংশে জনক তোমার শ্রীভগবান্॥
হরিল ধরণী হিরণ্যাক্ষ রাখিল আঁধার পাতালগর্ভে,
ধরিল বরাহ-মূরতি বিষ্ণু মায়াবী দানব-গর্ব্ব খর্ব্বে,
বাধিল যুদ্ধ ধ্বনিল ব্যোম দৃষ্টি-রক্ত-পিপাসাতুর,
ভাঙ্গিল সে রবে সমাধিনিদ্রা, সভয়ে চাহিল চন্দ্রচূড়,
দেখিতে দেখিতে শিথিল অঙ্গ, মত্ত দানব ত্যজিল প্রাণ,
উঠিল বরাহদন্তে পৃথিবী, অঙ্কে তাহার তোমারই স্থান॥
ছিল গো তখন লগ্নে চন্দ্র একাদশে সুরকুল গুরু,
কেন্দ্রে শুক্র সপ্তমে শনি এই তো জন্মকোষ্ঠী সুরু,
ছিলাম আমি গো সজাগ তখন সে মহা আহবে বর্ত্তমান,
দেখেছিনু রূপ করেছিনু স্তব গেয়েছিনু তাঁর বিজয় গান॥

[প্রস্থান]

পৃথিবী। শুন্‌লে তোমার জন্ম কাহিনী?

নরক। শুন্‌লাম।

পৃথিবী। আরও শোন। সদ্য-প্রসূত তোমায় কোলে দিয়ে যখন তিনি বিদায় চান, আমি তোমার ভাবনায় আকুল হ'য়ে উঠি। তখন অন্তর্য্যামী অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্যে আমায় মায়া-মোহিত প্রকৃতিস্থ ক'রে তোমার ভবিষ্যতের জন্য বৈষ্ণবী অস্ত্র দিয়ে যান,—ব'লে যান, এক তিনি ভিন্ন জগতের কেউ তোমার সমকক্ষ হ'তে পার্‌বে না। এই সেই অস্ত্র; এত দিন বুকের ভিতর লুকিয়ে রক্ষা ক'রে আস্‌ছি, তোমার পরিণত বয়সের জন্য—দৃঢ়মুষ্টির অপেক্ষার আশায় বুক বেঁধে। ধর—দেখ—মিলিয়ে নাও; জগতের মিথ্যা অপবাদে আত্মহারা হ'য়ো না। [অস্ত্রদান]

নরক। [অস্ত্র দেখিয়া সহর্ষে বলিলেন] জগৎ! এ অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবো। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি মা! মহাদেবী ত্রিলোক-পূজ্যা বসুন্ধরা—তুমি আমার গর্ভধারিণী জননী, এ নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র কারণ চিন্ময় নারায়ণ আমার জন্মদাতা পিতা, আমার স্থান পাপ দৈত্য-সিংহাসনে কেন মা? দানবকুমারী আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী বনিতা কেন মা? আমি অসুর নামে জগতে অভিহিত কেন মা?

পৃথিবী। জগতেব সুবিচার—ঈশ্বরের অনুগ্রহ—আমার দুর্ভাগ্য!

নরক! বুঝেছি মা! ভাগ্যবতী বিশ্বপালিনী বিষ্ণুপ্রিয়া বসুমতী তুমি আজ দুর্ভাগিনী—অমৃত-কলসে হলাহলবিন্দুর মত শুদ্ধ আমার সংস্পর্শে। স্পষ্ট ক'রে বল মা! আমি শুন্‌তে চাই, এই দৈত্যবংশ ছাড়া এমন বিশাল জগৎটায় আমার একটু স্থান কি আর কোথাও হয় নাই?

পৃথিবী। কোথাও হয়নি বাবা! শিশুপুত্র তোমার হাত ধ'রে জগতের দ্বারে দ্বারে ফিরেছি—পর্ব্বত হ'তে কীটাণুর কাছে কাতর অনুনয় জানিয়েছি—লাজ-লজ্জা, আত্মাভিমান, আমার আমিত্ব, সব বিসর্জ্জন দিয়ে নীচের নীচ যে, তার অপবিত্র কুটীরের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত পরিমার্জ্জন করেছি, কিন্তু তোমায় কন্যা দেওয়া দূরে থাক্, কেউ ফিরেও চায় নাই; তার উপর আবার আমায় তিরস্কার—বিদ্রূপ—অপমান! যাক্, সে সব এখন আর শুনে কাজ নাই।

নরক। না মা! শুন্‌তে হবে। পুত্র আমি, জেনে নিই—পুত্রের জন্য মায়ের দুর্গতির শেষটা। বল মা! কে তোমায় তিরস্কার করেছে, কে তোমায় বিদ্রূপ বাক্য বলেছে, কার কাছে অপমানিত হয়েছ?

পৃথিবী। শোন্‌বার সময় হয়েছে তোমার? তবে শোন; অপমান

করেছে দেবমাতা অদিতি, আমার মুখদর্শন না ক'রে। বিদ্রূপ করেছে প্রচেতা বরুণ, আমায় শূকরী ব'লে। তিরস্কার করেছে শিল্পীপ্রধান বিশ্বকর্ম্মা, তার কন্যা চতুর্দ্দশীর সঙ্গে গোপনে তোমার বিবাহ স্থির করেছিলাম ব'লে।

নরক। দেবমাতা অদিতি, প্রচেতা বরুণ, শিল্পীপ্রধান বিশ্বকর্ম্মা। যাও মা! আর আমার শোন্‌বার কিছু নাই। হৃদয়ের স্তরে স্তরে রক্ত দিয়ে লিখে নিলাম।

স্বর্গ প্রবেশ করিলেন

স্বর্গ। লেখা মুছে দাও।

নরক। পাথরের উপর লিখে ফেলেছি স্বর্গ! মোছ্‌বার উপায় নাই।

স্বর্গ। না থাকে, লেখাই থাক্—ও লেখা আর কাকেও দেখিয়ে কাজ নাই।

নরক। আর কাকেও না দেখাই, এ তিনজনকে অন্ততঃ একবার দেখাতে হবে বৈ কি! দেবমাতা অদিতি, প্রচেতা বরুণ, শিল্পীপ্রধান বিশ্বকর্ম্মা।

স্বর্গ। মা!

পৃথিবী। [নীরবে স্বর্গের মুখপানে চাহিলেন]

স্বর্গ। দেখ্‌ছো কি মা, নীরবে আমার মুখের দিকে চেয়ে? এখনও মা হ'য়ে পুত্রের মুখপানে চাও।

পৃথিবী। [মুখ নত করিলেন]

স্বর্গ। ওঃ, দেখেছো কি মা, পুত্রশোকের মূর্ত্তিটা কখনও কল্পনায়?

পৃথিবী। [অস্থির হইয়া কম্পিতকণ্ঠে ডাকিলেন] বাবা! বাবা!

নরক। ওকি মা! কম্পিত-কণ্ঠ কেন? চক্ষে জল যে? এ দিক্ ও দিক্ কর্‌ছো কি? বাঁধ ভেঙ্গে দিয়েছ, তুফান চলেছে; আবার তাকে ধ'রে রাখ্‌তে চাও? বৃথা চেষ্টা! স্থির জেনো জননি, আমি সংসার হ'তে ফির্‌বো, তবু সঙ্কল্প হ'তে ফির্‌বো না।

স্বর্গ। তুমিও স্থির জেনো স্বামি! সঙ্কল্প হ'তে যদি না ফের, তোমায় সংসার হ'তে ফির্‌তেই হবে।

নরক। এরূপ স্থির ভবিষ্যৎ কোন্ জ্যোতিষ গণনায় দেখ্‌লে স্বর্গ?

স্বর্গ। ভবিষ্যৎ বুঝ্‌তে জ্যোতিষের সাহায্য নিতে হয় না স্বামি! একটু চোখ মিলে চাইলেই সব পাওয়া যায়। ঐ দেখ স্বামি! মধু কৈটভ আকাশের কোলে দাঁড়িয়ে রক্তাক্তকলেবরে এর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছে! হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু বরাহদন্তে নরসিংহ-নখে বিদারিত হ'য়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে এর শোচনীয় পরিণাম বর্ণন কর্‌ছে! আর ঐ শোন, অন্ধকার পাতালগর্ভে হস্তপদবদ্ধ হ'য়ে দানবেন্দ্র বলি জলদ নিঃস্বনে জগৎকে বল্‌ছে—সাবধান!

নরক। ও ভবিষ্যৎ আমার জন্য নয় স্বর্গ! আমি দৈত্য নই।

স্বর্গ। তুমি পরম দেবতা। কিন্তু স্বামি, ভগবানের চক্ষে দেব-দৈত্য ভেদ নাই; প্রকৃতির শাণিত বিচার জন্মের গণ্ডী মানে না; কালের গদা ব্রাহ্মণ চণ্ডাল বাছে না।

নরক। আজ তাকে বাছ্‌তে হবে; কাল যার আজ্ঞাবহ দাস, আমি সেই শ্রীভগবান্ নারায়ণের পুত্র।

স্বর্গ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং কালের প্রভুত্ব মেনেছেন, নিজের দর্প নিজে চূর্ণ করেছেন, তুমি তো তাঁর পুত্র!

নরক। নিজের দর্প একদিন তিনি না রাখ্‌তেও পারেন, কিন্তু আমার দর্প রাখ্‌তে হবে বই কি! আপনার আত্মাভিমান হ'তে পুত্রের

ক্রন্দন লক্ষ্যের, জগতের সমস্ত ভোগৈশ্বর্য্যের মধ্যে অংশজাত শিশুর হাসি শ্রেষ্ঠ; আপনার সর্ব্বস্ব হ'তে পুত্রের জীবন পিতার কাছে অধিকতর মূল্যবান। ভাব্‌ছো কি ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে? বুঝ্‌তে পারবে না এ তত্ত্ব তুমি দানবকুমারি! যাও।

স্বর্গ। বুঝ্‌তে না পারি, সেটা আমার বুদ্ধির দোষ; কিন্তু দানব-বংশটাকে এতটা হীন ভেবো না। এই দানব-জাতি সৃষ্টির প্রারম্ভ হ'তে আজ পর্য্যন্ত দেবতার সঙ্গে সমানভাবে দাঁড়িয়ে আস্‌ছে। ঐশ্বর্য্যে, বীর্য্যে, জ্ঞানে, ধর্ম্মে জগতের সমস্ত জাতির সঙ্গে তুল্য ওজন দিয়ে আস্‌ছে। এই উদার জাতি দেব, নাগ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সমস্ত জাতির পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় তুমি, তোমায় আদর ক'রে মাথার উপর জায়গা দিয়ে রেখেছে।

নরক। ভাল করে নাই—ভাল করে নাই! এ হ'তে আমি চির নিরাশ্রয় থাক্‌লে খোলা হওয়ায় সরলভাবে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌তাম! আগুনকে সমুদ্রগর্ভে আশ্রয় দেওয়া, শুদ্ধ তাকে বাড়বা ক'রে আপ্রলয় আপনার জ্বালায় জ্বালিয়ে রাখা।

স্বর্গ। জানি স্বামি, এ আশ্রয় দানের প্রতিদানে তুমি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা পোষণ কর না। দৈত্য-সিংহাসনে উপবেশন ক'রে তুমি আদৌ সুখী হ'তে পার নাই; এ সহবাস তুমি অন্তরের সহিত ঘৃণা কর। যাক্, যা হবার হ'য়ে গেছে, এখন আর সে ভুল ভাবা বৃথা। তবে একটা অনুরোধ—এই গুম্‌ড়েপোড়া হৃদয় নিয়ে যে কটা দিন সংসারে থাকি, স্বামীর মত মুখেও আমার মিনতি রাখ, আমায় স্ত্রী হ'য়ে তোমার কল্যাণকামনা কর্‌তে দাও।

নরক। তার চেয়ে মাতা হ'য়ে পুত্রের কল্যাণ কামনা করগে রাণি! আজ তুমি পুত্রবতী; তাতে শান্তি পাবে। রমণী-জন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য

মা হওয়া ; জগতের সর্ব্বোচ্চ ভাব মাতৃভাব। স্বামীর কল্যাণ কামনা শুদ্ধ স্বার্থপরতার আবরণ। আমার কল্যাণ অকল্যাণ আমার জননী, আমার একমাত্র লক্ষ্য তাঁর সুখ-দুঃখ, আমার জীবনের ব্রত তাঁর গমনপথের কুশাঙ্কুরটী পর্য্যন্ত সরিয়ে দেওয়া।

স্বর্গ। স্বামি!

নরক। এক কথায় বল—যা বল্‌বার, আমার সময় সংক্ষেপ।

স্বর্গ। না, তা হ'লে আর আমার কথা নাই। আমি তোমার অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট কর্‌তে চাই না। তবে একটা কথা ব'লে যাই,—আমি স্ত্রী, তুমি স্বামি ; ঈশ্বর সাক্ষ্য, আমি তোমার আদেশ বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর্‌বো, তুমি যেন আমার অপরাধ নিও না।

[প্রস্থান]

নরক। কে আছ?

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ ও অভিবাদন

নরক। সেনাপতিদের সংবাদ দাও, যেন দণ্ডের মধ্যে আপন আপন অধীনস্থ সৈন্য সুসজ্জিত ক'রে তোরণদ্বারে সমবেত হয়।

[প্রহরীর প্রস্থান]

নরক। মা!

পৃথিবী। বাবা!

নরক। চুপ ক'রে যে?

পৃথিবী। জিভটা কেমন শুকিয়ে আস্‌ছে!

নরক। সে কি মা?

পৃথিবী। বুকখানা কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে!

নরক। ছিঃ—মা!

পৃথিবী। দণ্ডে দণ্ডে দম আটকে যাবার উপক্রম হ'চ্ছে!

নরক। মা!

পৃথিবী। একটা স্মৃতি বড় দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠ্ছে বাবা! অস্ত্র-খানা দিয়ে যেমনি তিনি অভয় দিয়েছিলেন, তেমনি আবার ব'লে ও রেখেছেন, যদি তুমি দেব-দ্বিজ উৎপীড়ক হও, রমণীর চোখে জল ফেল, তা হ'লে—[মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন] না বাবা! কাজ নাই আর কারো সঙ্গে কলহ ক'রে; যে যা বলে বলুক্, তাতে আমার দুঃখ নাই; আমি সুখী, শুদ্ধ তোমার মা হ'য়ে থাক্তে পেলেই।

নরক। তুমি তো আমার মা হ'য়ে পরম সুখে থাক্বে মা! কিন্তু আমি তোমার পুত্র হ'য়ে কোন্ মুখে কাল কাটাবো? যে পুত্র মাতৃ-নিন্দায় বধির, জননীর সজল দৃষ্টিতে জন্মান্ধ, মায়ের গুপ্ত দীর্ঘশ্বাসে স্থির, কাজ কি তার নিদ্রিতের মত শুদ্ধ বেঁচে থেকে মায়ের নেত্রতৃপ্তিসাধন করায়? দাও মা তোমার পদধূলি; মাতৃ-অপমানের প্রতিশোধ নিতে মাতৃ-আদেশ অমান্য কর্লাম। আমি জীবনে পিতা চিনি না, আজন্ম মায়ের মুখই দেখে আস্ছি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই মুখ সৃষ্টি-দর্পণে উজ্জ্বল—নিষ্কলঙ্ক—সুন্দর দেখাতে পারি।

[প্রস্থান]

পৃথিবী। ধন্য তুমি পুত্র! শুভক্ষণে হিরণ্যাক্ষ আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল। গর্ব্বিতা আমি, তোমার গর্ভধারিণী। [কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন] কিন্তু জানি না এর পরিণাম কি! প্রতি মুহূর্ত্তে সেই ভীষণ সাবধান করা সঙ্কেত স্মরণ হয়। তবে একটা ভরসা, আমার সম্মতি চাই। সত্য-সনাতন তিনি! দৃঢ় হও হৃদয়, নিশ্চিন্ত হও পুত্রের আশঙ্কায়, হ'য়ে যাক্ এর প্রতিশোধ!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

রত্নাসনে স্বর্গ উপবিষ্টা

স্বর্গ। ব'লে দিয়েছেন স্বামী, মাতা হ'য়ে পুত্রের কল্যাণকামনা কর্‌তে,—রমণী-জন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য মা হওয়া। জগতের সর্ব্বোচ্চ ভাব মাতৃ-ভাব,—স্বামীর কল্যাণকামনা শুধু স্বার্থপরতার একটা আবরণ। কথাটা স্ত্রী জাতির পক্ষে একটু কটু হ'লেও নিতান্ত মিথ্যা নয়! স্ত্রী ভালবাসার প্রতিদানে প্রতিমুহূর্ত্তে স্বামীর আদর চায়; তা না হ'লে কথায় কথায় অভিমানের আড়ম্বর কেন? কিন্তু মা কিছুই চায় না, শুধু সন্তানের কল্যাণকামনা ক'রেই কৃতার্থ। সুন্দর ধর্ম্ম! চমৎকার ভাব! স্বার্থপর সংসারে এ একটা দেখ্‌বার। তাই হোক্ তবে। আমি তাঁর আদেশ প্রতিপালন কর্‌বো; এতদিন স্বামীর স্ত্রী হ'য়ে আস্‌ছি, এইবার পুত্রের মা হবো।

মুর, নিশুম্ভ, শিশিরায়ণ ও শঙ্খনাদ প্রবেশ করিলেন

মুর। আমাদের ডেকেছিলেন মা?

স্বর্গ। হ্যাঁ—ডেকেছিলাম।

নিশুম্ভ। বড় ব্যস্ত আছি মা আমরা,—যা বল্‌বার শীঘ্র বলুন।

স্বর্গ। এত ব্যস্ত কিসের আপনারা সেনাপতি?

মুর। মহারাজের আদেশ—আপন আপন অধীনস্থ সৈন্য নিয়ে দণ্ডের মধ্যে যেন আমরা তোরণদ্বারে সমবেত হই।

স্বর্গ। এই জন্যই আমি আপনাদের ডেকেছি। আচ্ছা, এর কারণ কি—কেউ জানেন ?

নিশুম্ভ। কারণ, যুদ্ধযাত্রা আবার কি ?

স্বর্গ। খুব উত্তর দিয়েছেন সেনাপতি! সৈন্য সাজিয়ে হুঙ্কার তুলে যে হত্যা কর্‌তে যাওয়া হয়—কা'রো গলায় ফুলের মালা দিতে নয়, সেটা এতটুকু বালিকা পর্য্যন্ত জানে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—এ যুদ্ধটা কার সঙ্গে, কি নিয়ে ? তার আপনারা কেউ কিছু জানেন ?

[সকলে নীরব রহিলেন]

স্বর্গ। চুপ ক'রে যে ?

মুর। না।

স্বর্গ। জানেন না, অথচ যুদ্ধের নাম শুনেই শীষ পা তুলে নেচে উঠেছেন, মুখের কথা কইতে না কইতে স্তাবকের মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছেন, ইচ্ছাহীন পুতুলের মত তর্জ্জনীহেলনে উঠ্‌ছেন আর বস্‌ছেন, —কারণ কিছু জানেন না!

নিশুম্ভ। জান্‌বার আবশ্যক হয় নাই। অন্যায় তিরস্কার ক'রো না মা! এ রাজনৈতিক ব্যাপার,—আমরা হ'লাম সেনাপতি।

স্বর্গ। কোথায় দেখেছেন সেনাপতি! সেনাপতির রাজনৈতিক আলোচনার অধিকার নাই ? সেনাপতি কি কেবল আদেশবাহী ? সে কি যুক্তিমন্ত্রণার বাহিরে ? সেনাপতি শুধু রাজার হত্যাকাণ্ডের সহচর—ন্যায় অন্যায়ের ধার ধারে না ? ছিঃ! আপনাদের ক্ষুদ্র ভেবে ভেবে হৃদয়টাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এনে ফেলেছেন! সেনাপতি যিনি, তিনি সাধারণের মঙ্গলামঙ্গল চেয়ে দেখ্‌বেন না ? অযথা কারণে রাজশক্তি অপব্যয়ের প্রতিবাদ কর্‌বেন না ? প্রজার আর্ত্তনাদের দায়িত্ব রাখ্‌বেন না ? যান্! যাক্; শিশিরায়ণ! শঙ্খনাদ! তোমাদের তো অনেকটা জান্‌বার

কথা! যেহেতু তোমরা দুজনেই যুক্তি ক'রে একজন নিরাশ্রয় পথের ভিখারীকে রাজসিংহাসনে বসিয়েছ—জগতের পরিত্যক্তকে দৈত্যসমাজের মাথায় তুলেছ—অবশেষে তাঁর পূজার জন্য একটা রাজকুমারীকে ঘুমন্ত অবস্থায় ধ'রে বেঁধে তাঁর পায়ের তলায় বলিদান দিয়েছ! তোমাদের আজ সকল বিষয়েই তাঁর দক্ষিণ হস্ত হওয়াই উচিৎ; তোমরা এর কিছু সংবাদ রাখ?

শিশিরায়ণ। আপনার উদ্দেশ্য কি?

স্বর্গ। আমার উদ্দেশ্য পরে বল্‌ছি; এখন আমি যা জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, উত্তর দাও। আত্মীয়তা তো অনেক দেখিয়েছ, আপনার হ'তে পেরেছ?

শঙ্খনাদ। কই, এ বিষয়ে তিনি আমাদের কোন কিছু বলেন নাই।

স্বর্গ। বলেন নাই, অর্থাৎ বল্‌বার দরকার বিবেচনা করেন নাই। কারণ তিনি বেশ বুঝে নিয়েছেন—আমরা কুকুরের জাত, উপকারের সময় থাক্‌বো তাঁর আগে পাছে, আর উপভোগের সময় তিনি একা; আমরা থাক্‌বো তখন প্রাসাদ-তোরণের বহু দূরে, বহু নিম্নে সুকঠিন শৃঙ্খলিত অবস্থায়।

শিশিরায়ণ। যাক্—এ তর্কের এখন সময় নাই; দণ্ড অতিবাহিত প্রায়। রাজ-আদেশ পালনের গুরুভার আমাদের মাথায়! সংক্ষেপে বলুন—আপনি কি চান?

স্বর্গ। আমি এই মুহূর্ত্তে জান্‌তে চাই, এ রাজ্যের রাজা কে? তোমরা কার আদেশবাহী?

[সকলে নিরুত্তর]

স্বর্গ। সেনাপতিগণ! বহু যত্নে—বহু পরিশ্রমে—বহু যুগ-যুগান্তরের শোণিতপাতে পিতা আমার এই রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। আপনারাও চির-হিতৈষী, আত্মবলি দিয়ে এযাবৎ এ রাজ্যের শান্তি সমানভাবে রক্ষা

ক'রে আস্‌ছেন ; কিন্তু আজ এক উন্মত্ত যুবকের যথেচ্ছাচারিতায় সমগ্র দৈত্যজাতিটার ভিতর অনর্থক রণবাদ্য বেজে উঠেছে,—সোণার রাজ্য ছার-খারে যেতে বসেছে। দুঃখ, এ আমার পিতৃভূমি—জুড়াবার স্থল—বড় আদরের জায়গা ; আরও এই মাটি ছাড়া আমার দাঁড়াবার স্থান ত্রিজগতে নাই,—তাই বড় আশায়—বড় অভিমানে রাজ্যের প্রধান স্তম্ভ আপনাদের আহ্বান করেছি। আমার মর্ম্মের ভিতর প্রবেশ করুন,—স্মরণ করুন আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের উপদেশ-বাণী, লক্ষ্য করুন আপনাদের জন্মভূমির পাণ্ডুর বিষণ্ণ মলিন মুখমণ্ডল ! বলুন, এ রাজ্যের রাজা কে ? আপনারা কার আদেশবাহী ?

[সকলে পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন]

স্বর্গ। নীরব ! প্রৌঢ় সেনাপতিদ্বয় ! আমি শৈশবে মাতৃহারা হয়েছি, কিন্তু আপনাদের কোলে ব'সে সে অভাব ঘুণাক্ষরে টের পাই নাই। পাঁচ বৎসর বয়সে পা দেবামাত্রই পিতাকে হারিয়েছি। স্নেহের বশবর্ত্তী হ'য়েই হোক্, আর কর্ত্তব্যের অনুরোধেই হোক্, আপনারা এযাবৎ সে স্থানটাও পূর্ণ ক'রে আস্‌ছেন। কিন্তু আজ—আজ আমি স্বামী সত্ত্বেও বিধবা ! বলুন, আপনারা বর্ত্তমানে আজ আবার কার কাছে দাঁড়াবো ? কাদের বুকে প'ড়ে স্মৃতির দাবানল হ'তে আপনাকে সরিয়ে রাখ্‌বো ? আপনারা ভিন্ন আজ আর কারা আমার পিতা-মাতার মত "ভয় কি মা, আমরা আছি" ব'লে দু'হাতে চোখের জল মুছিয়ে দেবে ?

মুর। আর ভাব্‌বার কিছু নাই নিশুম্ভ ! আমাদের প্রভুকন্যা—আমাদের মান-মর্য্যাদা—আমাদের মা; তাঁর চোখে জল ? বজ্রপাত হয় হোক্—নরকাগ্নি জ্ব'লে ওঠে উঠুক্—পৃথিবী রসাতলে যায় যাক্। ভয় নাই মা ! আমরা ঠিক আছি। বল মা ! আমরা কি কর্‌লে তুমি সুখী হও ?

স্বর্গ। আমার পিতৃ-সিংহাসনে আমার শিশুপুত্রকে স্থাপন ক'রে আমি স্বহস্তে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করতে চাই ; আপনারা সম্মতি দিন।

[সেনাপতিগণ নীরব]

স্বর্গ। [আসন ত্যাগ করিয়া] যদি না দেন, এই আমি বুক পেতেছি ; যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে আপনাদের ঐ শাণিত কৃপাণ অগ্রে আমার রক্তে রঞ্জিত ক'রে মঙ্গলযাত্রা ক'রে যান।

নিশুম্ভ। স্থির হও মা! তাই হবে। যত বিশ্বাসঘাতকতা হয় হোক্, আর আমরা কারো মুখাপেক্ষী নই। মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কর্‌ছি, এ রাজ্যের অধীশ্বরী একমাত্র তুমি ; আমরা সম্পূর্ণরূপে তোমারই আদেশবাহী।

স্বর্গ। যাক্ ; শিশিরায়ণ! শঙ্খনাদ!

শিশিরায়ণ। মার্জ্জনা কর্‌বেন মহারাণি! এ প্রস্তাবটা আমাদের বেশ পরিপাক হ'চ্ছে না।

স্বর্গ। কেন ?

শঙ্খনাদ। কাল যাকে বড় আদরে মাথায় করেছি, আজ তাকে এক কথায়—

স্বর্গ। মাথায় কর্‌লে কেন ? মাথাটা বড় হাল্‌কা ঠেকেছিল, না ?

শিশিরায়ণ। মাথায় করেছি আপনার জন্য রাজকুমারি, আপনারই পিতৃরাজ্য রক্ষার জন্য ; আপনি জানেন না ?

স্বর্গ। খুব জানি ; ভাল কর নাই তা ক'রে। তার চেয়ে একটা সহজ উপায় ছিল সব দিক রাখ্‌বার,—ঠাওরাতে পার নি।

শঙ্খনাদ। কি ?

স্বর্গ। আমাকে একটু বিষ খাইয়ে দিলেই তো ঠিক হ'তো! সব গোল মিটে যেতো। এ দণ্ডিতা অপরাধিনীর মত খুঁচে মারার চেয়ে তাতে

তোমাদের সহস্র গুণে ধর্ম্ম হ'তো। ছিঃ—করেছ কি ? জগৎ যার জ্বালাময় সঙ্গ সভয়ে পরিত্যাগ করলে, তোমরা কি সাহসে সে আগুনের স্তূপকে আঁচলে বাঁধ্‌তে গেলে ? জগৎটাকে কি মূর্খ বল্‌তে চাও ? সে অন্ধ. জিনিষ চেনে না ? রত্ন পেয়ে হেলায় হারায় ?

শিশিরায়ণ। না, তা বল্‌তে পারি না। তবে এ কথা গর্ব্ব ক'রে বল্‌তে পারি, জগতের সর্ব্বোচ্চে এই দৈত্যজাতি, সে যা করে, নূতন—সাধারণের ধারণাতীত,—জগতের বাইরে। সে হাত দেয় বাসুকির মুখে, পদাঘাত করে প্রলয়গর্জ্জনের মাথায়, বুক দেয় অষ্টবজ্রের আলিঙ্গনে। সেই অহ-ঙ্কারেই আমরা জেনে শুনে বাঘের সঙ্গে খেলা পেতেছি; ভরসা ছিল, রাজকুমারী বয়ঃপ্রাপ্তা হ'য়ে এর জন্য আমাদের ধন্যবাদ দেবেন, কেন না তিনি দানবকন্যা। ভাব্‌তে পারি নাই, তাঁর হৃদয় নারীর হৃদয়।

স্বর্গ। না শিশিরায়ণ! তোমাদের রাজকন্যা মানবী নয়, প্রকৃতই দানবী; তা না হ'লে কে কোথায় স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে ?

শঙ্খনাদ। স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই কি দানবীর ধর্ম্ম ? দানব-কামিনীরা স্বামীসেবার ধার ধারে না ? দানবকুলে কি তুলসী, কয়াধু, বিন্ধ্যা জন্মায় নাই ? বুঝ্‌লাম না রাজকন্যা! এ আবার আপনার কোন্‌ দানবী-চরিত্র ? আপনি দানবীরও দূরে।

স্বর্গ। ঠিক বলেছ শঙ্খনাদ! আমি দানবী হ'তেও দূরে। তোমরা যা ক'রে আস্‌ছ, নূতন—সাধারণের ধারণাতীত; আমিও যা কর্‌ছি, দানবী-চরিত্রের এও একটা নূতনত্ব। শঙ্খনাদ! স্ত্রী শুদ্ধ কাম্যপূজার ডালি নিয়ে দিন রাত স্বামীর পায়ের তলায় প'ড়ে থাক্‌বার জন্য নয়; তার প্রধান ধর্ম্ম, স্বামীকে সহস্র আসক্তির মাঝখানে বসিয়েও পুষ্পের মত পবিত্র রাখা। ভাগ্যদোষে আমার সে কুসুমের আগাগোড়া কীট! দেখেছিও অনেক রকমে, যত্ন চেষ্টার ক্রটী করি নাই! চোখের জলে

ধুয়ে পারি নাই—প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ ক'রেও কোন ফল হয় নাই,—কীট যেমনকার তেমনি; তাই ইচ্ছা কর্‌ছি, এইবার একটা ঝড় তুলে দেখ্‌বো!

শিশিরায়ণ। এ ঝড়ে কিন্তু দৈত্য-সাম্রাজ্যের মূল শুদ্ধ ভেঙ্গে পড়্‌বে মহারাণি!

স্বর্গ। দৈত্য-সাম্রাজ্যের মূল আল্‌গা ক'রে ফেলেছ শিশিরায়ণ! ঝড় না বইলেও অদূরে ভূমিকম্প, তাকে ভাঙ্গতেই হবে। কথা শোন,—যদি দানবাধিকার খাড়া রাখ্‌তে চাও, ও সব ধর্ম্মাধর্ম্মের পাগলামি ছেড়ে দাও; এর ভিত্তি দৃঢ় কর, আমার পুত্রকে সিংহাসনে বসাও। সে এখনও তরল-মতি বালক; আমি তাকে ঠিক দৈত্য-সাম্রাজ্যের মত ক'রে গ'ড়ে তুল্‌বো, দেখে নিও। মধু, হিরণ্যকশিপু, বলির যুগে যা হয় নাই, এই বালকের দ্বারা ভবিষ্যতে সেই অসাধ্য সাধিত হ'য়ে যাবে।

শঙ্খনাদ। বলা যায় না মহারাণি! এই বালকও যদি উপযুক্ত বয়সে এই রকম অবাধ্য হ'য়ে দাঁড়ায়?

স্বর্গ। পাগল তুমি শঙ্খনাদ! আমি মা—সে ছেলে, প্রাণে প্রাণে সম্বন্ধ, তাই কি কখনও হয়? দেখ্‌তে পাচ্ছো না, এক মায়ের জন্য সমস্ত দৈত্য-সাম্রাজ্য কেমন তোলপাড় হ'য়ে উঠেছে? তোমরা জীবন-মরণের বন্ধু, আমি অর্দ্ধাঙ্গিনী স্ত্রী, কোন্ দিকে ভেসে গেছি, তার কিনারা নাই; আমিও তো তার সেই মা! ঐ যে, বাছা আমার আস্‌ছে! বিশ্বাস না হয়, পরীক্ষা নাও।

নির্ব্বাণের প্রবেশ

নির্ব্বাণ। একি! সেনাপতিগণ! আপনারা এখানে? আপনাদের যে বহুক্ষণ পূর্ব্বে তোরণদ্বারে উপস্থিত হবার কথা! পিতা আপনাদের

জন্য উদগ্রীব হ'য়ে অপেক্ষা করছেন। আপনারা এখনও করছেন কি ? এখানে আপনাদের কে আস্তে বল্‌লে ?

স্বর্গ। আমিই এঁদের ডেকেছি নির্ব্বাণ !

নির্ব্বাণ। তুমি ডেকেছ ? কেন মা ?

স্বর্গ। তোমার রাজ্যভিষেকের বন্দোবস্ত কর্‌তে।

নির্ব্বাণ। আমার রাজ্যাভিষেক ? বুঝ্‌লাম না মা! কেন, আমার পিতা ?

স্বর্গ। এ আমার পিতৃরাজ্য প্রাণাধিক ! এতে তোমার পিতার কোন অধিকার নাই ; এতে একমাত্র অধিকার তাঁর দৌহিত্র—তোমার।

নির্ব্বাণ। ও—বুঝেছি ; তা হ'লে এ আমার রাজ্যাভিষেকের বন্দোবস্ত নয়,—পিতাকে সিংহাসনচ্যুত কর্‌বার ষড়যন্ত্র !

স্বর্গ। হাঁ—এক প্রকার তাই।

নির্ব্বাণ। মার্জ্জনা কর মা! এ যদি তোমার পিতৃরাজ্য হয়, এতে যদি আমার পিতার বিন্দুমাত্র অধিকার না থাকে, তা হ'লে দৌহিত্রসূত্রে আমার যে ন্যায্য অধিকার, আমি তা এই দণ্ডে হাস্‌তে হাস্‌তে ত্যাগ কর্‌লাম।

স্বর্গ। কি বল্‌ছো নির্ব্বাণ, পাগলের মত।

নির্ব্বাণ। পাগলের মত নয় মা! বল্‌ছি ঠিক মায়ের ছেলের মত। আজ যদি আমার পিতা এ রাজ্যের কেউ নয় ব'লে চোরের মত পা টিপে চ'লে যান, আর তাঁর পুত্র আমি সেই রাজ্য মাথায় ক'রে মায়ের মুখ চেয়ে ব'সে থাকি,—বুঝে দেখ মা, তুমিই যে আগে গেলে !

[স্বর্গ রোষ কষায়িত তীব্র কটাক্ষ করিলেন]

নির্ব্বাণ। বুঝেছি মা ! পিতার শাসন তোমার মনোনীত হয় নাই, তাই আমাকে তোমার স্বেচ্ছাচারের আবরণ ক'রে ক্ষমতার শিখরে উঠ্‌তে

চাও! কিন্তু তোমার ভাবা উচিত ছিল, আমি সেই পিতার পুত্র,—জীবনে কারো মুখাপেক্ষী, ক্রীড়া-পুত্তলিকা হ'য়ে থাক্‌বো না।

স্বর্গ। ভুল বুঝেছ বালক! আমি অতটা হৃদয়হীনা নই। যে রক্তের দৈবিক স্পর্দ্ধায় তুমি আজ পুচ্ছবিদলিত সর্পের মত আমার মুখের সামনে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছ, ও রক্ত আমারই। যে নীতির বশবর্ত্তী হ'য়ে জগতের যাবতীয় পূজার মধ্যে একমাত্র পিতায় চিনেছ, ও শিক্ষা আমারই দেওয়া। আমি কাকেও মুখাপেক্ষী, ক্রীড়াপুত্তলিকা ক'রে রাখ্‌তে চাই না পুত্র! আমি চাই ন্যায়ের শাসন।

নির্ব্বাণ। হ'তে পারেন আমার পিতা মূর্ত্তিমান অন্যায়, তবু আমার পিতা!

স্বর্গ। পিতাই পিতা; আর মা কি কেউ নয় পুত্র?

নির্ব্বাণ। মাও মা; তা ব'লে কি তুমি বল্‌তে চাও মা, শিবালয় বিক্রয় ক'রে ছিন্নমস্তার মন্দিরে সন্ধ্যা দিতে? নয়নের তারা উৎপাটিত ক'রে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় স্নান করতে? পায়ে ধরি মা! এ সঙ্কল্প ছাড়—আপনাকে রক্ষা কর—আমাকে বাঁচাও; আমার দু-দিকই সমান।

স্বর্গ। সমান? জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী, এ কথাটা কি ভুলে গেলে পুত্র?

নির্ব্বাণ। ভুলি নাই মা! হৃদয়ের পরতে পরতে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে; কিন্তু তার সঙ্গে যে আবার পিতা ধর্ম্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ, এটাও বেদধ্বনির মত মুহুর্মুহুঃ ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ছে মা!

স্বর্গ। পুত্র!

নির্ব্বাণ। আর কথা ক'য়ো না মা! তুমি রাজকন্যা, রাজোচিত গর্ব্বে আপনার পিতৃরাজ্য নিয়ে প'ড়ে থাক, আমি কাঙ্গালের ছেলে, আমার কাঙ্গাল পিতার হাত ধ'রে তোমার অধিকার ছেড়ে চল্‌লাম। মনে ক'রো

না গর্ব্বিতা জননি, তাঁকে রাজ্যচ্যুত ক'রে অকুল পাথারে ভাসিয়ে দিলে! তিনি এ হ'তেও মূল্যবান রাজত্ব লাভ করলেন। তাঁর সে রাজ্য আমি; সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নাই,—তাঁর সিংহাসন আমার উন্মুক্ত হৃদয়, আকাশ তার অন্ত পায় না,—তাঁর দাস-দাসী আমার অগাধ প্রেমভক্তি, শুশ্রূষার পারিশ্রমিক চায় না।

[প্রস্থান]

স্বর্গ। [কিয়ৎক্ষণ পথ প্রতি চাহিয়া রহিলেন, পরে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন] যান সেনাপতিগণ! রাজ-আদেশ পালন করুনগে; বৃথা চেষ্টা! আমার সিঁথির সিন্দুরে নিয়তির লক্ষ্য প'ড়েছে।

মুর। ভয় নাই মা! সেই আশঙ্কাতেই যদি এই পথ ধ'রে থাক, প্রয়োজন নাই, আমরা তা সাধ্যমত রক্ষা করবো।

[প্রস্থান]

নিশুম্ভ। জীবনপণেও সে চেষ্টার ক্রুটী হবে না মা!

[প্রস্থান]

শিশিরায়ণ। একটা অনুচিত প্রস্তাবে প্রতিবাদ করেছি ব'লে মহারাণী যেন মনে না করেন, আমরা তাঁর অশুভাকাঙ্ক্ষী!

[প্রস্থান]

শঙ্খনাদ। আশা করি, আমাদের হ'তে মহারাণী সহোদরের অভাব-টাও জানতে পারবেন না।

[প্রস্থান]

স্বর্গ। মা হওয়া মিটে গেল! হায় রে অধম স্ত্রী-জাতি! তোর সৃষ্টি বুঝি শুধু গর্ভধারণের জন্য; তার উপর দাবী পর্য্যন্ত নাই! যাক্। মায়ের মুখ তো মনেই পড়ে না; পিতাকে দেখেও দেখি নাই! স্বামী—থেকেও নাই; পুত্র—তাও গেল! তীর্থ—তীর্থ!

তীর্থের প্রবেশ

তীর্থ। কি মা? কি মা?

স্বর্গ। বাকী তুমি!

তীর্থ। কিসের বাকী মা?

স্বর্গ। জগতের এই ঘনায়মান অন্ধকারে আমার আশার শেষ দীপটী নিবিয়ে দেবার; এই পরময় সংসারে স্থযোগমত স'রে দাঁড়াবার।

তীর্থ। কেন মা, কি হয়েছে? কে তোকে কি বলেছে?

স্বর্গ। কেউ কিছু বলে নি! তুমি পার্‌বে না; যাও—কোথা যাচ্ছিলে?

তীর্থ। এই তোর কাছেই আস্‌ছিলুম—যাবো আর কোথা? হাঁ মা! কেউ কিছু বলে নি যদি, তবে তোর মুখখানা লাল কেন? নিঃশ্বাসটা দমে দমে পড়্‌ছে কেন? চোখ দুটো ছল্ ছল্ কর্‌ছে কেন? না মা! শুধু আজ ব'লে নয়, আমি অনেক দিন হ'তে দেখে আস্‌ছি, তুই আপনার মনে দিন রাত কি ভাবিস্, বাতাসের শব্দে বাজ্ পড়ার মত শিউরে উঠিস্; সংসারে এত সুখ, তুই যেন তার মধ্যে নাই। বল্ মা, কিসের ভাবনা তোর? কেন তুই এমন হ'লি?

স্বর্গ। কই, কিছুই তো হই নি তীর্থ!

তীর্থ। কিছুই হোস্ নাই? তোর সে রূপ কই? কথায় কথায় সে হাসি কোথা গেল? দণ্ডে দণ্ডে সে খাওয়া কি হ'লো? বল্‌বি তো বল্, নইলে এই আমি তোর পায়ের তলায় মাথা ঠুকে মর্‌বো।

স্বর্গ। বল্‌বো বই কি তীর্থ! তোমাকে না বল্‌লে আর বল্‌ছি কাকে? আমার মা নাই—বাপ নাই—আপনার বল্‌তে কেউ নাই, একমাত্র তুমি আছ ব'লেই এখনও আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস চল্‌ছে; নইলে এতদিন দম আটকে যেতো। মনে করেছিলাম, আর এ বোঝা তোমায়

দেবো না, কিন্তু দেখ্‌ছি, পেটের কথা প্রকাশ না করলে এইবার আপনা আপনি ফেটে যাবো! বল্‌তে পার তীর্থ! সংসারকে বশীভূত রাখে কি ক'রে।

তীর্থ। এই কথা? আরে ওর জন্যে আর তোকে অমন করতে হবে কেন বেটি? তোর ইন্দ্রের মত ঐশ্বর্য্য, ভগবতীর মত রূপ, মা-লক্ষ্মীর মত গুণ, তোকে দেখ্‌লে যে বনের পশু পাখী পর্য্যন্ত বশ হ'য়ে যায় মা! তোর কি আবার বশ করা মন্ত্র চাই নাকি?

স্বর্গ। না তীর্থ! ঐশ্বর্য্য জীবন্ত মরুভূমি, রূপ একটা কলঙ্ক, গুণ কতকগুলো উপকথা; আমার মনে হয়, সংসারে এমন একটা কিছু আছে, যার অভাবে ঐশ্বর্য্য, রূপ, গুণ সব বেদামী হ'য়ে থাকে; আমারও তাই।

তীর্থ। বুঝেছি, বাবা তোকে বকেছে; এই যাচ্ছি তার কাছে, তোকে বক্‌বার সে বেটার কি অধিকার? তার সাত গুষ্টি পোষ যাচ্ছে এখান হ'তে, তোর একটা কিছুর যোগ্য কেউ নয়,—বেটা বৈষ্ণবীর ছেলে—মায়ের হাত ধ'রে দোরে দোরে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতো! তার বাবার ভাগ্যি—তার চৌদ্দপুরুষ তপস্যা করেছিল, তাই তোর মত মেয়ে তার কুলে বাতি দিয়েছে; উল্টে তোকে হেনস্তা! দাঁড়া তো, যাই তার কাছে,—ব'লে আসি গোটাকতক কথা চোখে আঙ্গুল দিয়ে!

স্বর্গ। না তীর্থ! তাঁর কোন দোষ নাই।

তীর্থ। তবে আবার কে? তার মা কিছু বলেছে? হবে, সে মাগীর বড় লম্বা লম্বা কথা! তা তারই বা বল্‌বার কি অধিকার? তার বাড়ীতে যখন যাবে, তখন সে বল্‌তে পারে। যার বুকে ব'সে আছে, তারই দাঁতে ঘা! বা-রে! না—আর খাতির নাই, যাই তার কাছে!

[প্রস্থানোদ্যত]

স্বর্গ। [হাত ধরিয়া] কার কাছে যাবে তীর্থ? তিনি কে জান?

তীর্থ। যেই হোক্, তোকে যে এতটুকু মুখ বাঁকাবে, সে বাবা হ'লেও তার সঙ্গে আমার খুনোখুনি হবে। ছেড়ে দে আমায়, আজ এর একটা হেস্তনেস্ত ক'রে ছাড়্বো।

স্বর্গ। না তীর্থ! কিছু কর্‌তে হবে না। তিনি আমায় কন্যা হ'তেও স্নেহ করেন। তাঁদের কারো কোন অপরাধ নাই। অপরাধ আমার অদৃষ্টের! বুক গেল নিজেরই ছুরিতে! কাঁদিয়ে দিয়েছে আমারই পেটের ছেলে!

তীর্থ। বটে,—তা হবে! সে পাজি আজকাল ঐ রকম বিগ্‌ড়ে গেছে বটে! আমাকেও কথায় কথায় চোখ ঘুরিয়ে আসে। কিছু বলি না ব'লে নাই পেয়ে গেছে। তা এর জন্যে তোর কান্না কেন মা? আমি এখনই গুরুমশাইয়ের কাছে যাবো, ব'লে আস্‌বো—এ দিককার যত হোক্ না হোক্, বেশ ক'রে শাসন কর্‌তে—পঞ্চাশ চাবুক গুণে লাগাতে, আর হাতে পাষাণ চাপিয়ে নাড়ু খাওয়াতে; ব্যস্ সোজা হ'য়ে যাবে। আয় মা, আমি তোর জন্যে কতকগুলো ছবি কিনে এনেছি, দেখ্‌বি আয়, কোন্‌টা তোর পচ্ছন্দ!

[প্রস্থান]

স্বর্গ। হায় সরল হৃদয় আনন্দময় চিরসুখি! তুমি আমায় সেই ছেলে-ভোলানো ছবি দেখিয়ে আজও ভুলিয়ে রাখ্‌তে চাও? আমি যে এখন সংসারের রঙ্গিন ছবি দেখ্‌ছি! হাস্‌ছি—কাঁদ্‌ছি—দণ্ডে দণ্ডে শিউরে উঠ্‌ছি! পরমেশ্বর! ধন্য তুমি! আমার সব কেড়ে নিয়েছ, কিন্তু আমার সব না থাকার ক্ষতিপূরণ ক'রে অফুরন্ত এই একটা জিনিষ দিয়েছ,—তুমি চমৎকার! [প্রস্থান]

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

তোরণদ্বার

সৈন্যগণসহ মুর, নিশুম্ভ, শিশিরায়ণ ও শঙ্খনাদ

দাঁড়াইয়াছিলেন ; নরকাসুর

উপস্থিত হইলেন।

নরক। সৈন্যসজ্জা সুন্দর হয়েছে ; কিন্তু সেনাপতিগণ! আমার আদেশপালনে আপনাদের যে এতটা বিলম্ব হবে, এ আমি আদৌ ধারণা করতে পারি নাই।

মুর। এর জন্য আমাদের কোন অপরাধ নাই মহারাজ!

নরক। জানি, যা হয়েছে ; তবু আপনাদের উচিৎ ছিল, কর্ত্তব্যের ব্রত নিয়ে কোন গণ্ডী না মানা। যাক্—সে আলোচনার দরকার নাই! এখন আপনারা আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত ?

নিশুম্ভ। যখন অস্ত্রব্যবসায়ে আত্মবিক্রয় করেছি—সৈনিক বিভাগের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেছি, তখন কি আর প্রাণের মমতা রেখে এসেছি মহারাজ ? আমরা প্রতিক্ষণেই প্রাণ দিতে প্রস্তুত।

নরক। আমার জন্য ? আপনাদের সেনানায়কত্বের ধর্ম্মরক্ষায় নয়—এই বিশাল দৈত্যসাম্রাজ্যের কোন একটা উপকারের জন্য নয়,—শুদ্ধ আমার জন্য—আমার প্রতিহিংসা চরিতার্থের জন্য ?

শিশিরায়ণ। যখন আপনাকেই সমগ্র জাতির প্রভু ক'রে সর্ব্বোচ্চে রাজসিংহাসনে বসানো গেছে, তখন আপনার জন্য প্রাণ দেওয়াই সেনাপতিত্বের ধর্ম্ম ; আপনার শান্তিই দৈত্য-সাম্রাজ্যের গৌরব।

নরক। প্রাণ দেওয়া শিশিরায়ণ! কোনরূপ পশ্চাতের টান থাকবে না—ন্যায়-অন্যায়ের একটী তর্কও উঠ্‌বে না—পরিণামের ঈষৎ ছায়া অন্তরে স্থান পাবে না! শুদ্ধ প্রাণ দেওয়া।

শঙ্খনাদ। সেই প্রাণ দিয়েই সমস্ত দৈত্যদেহ গঠিত দৈত্যনাথ! তারা প্রাণ দেয় শুদ্ধ প্রাণ দেওয়ারই জন্য! সেই প্রাণ দেওয়াই তাদের স্বাভাবিক; তার জন্য তাদের সাধনা কর্‌তে হয় না, কারো উত্তেজনার অপেক্ষায় থাক্‌তে হয় না।

নরক। উত্তম! প্রধান সেনাপতি মুর! আপনি সুরপুর আক্রমণ করুন—আপনার সমুদ্রপ্রমাণ শক্তি নিয়ে,—যেন একটা সমবেত গর্জ্জনে ইন্দ্রের হাত হ'তে বজ্র খ'সে পড়ে! সেনাপতি নিশুম্ভ! আপনি আক্রমণ করুন যক্ষলোক—কেশরী-বিক্রমের গর্ব্ব নিয়ে, যেন একটি লম্ফে কুবেরের উন্নত মস্তক মাটিতে লুটিয়ে পড়ে! সহকারী সেনাপতি শিশিরায়ণ! তুমি যাও গন্ধর্ব্বলোকে—প্রলয়ানলের দাহিকা নিয়ে,—যেন বিশ্বাবসুর বিলাস-বৈভব মুহূর্ত্তে ছাই হ'য়ে উড়ে যায়। শঙ্খনাদ! তুমি প্রবেশ কর পাতালে সহস্র মার্ত্তণ্ডতেজে,—যেন নাগরাজ বাসুকি নির্বিষ অলস অসাড় হ'য়ে স্তিমিতনয়নে চেয়ে থাকে!

সৈন্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর নরকাসুরের জয়!

নির্ব্বাণ উপস্থিত হইলেন

নির্ব্বাণ। আমাকেও এই রকম একটা কিছু ভার দেওয়া হোক্ পিতা!

নরক। তোমাকে?

নির্ব্বাণ। হাঁ পিতা, আমাকে। আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন যে? কেন, আমার শক্তি সম্বন্ধে আপনার কি সন্দেহ হয়? আমার রণনৈপুণ্য কি আপনার অবিদিত? আমি কি যুদ্ধভার গ্রহণের অযোগ্য?

নরক। না বালক! আমি তোমায় জানি; তুমি যুদ্ধভার গ্রহণের সম্পূর্ণ সুযোগ্য। তোমার হাত ধ'রে দাঁড়ালে আমি জয়ন্ত-সম্মিলিত ইন্দ্রের আক্রোশ তুচ্ছ জ্ঞান করি, তবু আমি এ ক্ষেত্রে তোমায় কোন ভার দিয়ে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না নির্ব্বাণ!

নির্ব্বাণ। কেন পিতা! জীবনে কখনও তো আপনার অবিশ্বাসের কাজ করি নাই!

নরক। তা কর নাই; কিন্তু জান কি পুত্র! আমার আজিকার এ যুদ্ধযাত্রা কিসের জন্য?

নির্ব্বাণ। জানি! আপনার মাতৃ-অপমানের প্রতিশোধের জন্য।

নরক। তবে তুমি কি ক'রে এ যুদ্ধে আমার পৃষ্ঠপোষকতা কর্‌বে কুমার? আমার এ মহাযাত্রার সহযাত্রী চাই শুদ্ধ মাতৃসেবক,—যারা মা কি বস্তু জানে, মায়ের মর্ম্মবেদনা বোঝে, মায়ের একটী ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে। তুমি এই মাত্র যে তোমার মাকে কাঁদিয়ে এলে অজ্ঞান! তোমায় এ ক্ষেত্রে কি বিশ্বাস? ন্যায় হোক্, অন্যায় হো'ক্, যে নিজের মায়ের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারে না, সে কখনও পরের মায়ের মনস্তুষ্টির জন্য প্রাণ দিতে পারে?

নির্ব্বাণ। নিজের মায়ের মর্য্যাদা রাখ্‌তে পারি নাই, সে তো একমাত্র আপনারি জন্য—আমারই পিতার জন্য?

নরক। ভুল করেছ নির্ব্বাণ! তোমার পিতৃপূজা হয় নাই,—তুমি আমার পুত্র হ'য়েও হ'তে পার নাই। পুত্র যে, পিতার সঙ্গে তার এক হৃদয়—এক রক্ত—এক ক্রিয়া! দেখ্‌তে পাচ্ছো তোমার পিতার গতি? এক মায়ের জন্য সৃষ্টির সমস্ত তত্ত্বে আগুন দিতে চলেছি, জন্মদাতা নারায়ণের ক্রোধদীপ্ত কটাক্ষে ছাই হ'তে ছুটেছি; তুমি যদি তার পুত্র হ'তে, কখনই এদিক ওদিক কর্‌তে না,—সকল পূজায় জলাঞ্জলি দিয়ে মায়ের

হাত ধ'রে গর্ব্বভরে দাঁড়াতে, আর তবে বল্‌তুম—তুমি পিতার পুত্র !

নির্ব্বাণ। পিতা—

নরক। যাও নির্ব্বাণ ! যদিও তুমি হৃদয়বান, তাহ'লেও আমি এ ক্ষেত্রে তোমায় পুত্র ব'লে সগৌরবে আলিঙ্গন কর্‌তে পার্‌লুম না। আমি মাতৃভক্ত ; তাহ'লে জগৎ আমার পানে তীব্র কটাক্ষ কর্‌বে। আমি ছুটেছি মাতৃ-অপমানকারীদের মুণ্ড নিয়ে মালা পর্‌তে,—তাদের শবাসনে ব'সে মাতৃ-মন্ত্র জপ কর্‌তে ! তুমিও তাদেরই মধ্যে একজন ! যাও,—তোমায় পরিত্যাগ করলুম ; শিক্ষা করগে—আর কিছু দিন আমার পুত্র হ'তে।

নির্ব্বাণ। না পিতা, আর আমার ও শিক্ষায় কাজ নাই। খুব শিক্ষা হয়েছে, এই এক মুহূর্ত্তে আমার যাবতীয় অজ্ঞানতা বিবেকের অপূর্ব্ব মীমাংসায় কোন্ দিকে লয় হ'য়ে গেছে ! বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি, সংসারের যা কিছু শিক্ষা সব কুশিক্ষা—সব জটিল—সব দুর্ব্বোধ্য ! আর ও পথে যাবো না পিতা ! আর পিতার পুত্র হ'য়ে জনসমাজে মূর্খতা দেখাবো না, আর মায়ের হাত ধ'রেও মরীচিকার মাঝখানে শুক্‌নো বুকে মর্‌বো না। এবার যদি শিক্ষা কর্‌তে হয়, পিতার পুত্র হ'তে নয়—মায়ের ছেলে হ'তেও নয়,—শিক্ষা কর্‌বো আমি আমার হ'তে।

গীত

আর কেন আমি আমার স্বপনে আমারে ঘিরে রাখি।
আমি আমি নই, ভেঙ্গে গেছে ভুল, আমি শুধু উড়ো পাখী।
শূন্যের আমি জানি না কি সুখে এ বাঁধা গণ্ডীতে,
ভোগের মাঝারে ডুবে আছি আমি আমারে দণ্ডিতে

হাসি বলি যারে নয় হাসিবার,
আলো হ'তে ভালো বরং আঁধার,
উঁচু নিচু নাই সমান একাকার বিচার রাখে না আঁখি,
আমার কুঞ্জ তারও বহুদূরে নাই কোন মাখামাখি।

[প্রস্থান]

নরক। সেই সুযুক্তি পুত্র তোমার পক্ষে! কলঙ্কিত হ'চ্ছি, আমরাই হই, তুমি আবার কেন আপনা হ'তে তার মাঝে এসে পড়? সেনাপতিগণ! একটা কথা বলা হয় নাই! যে রাজার সঙ্গেই যুদ্ধ করুন, তার রক্ত দেখ্‌বেন না—দেখ্‌বেন স্পর্দ্ধার সীমা; কারো মুকুটে হাত দেবেন না—গ্রহণ কর্‌বেন অস্ত্র! লুব্ধনয়নে ধনাগারে দৃষ্টি কর্‌বেন না, লুণ্ঠন কর্‌বেন অন্তঃপুর—তাদের অনূঢ়া কুমারীদের! আমি রক্ত চাই না—চাই অশ্রু; রাজ্য চাই না—চাই জয়; রত্ন চাই না—চাই ষোড়শ সহস্র উচ্চবংশীয়া অনূঢ়া কুমারী! এই যে এসেছেন?

অর্ব্বুদ উপস্থিত হইলেন

অর্ব্বুদ। এ শিথিল অশীতিপর বৃদ্ধকে আবার এ ক্ষেত্রে দূত দ্বারা আহ্বান করেছেন কেন মহারাজ?

নরক। আপনি বিশ্বস্ত সুদক্ষ প্রবীণ রাজকর্ম্মচারী, আপনাকে আহ্বান করেছি এ যুদ্ধে বরণ কর্‌বার জন্য নয়, এর লুণ্ঠিত রত্ন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা হবে,—আপনি শুদ্ধ এই ভারটী গ্রহণ করুন।

[অর্ব্বুদ শির নত করিলেন]

নরক। সেনাপতিগণ! বিলম্ব অনুচিত।

[প্রস্থান]

মুর। নিশুম্ভ!

নিশুম্ভ। কি মুর?

মুর। এর পরিণাম?

নিশুম্ভ। দৈত্যসাম্রাজ্যের মূলোৎপাটন।

মুর। এর মূল তুমি আর আমি। যাক্—কেমন রাজা পেয়েছ বল দেখি?

নিশুম্ভ। সেটা এখনও ঠিক বুঝতে পারছি না মুর, ধ্রুবতারা কি ধূমকেতু!

মুর। যাই হোক্ ভাই, তাঁকে ভালবাস্‌তে হয়েছে! যখন সৃষ্টির সমস্ত জাতির বিরুদ্ধে এই দৈত্যজাতি তাঁকে আশ্রয় দিয়েছে, তখন দেখ্‌তে হবে, যাতে তিনি সবার উপরে উঠ্‌তে পারেন। সে গৌরব তাঁর নয়, সে গৌরব আমাদের।

নিশুম্ভ। নিশ্চয়! চল মুর! তাঁর আদেশপালন কলঙ্কের নয়।

সৈন্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর নরকাসুরের জয়!

[নিজ সৈন্যগণসহ মুর ও নিশুম্ভের প্রস্থান]

শিশিরায়ণ। যাই হোক্ ঠাকুরদা-মশাই! পড়্‌তাটা দেখ্‌ছি আপনারই, বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সমানভাবে কেটে গেল।

অর্ব্বুদ। কেন ভাই? কেন ভাই?

শঙ্খনাদ। এ যুদ্ধের লুণ্ঠিত রত্ন কি জানেন? ষোড়শ সহস্র উচ্চ-বংশীয়া অনূঢ়া কুমারী।

অর্ব্বুদ! বটে! বটে! তাই না কি? কেন, মহারাজের আবার এ খেয়াল চাপ্‌লো কেন? মহারাজ কি বলির মত আবার যাগ-যজ্ঞ করবেন না কি, নানা দেশ হ'তে এ রকম অমূল্য রত্নের আমদানি কর্‌ছেন? আবার কি বামন অবতার দেখ্‌তে পাবো?

শিশিরায়ণ। সম্ভব! যদি কিছু দিন বাঁচতে পারেন, চেষ্টা করুন। চল শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। শুধু বাঁচবার চেষ্টা কর্‌লেই হবে না দাদামশাই, সেই সঙ্গে একটু নাড়ী গরমের ব্যবস্থা রাখ্‌বেন। এস সৈন্যগণ!

সৈন্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর নরকাসুরের জয়!

[সৈন্যগণসহ শিশিরায়ণ ও শঙ্খনাদের প্রস্থান]

অর্ব্বুদ। সুর উঠেছে। ষোল হাজার উচ্চবংশীয়া অনূঢ়া কুমারী! সুর ব'লে সুর, একেবারে ভৈরবীর কোমল গান্ধার। না, বাঁচতে হয়েছে। এ সুর ফাঁকায় যাবে না, কাণে পৌছাবেই,—একটা কিছু দেখ্‌তে পাবোই পাবো!

[প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

বিশ্বকর্ম্মার কুটীর।

চতুর্দ্দশী

চতুর্দ্দশী। হাঁ গা, বিয়ের ফুল কি রকম? সে কোন ঋতুতে ফোটে? সে ফুল আপনি ফোটে, না তাকে কোন রকম হাওয়া লাগিয়ে ফুটিয়ে নিতে হয়? সংসারের এত লোকের ফুট্‌ছে, আমার তো কই এত বয়স হ'লো কুঁড়িটী পর্য্যন্ত ধর্‌লো না! নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে গাছটা কি শুকিয়ে গেল না কি? হবে! নইলে জল ঢালার তো

বিরাম নাই, চোখ ঝরণা হ'য়েই আছে। বাবা কেবল কুল খুঁজছে; একে মেয়ে দেওয়া যায় না, ওর এই দোষ, তার জন্মের ঠিক নাই! তা নইলে তো এত দিন এক কাণ্ড হ'য়ে যেতো! পৃথিবী বাড়ী ব'য়ে বর নিয়ে এসেছিল; আ-হা-হা, কি রূপ! এই চোখের টানা—এই যোড়া ভুরু—এই বুকের ছাতি এখনও মনে পড়ে। তা বিয়ে দেওয়া দূরে থাক্, তার জন্মের কোষ্ঠী পেড়ে বাবা তাকে উল্টে গাল দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। কেন রে বাপু! জন্মেতে কি আছে? সাপের মাথায় কি মাণিক জন্মায় না, না আঁধারে ফুল ফোটে না, না সে ফুলে পূজো হয় না? আমার অদৃষ্ট!

গীত

ওগো হ'লো না আর আমার বিয়ে।
এ জন্মটা কাট্‌লো কেবল পরের ঘরেই উলু দিয়ে।
শিবসাধনা কথার কথা, দেখ্‌নু তো তা জীবনভোর,
চোখের জলে কাট্‌লো না তার ধুতরো সিদ্ধি গাঁজার ঘোর,
চোর হয়েছি মেয়ে হ'য়ে
বুকটাতে সব গেল স'য়ে,
আপনার দুঃখ আপনি ক'য়ে খেল্‌ছি আমি আমায় নিয়ে।

মথুরার দূতসহ বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ

বিশ্বকর্ম্মা। অগাধ জলে?

মঃ দূত। অগাধ জলে।

বিশ্বকর্ম্মা। সমুদ্রের মাঝখানে?

মঃ দূত। সমুদ্রের মাঝখানে।

বিশ্বকর্ম্মা। শত যোজন বিস্তৃত পুরী ?"

মঃ দূত। হাঁ, শত যোজন। একশোবার ঐ কথা জিজ্ঞাসা করছো, ভয় পেলে না কি ?

বিশ্বকর্ম্মা। ভয় ? সমুদ্রের বুকে জলের মাঝখানে একখানা সামান্য নগর তৈরী ক'রে দিতে বিশ্বকর্ম্মার ভয় ! তুমি সাবধানে কথা কইবে দূত ! ভগবানের নাম নিয়ে এই হাতে কত পাহাড় কেটে গঙ্গার ঢেউ ছুটিয়েছি, কত মরুভূমির মাঝখানে রং বেরংয়ের ফুল ফুটিয়েছি, কত সমুদ্রের আকাশপ্রমাণ ঢেউ চোখ্ রাঙিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছি। জলের মাঝে ঘর ! হা-হা-হা ! বিশ্বকর্ম্মার হাত দুটো বজায় থাক্‌লে সে জলে আগুন জ্বেলে দেবে—আগুন নিংড়ে জল বের্ ক'রে দেবে।

মঃ দূত। তা হ'লে, আমার প্রভু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ, তুমি এই মুহূর্ত্তে মথুরা চল, যত শীঘ্র সম্ভব পুরী নির্ম্মাণ ক'রে দাও। শত্রু-সংঘর্ষে তিনি বড়ই ব্যতিব্যস্ত। ওকি ! মুখখানা অমন করলে কেন ?

বিশ্বকর্ম্মা। না ক'রে আর করি কি ? তুমি তো দেখ্‌ছি নিজের কথাতেই মত্ত হে ! প্রভুর আদেশ—মথুরা চল—পুরী নির্ম্মাণ ক'রে দাও ! কাজের কথা কই ?

মঃ দূত। কাজের কথা আবার কি ? পাওনার বিষয় ?

বিশ্বকর্ম্মা। কেন, সেটা কি দূত মশায়ের কাছে একটা কথার মধ্যেই নয় না কি ?

মঃ দূত। তার আবার কথা কি ? আমার প্রভু সুবিচারক ; কর্ম্মের উপযুক্ত পুরস্কারই তুমি পাবে।

বিশ্বকর্ম্মা। সে সব ধাপ্পা চল্‌বে না বাবা ! আমি যে কাজ সেরে দিয়ে বোকা সেজে কারো বিবেচনার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় ক'রে

তোষামোদ করবো, আর সে গোটাকতক ব্যবসাদারী মিষ্টি কথা ঝেড়ে সব ঠাণ্ডা ক'রে ছেড়ে দেবে, সে ফাঁদে পা আমি দিই না। খাটাতে হয়, চুক্তি ক'রে নাও! পোষায় যাবো—না পোষায় পথ দেখ! কাজ করবো, যা কারো মতলবেই আসে না,—মজুরীও চাই, যা কুবেরের ভাণ্ডারে নাই, অমূল্য—অফুরন্ত—অবিনশ্বর একটা কিছু।

মঃ দূত। বেশ, তুমি কি চাও বল?

বিশ্বকর্ম্মা। বল্‌বো? আচ্ছা—পার এগিয়ে এস; আমি তোমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে জামাতা চাই।

চতুর্দ্দশী। আমি বিয়ে কর্‌বো না বাবা! তুমি আর কিছু নাওগে।

বিশ্বকর্ম্মা। দূর পাগ্‌লী! আবার নেবো কি? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কাছে এক তাঁকে ছাড়া আর চাইবার কি আছে? তুই কি আমায় রত্নাকরে ডুবে কাঁচ কুড়িয়ে আঁচল ভরাতে বলিস্? ন্যাকা মেয়ে কোথাকার! কি দূত! স্বীকার?

চতুর্দ্দশী। না দূত! আমি তোমাদের সে কালো বর বিয়ে কর্‌বো না।

বিশ্বকর্ম্মা। কালো? কালো কিরে বেটি? সেই কালোর এক ফোঁটা জ্যোতিঃ নিয়ে যে চাঁদের সৌন্দর্য্য তৈরী হয়েছে! তার পায়ে পড়্‌বে ব'লেই যে ফুল অত মনোহর হ'যে ফুটেছে! এই কালোর একটু আলো পেয়েই যে কত সাদা ভেবে ভেবে কালী হ'য়ে গেছে! তবে শুনবি মা, আমার তুলিতে জগতের যা কিছু রং কেউ বাদ যায় নি, সব উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটেছে। কিন্তু এ কালো জন্মাবধি চেষ্টাতেও আমি কোন মতে ফলাতে পারি নাই! এ কি কালো, ঠাউরে উঠতে পারি নাই! আমি হেরে গেছি একমাত্র এইখানেই!

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] না তবু বিয়ে হবে না! হোক্ না সে কালো সোনা—হোক্ না সে সকল রূপের সার—হোক্ না তার রসের সাগরে সমস্ত সৃষ্টি ডুবুডুবু, তার যে একটা মস্ত দোষ মেয়েমানুষ কাঁদানো! আমি রামায়ণ পড়েছি—রাধাকেও দেখেছি, বুঝে নিয়েছি সে শুদ্ধ ভাব্‌বার—ভোগ কর্‌বার নয়। না, আমি কাঁদতে পার্‌বো না।

বিশ্বকর্ম্মা। কি দূত! দ'মে গেলে যে! কথা ক'চ্ছ না?

মঃ দূত। তুমি এক কাজ কর; আমার সঙ্গে মথুরা চল, আমার প্রভুর কাছেই এর সদুত্তর পাবে। তাঁকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পার্‌লে তাঁর অদেয় কিছুই নাই।

বিশ্বকর্ম্মা। চল, তাতে রাজি আছি। তবে কথা না মিটিয়ে কিন্তু কাজে লাগছি না! থাক্ বেটী দিন কতক এইখানে; ময় রইলো—কোন ভাবনা নাই। তোর বিয়ের যোগাড় না ক'রে আর ফির্‌ছি না। স্বীকার কর্‌তেই হবে; বিশ্বকর্ম্মা ছাড়া কারো সাধ্য নাই যে এ কাজে হাত দেয়! চল দূত! [গমনোদ্যত]

দৈত্যদূতের প্রবেশ।

দৈত্যদূত। তুমি বিশ্বকর্ম্মা?

বিশ্বকর্ম্মা। কি বিপদ! যা—যাত্রাটা ভঙ্গ ক'রে দিলে! হাঁ, আমি বিশ্বকর্ম্মা। তুমি কে?

দৈত্যদূত। আমি দৈত্যেশ্বর নরকাসুরের দূত।

বিশ্বকর্ম্মা। নরকের দূত! নারায়ণ! নারায়ণ! এখানে কি দরকার?

চতুর্দ্দশী। বোধ হয় বাবাকে চাই—কোন কিছু তৈরী কর্‌তে হবে, না?

দৈত্যদূত। হাঁ, আমার প্রভুর দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে দিতে হবে; তোমায় নিতে এসেছি।

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] এইবার বুঝি আমার বিয়ের শাঁক বাজ্‌লো!

বিশ্বকর্ম্মা। তোমার প্রভুকে বলগে. আমার ওসব কাজ আসে না।

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] এই যা!

দৈত্যদূত। যা বল্‌বার, তুমিই গিয়ে বল্‌বে এস!

বিশ্বকর্ম্মা। কেন? জুলুম নাকি? যাও—যাও, আমি মথুরা যাচ্ছি কৃষ্ণচন্দ্রের পুরী নির্ম্মাণ করতে,—এই তাঁর দূত দাঁড়িয়ে আছে। আমার কোন দিকে তাকাবার অবকাশ নাই!

দৈত্যদূত। মঙ্গল চাও তো একটু অবসর কর।

বিশ্বকর্ম্মা। মাথাটা কিনে রেখে দিয়েছ না কি?

দৈত্যদূত। জান, এ আর কেউ নয়—নরকাসুর!

বিশ্বকর্ম্মা। তুমিও জান, আমিও যার কাছে যাচ্ছি, সেও যে-সে নয়—নরকাসুরের বাবা!

দৈত্যদূত। সাবধান বিশ্বকর্ম্মা!

বিশ্বকর্ম্মা। সাবধান নরকের দূত!

চতুর্দ্দশী। [উচ্চকণ্ঠে] দাদা! দাদা! শিগ্‌গীর এস—শিগ্‌গীর এস, বাবা বুঝি সর্ব্বনাশ করলে!

ময় উপস্থিত হইল

ময়। কি হয়েছে—কি হয়েছে?

বিশ্বকর্ম্মা। ময়! ময়! দে তো বাবা! বেটার চোখ দুটো উপ্‌ড়ে, বেটা আমার বাড়ী এসে আমাকেই চোখ রাঙায়!

দৈত দূত। রক্ত চক্ষু দেখ নাই বিশ্বকর্ম্মা! অপেক্ষা কর—এইবার দেখ্‌বে। তোমার প্রতি দৈত্যের ক্রোধ তুষের আগুনের মত দীর্ঘ কাল ধ'রে ধোঁয়াচ্ছিল, এইবার দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো।

[প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মা। আগুনে আমি দাঁড়িয়ে পুড়বো নরকের দূত! তবু কারো পায়ের তলায় চোখের জল ফেলে আগুন নেবাতে যাবো না।

ময়। গুরুদেব! একটা নিবেদন ছিল।

বিশ্বকর্ম্মা। কি ময়?

ময়। এই নরকাসুরের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করুন।

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] এই তো!

বিশ্বকর্ম্মা। কি ক'রে? তার দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে দিয়ে—তাকে কন্যা-দান ক'রে?

ময়। তাতে কি ক্ষতি ছিল?

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] কি ক্ষতি!

বিশ্বকর্ম্মা। তুমিও ঐ কথা বল্‌বে ময়?

ময়। রুষ্ট হবেন না গুরুদেব! নরকাসুর নারায়ণের অংশজাত পুত্র, সে আজ দৈত্যসিংহাসনের যোগ্য দণ্ডধর; তার সঙ্গে আত্মীয়তা গৌরবের।

বিশ্বকর্ম্মা। গৌরবের—গৌরবের? সে দৈত্য, আমরা দেবতা!

ম । তাকে তো দৈত্য সাজিয়ে রেখেছেন আপনারাই; আপনারাই তো আপনার জনকে এতখানি পর ক'রে পায়ে ঠেলেছেন। এই উদার দৈতজাতি তাকে মাথায় ক'রে ধনপ্রাণ দিয়ে দেবসমাজের শীর্ষে তোল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে! আজ যদি তার সঙ্গে আপনারা স্বেচ্ছায় আত্মীয়তা না করেন, নিশ্চয়ই সে বলপূর্ব্বক আপনাদের আত্মীয়তা করাতে বাধ্য কর্‌বে।

বিশ্বকর্ম্মা। তাই হবে। অস্ত্র দেখিয়ে মনের উপর আধিপত্য কর্‌তে পারে—করুক! রক্তপান ক'রে আপনার হ'তে চায়—হোক্! তবু কেউ আপনা হ'তে অন্তর্গুহার দ্বার খুলে তাকে আদরে স্থান দেবে না ময়! তার সঙ্গে আত্মীয়তা কর্‌তে হয়—কর্‌বো চোখের জল উপঢৌকন দিয়ে। তার দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে দিতে হয়—কর্‌বো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে যুক্তকরে ভগবানকে ডেকে। তাকে কন্যাদান কর্‌তে হয়—দেবো বাছাকে আমার তন্মুহূর্ত্তে বিধবা হবার আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে।

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] স্বপন! স্বপন! স্বপন! ভেঙ্গে গেল—ভেঙ্গে গেল! কি করি আমি! আবার ঘুমাবো, না এই জাগাতেই জীবন ভোর জাগ্‌বো? জাগি—জাগি,—না জেগে আর নিস্তার নাই! এবার যদি ঘুমাই, বাবার ঐ ছল-ছল চাউনি হ'তে বিষ ঝ'রে আমার প্রাণের এই দগদগে ঘায়ে মিশে যাবে। আমি জ্ব'লে পুড়ে মর্‌বো—জ্বলে পুড়ে মর্‌বো! যা ঘুম—যা!

বিশ্বকর্ম্মা। চুপ ক'রে যে ময়! বুঝতে পেরেছ বাবা? গায়ের জোরে বড় হ'তে যায়—হবে, যখন তাকে বড় বল্‌তে আর কেউ থাকবে না। তাকে শ্মশান নিয়ে সন্তুষ্ট হ'তে হবে, স্বর্গ—স্বর্গ থাক্‌তে তার ছায়া স্পর্শ কর্‌বে না। চল দূত! [গমনোদ্যত]

বরুণ প্রবেশ করিলেন

বরুণ। কোথা যাচ্ছ বিশ্বকর্ম্মা? আমার সঙ্গে এস। নরকাসুরের সেনাপতি স্বর্গ আক্রমণ করেছে, আর যাবার উপায় নাই।

বিশ্বকর্ম্মা। আক্রমণ করেছে?

বরুণ। হাঁ, প্রবল বিক্রমে।

বিশ্বকর্ম্মা। এইমাত্র তার দূত আমার কাছে এসেছিল দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য ; আমি তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছি বরুণ !

বরুণ। আমার কাছেও এসেছিল, আমিও তাই করেছি বিশ্বকর্ম্মা ! শুন্‌লাম না কি, দেবমাতা অদিতিকেও তার মায়ের দাসী কর্‌বার জন্য ডেকে পাঠিয়েছিল, তিনি কি কর্‌লেন জানি না ! জান্‌বার দরকার নাই। বোঝা গেছে—আমাদের এই তিন জনের উপরই তার বেশী লক্ষ্য। এস বিশ্বকর্ম্মা ! আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি না। [প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মা। যাও তবে তুমি এখন মথুরানাথ কৃষ্ণচন্দ্রের সহচর ! তোমার প্রভুকে ব'লো—তাঁকে আমি মনে রাখ্‌বার চেষ্টা কর্‌বো। তবু আমি যাচ্ছি সংসারের এই গগনভেদী কোলাহলে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে ডুবতে,—কি জানি, তিনি যেন এই রকম দূত দিয়ে আমায় তাঁর কথা প্রতি মুহূর্ত্তে স্মরণ করিয়ে দেন, এই অনুরোধ—শুদ্ধ এই অনুগ্রহ। ময় ! তুমি চতুর্দ্দশীকে কশ্যপের কুটীরে নিয়ে এস,—ব্রাহ্মণের আশ্রম অনেকটা নিরাপদ। চতুর্দ্দশি ! ভগবানকে ভাবো মা ! মুখ উজ্জ্বল হবে।

[প্রস্থান]

মঃ দূত। কে—এ নরকাসুর ! আগে এর শাসন না হ'লে তো দেখ্‌ছি দ্বারকা নির্ম্মাণ হয় না। [প্রস্থান]

ময়। ঐ বুঝি দামামা বাজ্‌লো ! ওই দেবসৈন্যের সিংহনাদ ! ওই দানবদলের প্রলয় গর্জ্জন—কি ভীষণ ! এস দিদি এখান হ'তে।

[প্রস্থান]

চতুর্দ্দশী। বাজ্—বাজ্ দামামা, বাজ্ ! ব'য়ে যায় লগ্ন ! ছোট্ বাণ, ছোট্—দেখা তোর আতসবাজি ! দে নিয়তি উলু—এই আমার বিয়ে ! [প্রস্থান]

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গপুরী—রণস্থল

দেবসৈন্যগণ ও দানবসৈন্যগণের যুদ্ধ ও প্রস্থান

যুধ্যমান মুর ও ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্রের পরাজয়।

মুর। কি দেবরাজ! হস্ত শিথিল যে? অস্ত্র স্খলিত যে? সর্ব্ব অঙ্গ কম্পিত যে?

ইন্দ্র। মুর! বাহবা! আমি শত্রু হ'লেও তোমার বাহুবলের শত প্রশংসা করি। আর কাজ নাই যুদ্ধে; স্বীকার কর্‌ছি—আমি পরাজিত! যত শীঘ্র সম্ভব, তুমি স্বর্গ ছেড়ে চ'লে যাও।

মুর। আমার প্রতি স্বর্গলুণ্ঠনের আদেশ আছে দেবরাজ!

ইন্দ্র। আচ্ছা, তুমি কি চাও? কত রত্ন পেলে নির্ব্বিবাদে সন্ধি কর্‌তে পার?

মুর। সে রত্ন নয় দেবরাজ! আমি চাই, আমার প্রভুর জন্য স্বর্গ-বাসিনী অনূঢ়া দেবকন্যাদের; দিতে পার্‌বেন?

ইন্দ্র। ও—তা হ'লে দেখ্‌ছি আবার অস্ত্র ধরালে!

মুর। কেন? অস্ত্র ধরার আশা কি দেবরাজের এখনও মেটে নি?

ইন্দ্র। না মুর, তুমি বুঝ্‌তে পার নাই! আমি পরাজিত কেন জান? তোমারই জন্য—তোমারই জীবননাশের আশঙ্কায়। তা না হ'লে মুর! আমার অস্ত্রের মুখে দাঁড়াবে তুমি? যাও, আমি পরাজয় স্বীকার কর্‌ছি—যত রত্ন চাও দিচ্ছি—তাতে অপমান হয়, মাথা

পেতে নিচ্ছি। কিন্তু মুর! তোমায় হত্যা করিয়ে আমায় কলঙ্কিত ক'রো না।

মুর। দেবরাজের আজ আর কলঙ্ক ছাড়া পথ নাই। হয় আমায় হত্যা করতে হবে, না হয় পূজা-উপহারের মত কুমারীদের উপঢৌকন দিতে হবে।

ইন্দ্র। ও—তা হ'লে তোমায় হত্যা করাই আমার কীর্ত্তি! [যুদ্ধ] মুর!

মুর। দেবরাজ!

ইন্দ্র। দেখ্‌ছো—এই সেই পরাজিত ইন্দ্র!

মুর। দেখ্‌ছি।

ইন্দ্র। বুঝ্‌ছো তোমার মৃত্যু নিকট?

মুর। কৈ কোথায়?

ইন্দ্র। এই বজ্রে! [বজ্রত্যাগ]

নরকাসুরের প্রবেশ ও অস্ত্রত্যাগ

নরক। নিথর হও বজ্র! স্তব্ধ হও বজ্রধর! পরিচয় ন্যাও নরকের।

ইন্দ্র। একি! একি প্রলয়ের পৈশাচিক প্রতিমূর্ত্তি। একি ব্রহ্ম-শাপের বিরাট অগ্নিদাহ! একি স্তূপীকৃত হত্যার ঘোর বীভৎস দৃশ্য! উল্কার দাহিকা, সর্পের গর্জ্জন, সিংহের লম্ফ, সব যেন একাধারে! অধর্ম্মের অত্যাচার, মৃত্যুর অন্ধকারময়ী ছায়া, নরকের কুৎসিৎ আলিঙ্গন সব ঐ সম্মুখে!

[প্রস্থান]

নরক। ওঃ! এই বজ্র নিয়ে এরা সৃষ্টির মাথায় চ'ড়ে ব'সে আছে। এই সাহস নিয়ে জগতের পাপ-পুণ্যের বিচার করছে! এই

গৌরবে এরা আমায় অস্পর্শীয় হীন তুচ্ছ বালুকণারও বাইরে রেখে দিয়েছে,—ওঃ!

[প্রস্থান]

মুর। ধন্য তুমি বীর! বজ্রের আগুন ফুৎকারে নেবাতে পার। ও কি! কিসের আর্ত্তনাদ? ও—লুণ্ঠন আরম্ভ হয়েছে বুঝি!

[প্রস্থান]

———

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

যক্ষপুরী—রণস্থল

যক্ষগণ ও দানবসৈন্যগণের যুদ্ধ ও প্রস্থান

নিশুম্ভ ও কুবের উপস্থিত হইলেন

নিশুম্ভ। অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও যক্ষ! আমি নিরস্ত্র; অথবা মল্লযুদ্ধ কর—তোমার যথাশক্তি! অন্যায় যুদ্ধ ক'রো না।

কুবের। অন্যায় যুদ্ধ? দৈত্যাধম! কোন্ ন্যায়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে নির্ব্বিরোধী যক্ষপুরী আক্রমণ করেছ?

নিশুম্ভ। বিদ্রূপ ক'রো না যক্ষ! অস্ত্র না দাও, আপত্তি নাই; আমায় পশুর মত হত্যা করতে হয় কর,—বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রো না যক্ষ!

কুবের। বাক্যবাণ! বাক্যবাণ! না—সে বাণ আমার ফুরিয়ে গেছে! তোমায় ভৎর্সনা করবার ভাষা নাই। সমুচিত না হ'লেও মৃত্যুই তোমার এ ক্ষেত্রের দণ্ড। [গদা উত্তোলন]

[দূর হইতে নরকাসুরের বাণ নিক্ষেপ]

কুবের। একি! চতুর্দ্দিকে অগ্নিকাণ্ড! জগৎ কম্পিত! বাণবৃষ্টি হ'চ্ছে কোথা হ'তে ?

নরকাসুর উপস্থিত হইলেন

নরক। প্রলয়ের অন্ধকার হ'তে—ঘৃণার প্রতিহিংসা-তাড়িত ক্ষিপ্র হস্ত হ'তে—তোমাদেরই কৃতকর্ম্মের কলুষিত গর্ত্ত হ'তে।

কুবের। ও-হো-হো, নরকাগ্নি—নরকাগ্নি! পাপের রাক্ষসী অভিনয়!

নরক। দূর হও পশু! নিরস্ত্রকে অস্ত্রাঘাত তোমাদের ধর্ম্ম, আমাদের নয়। বীরকুলকলঙ্ক! এই চরিত্র নিয়ে পরমারাধ্যা পৃথিবীর চরিত্র সমালোচনা কর্‌তে যাও? এই সকল সদ্‌গুণের সমষ্টিতে রত্নের ভাণ্ডার খুলে ব'সে আছ? তোমাদের এই পশ্বাচারী পাপ বংশে আমার একটু স্থান ছিল না? আসুন সেনাপতি! এদের মুখদর্শন কর্‌তে নাই।

[নিশুম্ভসহ প্রস্থান]

কুবের। ওঃ—লজ্জা, ঘৃণা চতুর্দ্দিক হ'তে গ্রাস কর্‌তে আস্‌ছে! অপমানের তীব্র জ্বালা সর্ব্বাঙ্গটা ছাই ক'রে দিচ্ছে! ওকি! কিসের ক্রন্দন! বামাকণ্ঠ! নিশ্চয় পশু এইবার কুমারীদের প্রতি অত্যাচার কর্‌ছে! নরক! নরক! আমি প্রাণভিক্ষা চাই না! আমায় জগৎ হ'তে সরিয়ে দাও; দেখে যেতে দাও, এ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার কুলকন্যারা পবিত্র।

[প্রস্থান]

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

গন্ধর্ব্বলোক

শিশিরায়ণ

শিশিরায়ণ। পরাজিত গন্ধর্ব্বসেনা! পলায়িত বিশ্বাবসু! দেদীপ্যমান গন্ধর্ব্বপুরীর প্রত্যেক কুটীরে অপ্রতিহত দৈত্যশৌর্য্য। ঐ বুঝি কান্নার সুর উঠ্‌লো! সহস্র বালিকার ক্ষীণকণ্ঠের সমবেত সঙ্গীত! আমার এই জঘন্য বিজয়লাভের পৈশাচিক পরাকাষ্ঠা! ওঃ, কি মর্ম্মভেদী! না—এ দৃশ্য দেখা যায় না। চ'লে যাই এখান হ'তে,—আপনাকে ঠিক রাখ্‌তে পারবো না। [গমনোদ্যত]

সম্মুখে প্রহরী-বেষ্টিত রোরুদ্যমানা গন্ধর্ব্ব-
কুমারীগণ উপস্থিত হইল

শিশিরায়ণ। ঐ—যা—আর যেতে দিলে না! অসংখ্য আলুলায়িত-কুন্তলা পাগলিনী আমার সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে ; আমার চতুর্দ্দিকে অশ্রুজলের পরিখা—আমার চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদের বেড়া!

কুমারীগণ।—

গীত

রাখগো কুলমান।
আকাশেতে নাই এ হেন দেবতা না গাহিবে যশোগান,—
মোরা বুকে দেগে নেবো চোখের কাজলে তোমার এ দয়ার দান।

শিশিরায়ণ। প্রত্যেক দীর্ঘশ্বাসে এদের হৃদপিণ্ড ছিন্ন হ'য়ে বেরিয়ে আস্‌ছে, প্রত্যেক অশ্রুবিন্দুতে এরা কোটী বিশ্ব গলিয়ে দিচ্ছে! এদের যুগান্তকারী করুণ সঙ্গীতের প্রত্যেক বর্ণ তীক্ষ্ণ—শাণিত—অব্যর্থ। না—আমি পরাস্ত হবো না। পর্ব্বতের মত দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়াবো, প্রাণ দিয়ে, ধর্ম্ম দিয়ে, ন্যায়-অন্যায় দূরে দিয়ে রাজ-আদেশ পালন কর্‌বো।

কুমারীগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

দেখ, ললাটের লেখা মুছিতে পারিনি করেছি কতই রক্তপাত,
জীবনের নেশা ছাড়িবার নয়, হোক্ না যতই মর্ম্মাঘাত,
এখনও জগতে তাই গো আমরা, দিও না মোদের ধর্ম্মে হাত,
বর্ম্মের মত করুণায় ঢেকে রাখিবে তোমারে শ্রীভগবান্।

শিশিরায়ণ। ভগবান্! ভগবান্! ব'লে দাও কি কর্ত্তব্য আমার? রাজ-আদেশ পালন—না রমণীর অশ্রুজল নিবারণ? কর্ত্তব্যের ব্রত-উদ্‌যাপন—না ন্যায়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা? বিশ্বাসঘাতকতা—না আত্মবলি?

বিশ্বাবসু উপস্থিত হইলেন

বিশ্বাবসু। সেনাপতি! সেনাপতি! আমি পরাজিত—আমি দুর্ব্বল—আমি তোমাদের অনেক নীচে, তবু আমি গন্ধর্ব্বরাজ বিশ্বাবসু; আমি কি তোমাদের কাছে একটা ভিক্ষা কর্‌বারও পাত্র নই? সেনাপতি! ভিক্ষা! আমার রাজ্য নাও—আমায় হত্যা কর, আমার মা সকলকে মুক্তি দাও। দেখ সেনাপতি! এদের মধ্যে কেউ ধর্ম্মরক্ষার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তোমার সৈন্যেরা সেখান হ'তে তুলে এনেছে,—এখনও সিক্তবস্ত্র! কেউ কপালে ঘা মেরে মর্‌তে যাচ্ছিলো, তার হাত বেঁধে

রাখা হয়েছে,—কপাল রক্তারক্তি! কেউ উবুড় হ'য়ে মাটি কাম্‌ড়ে পড়েছিল, তাকে টেনে হিঁচড়ে কাঁটার বন দিয়ে নিয়ে এসেছে; বাছাদের আমার সোনার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত! সেনাপতি! সেনাপতি! আমি গন্ধর্ব্বরাজ, আমার কাছে আর কি চাও? এই আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি!

শিশিরায়ণ। আর হ'লো না—আর হ'লো না; আমি পরাজিত। যোদ্ধার অস্ত্রাঘাতে নয়—পরাজিতের কাকুতিতে। মৃত্যুর ভ্রূকুটীতে নয়—রমণীর সজল চাহনিতে। কর্ত্তব্যের কাছে নয়—ন্যায়ের কাছে। রাজ-আদেশ—হোক্,—এ অন্যায়! আমি পশু নই। ওঠ রাজা, নির্ভয়! হোক্ আমার শিরে বজ্রাঘাত। মা সকল—

অম্বরসহ নিশুম্ভের প্রবেশ

নিশুম্ভ। শিশিরায়ণ!

শিশিরায়ণ। একি! আপনি এখানে?

নিশুম্ভ। একটা বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি শিশির! সম্রাট তোমায় পদচ্যুত করেছেন; এই তাঁর আজ্ঞাপত্র।

শিশিরায়ণ। সুসংবাদ! সুসংবাদ! [আজ্ঞাপত্র দেখিতে লাগিলেন]

নিশুম্ভ। দেখ্‌লে! আর তোমার পদে এই অম্বরকে নিযুক্ত করেছেন। দাও তোমার অস্ত্র অম্বরকে।

শিশিরায়ণ। ভগবান্! ধন্য তুমি! আমার সর্ব্বস্ব গেল, কিন্তু আমার বুকের একখানা পাথর খসিয়ে নিলে,—আমায় কলঙ্কিত হ'তে দিলে না। তোমার অপার করুণা আমায় প্রহরীর মত ঘিরে ফেল্‌লে। ধর অম্বর! অস্ত্র। [অস্ত্রদান] কাঁদ রাজা, ভগবানের কাছে। মা সকল! তোমাদের অশ্রুজলের অধিকারী এখন ইনি।

[নিশুম্ভকে দেখাইয়া প্রস্থান]

গন্ধর্ব্বকুমারীগণ। [নিশুম্ভের প্রতি] বীর পুরুষ! বীর পুরুষ!

নিশুম্ভ। পা্‌রবো না মা! আমি কর্ত্তব্যের কাছে বিক্রীত। অম্বর! এদের নিয়ে এস, অসম্মান না হয়।

[প্রস্থান]

বিশ্বাবসু। যাও—যাও মা সকল! তোমাদের এই অপদার্থ রক্ষকের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস হ'তে ত্বরিতপদে দূরে। কুষ্ঠের গলিত দুর্গন্ধে হোক্—লম্পটের কদর্য্য লালসায় হোক্—পাপের বিশ্বপ্লাবী রক্তবমনে হোক্, শুদ্ধ আমা হ'তে দূরে—বহুদূরে—যত দূরে পারো।

[প্রস্থান]

গন্ধর্ব্বকুমারীগণ।—

গীত

ওরে, ধর্ম্ম নাই কি মাথায়?
এতখানি জল এতখানি পাপ যাবে কি তোদের বৃথায়?
ঐ যে সূর্য্য সব দেখে চেয়ে, বুক ছুঁয়ে ঐ বায়ু আসে ধেয়ে,
দেখ্ রে তোদের করালরূপিনী, কালো মেঘের আড়ে কালো মেয়ে,
সহিবে না সতী সতীর রোদন, হবে রে অকালে অশনি পতন,
দেখ দেখ ঘন কাঁপে ত্রিভুবন, আমাদের প্রতি কথায়।

গীতকণ্ঠে মুক্তপুরুষের আবির্ভাব

মুক্তপুরুষ।—

গীত

ভাব মনোমোহন শ্যামং সুবেশং।
চন্দ্রকচারু মুকুতাফলমণ্ডিত অলি-কস্তুরাইত কেশং॥

তরুণ অরুণ করুণায়ত লোচন, মনসিজতাপবিনাশং,
অপরূপ রূপ মনো ভব মঙ্গল মধুর মধুর মৃদুহাসং।
অভিনব জলধর কলিত কলেবর দামিনী বসন বিকাশং,
কিয়ে জড় অজড় পুলকাইত কুঞ্জভবন কৃতবাসং॥.
যো পদপঙ্কজ ভবভূতভাবন ভাব অভাব বিশেষং,
ব্রজবনিতাগণ মোহন কারণ বিরচিত বিবিধ বিলাসং।
পঞ্চম রাগং তাল তরঙ্গিত অধরে মিলিত বরবংশং,
অভিনব কমল জিতল পঙ্কজ বীরবাহু মনোহংসং॥

গন্ধর্ব্বকুমারীগণ।—

গীত

শ্যাম নামে পুলকিত প্রাণ।
শ্রবণ জুড়ানো সুধা,   চিত শীতলিল গো,
নিবে গেল জ্বালার শ্মশান।
মেটে না রসনার আশা,   নাম-রস পানে গো,
শিথিল হইল সব অঙ্গ,
চরণ চলে না আর,   নয়ন আঁধার দেখে,
বিনা সেই ললিত ত্রিভঙ্গ,—
কাঁহা তু হৃদয়নাথ,   নাগর রসরাজ,
দোহাই মিনতি এক রাখ,
জনম জনম যাক্,   তুঁহা লাগি রোয়ে রোয়ে,
তুঁহি শুধু অন্তরে থাক,—
নেহারই সে চাঁদ বয়ান।

[অম্বরসহ প্রস্থান]

১ম প্রহরী। অ:-ম'রে যাই আর কি! ছুঁড়ীদের আবার কান্না দেখ! মর্‌ছিলি মদনপূজোর নৈবিদ্য সাজিয়ে বাসি মুখে সারারাত

জেগে, হ'য়ে গেলি রাজার রাণী! বুঝেছি বাবা, ও কান্নাটা হাসির দোকানদারী!

২য় প্রহরী। রাজার রাণী হ'য়ে গেল কি ভাই?

১ম প্রহরী। তা বুঝি জানিস্ না? আমাদের রাজাকে দেশের কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় নাই! তাই এই সব পালে পাল ধ'রে নিয়ে যাওয়া হ'চ্চে—মহারাজ এদের বিয়ে কর্‌বে।

২য় প্রহরী। ও—তা হ'লে এতে আমাদের কোন লাভ নাই?

১ম প্রহরী। এতে না থাক্, আর এক দিকে আছে। কোন দিন রাজার সম্বন্ধী হ'য়ে পড়্‌বি আর কি! যা হোক্, এক রকম থাকা গেছে মন্দ নয়!

২য় প্রহরী। চিনি বলদ হ'য়ে তো?

১ম প্রহরী। খবর্‌দার! ওদিকে চোখ কাণ দিস্ নি।

২য় প্রহরী। চোখ কাণ কি কারো বাবার, যে দাঁত খিঁচিয়ে আট্‌কে রাখ্‌বো?

তৃতীয় প্রহরীর প্রবেশ

৩য় প্রহরী। আরে দাদা! তোমরা এখানে কর্‌ছো কি! ওদিকে যে ভারী মজা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! শীগ্‌গির এস—শীগ্‌গির এস!

১ম প্রহরী। কি হয়েছে? ব্যাপারটা কি?

৩য় প্রহরী। ভারী মজা! হাঃ-হাঃ হাঃ! এ দেশে না কি গুজব উঠে গেছে, আমাদের রাজা যাকে পাচ্ছে, ধর্‌ছে—আর বিয়ে কর্‌ছে। ছুঁড়ি, বুড়ী, আইবুড়ো, এয়োস্ত্রী, মেয়ে, পুরুষ বিচার নাই। এই না শুনে এক মাগী তেকেলে তালতোবড়া বুড়ী তার বৌকে বেটীকে সঙ্গে নিয়ে একেবারে সেনাপতির শিবিরে হাজির।

২য় প্রহরী। কেন—কেন?

৩য় প্রহরী। বলে—আমরাও রাণী হবো, আবার কি!

১ম প্রহরী। তিন জনেই?

৩য় প্রহরী। তিন জনেই! তার গুষ্ঠিতে মেয়ে-পুরুষ আণ্ডা-বাচ্ছা ঝি-চাকর সই-সাঙ্গাত আর কেউ থাক্‌লে বোধ হয় তাদেরও আন্‌তো।

২য় প্রহরী। তারপর—তারপর?

৩য় প্রহরী। তারপর আর কি? সেনাপতি তো কিছুতেই জায়গা দেবে না—তারাও নাছোড়বান্দা! এই দেখেই আমি ছুটে তোমাদের কাছে আস্‌ছি।

১ম প্রহরী। চ—চ! আমাদের এ একটা দাঁও বটে!

২য় প্রহরী। নিশ্চয়। রাজভোগে চোখ না দিই, কিন্তু এ এঁটো-কাটায় যে নজর দেবে, তার টুঁটী ছিঁড়ে ফেল্‌বো। চ—চ।

৩য় প্রহরী। কিন্তু দাদা! গুষ্টিতে সমান সমান হ'লেও বখ্‌রায় একটু গোলযোগ দাঁড়াবে।

২য় প্রহরী। কুচ পরোয়া নাই—এস, দাদা ভাইয়ের কথা, আপোষ ক'রে নেওয়া যাবে! মাগীটা তোর ভাগেই বা পড়্‌লো! তুইও তো মা-মরা ছেলে—ঢের উপকারে লাগ্‌বে। চ—চ!

[সকলের প্রস্থান]

———

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

গৃহপ্রাঙ্গণ।

কর্ত্তা

কর্ত্তা। ওগো, আমাদের খেঁদির মা কোন্ দিকে গেলি? খেঁদির মা! সর্ব্বনাশ! সাড়া পাওয়া যায় না যে গা? দেশে এই হুলস্থুল! বেটারা বয়েস দেখে না, জাত বাছে না, মেয়ে পুরুষ বাধে না, সাম্‌নে যাকে পাচ্ছে, ধ'রে নিয়ে গিয়ে রাণী ক'রে দিচ্ছে; রাস্তায় কুকুর বেড়ালটার পর্য্যন্ত পা দেবার উপায় নাই। এ সময়ে সে আমাদের গেল কোথা? যা —সর্ব্বনাশ হ'লো—আমার কপালে আগুন লাগলো! বুড়ো বয়সে বুঝিবা আবার তাকে রাণী হ'তে হ'লো!

পুত্র উপস্থিত হইল

পুত্র। বাবা! বাবা! বৌকে দেখেছ?

কর্ত্তা। তোর মাকে দেখেছিস্—মাকে দেখেছিস্?

পুত্র। আরে বৌকে দেখেছ কি না বল না?

কর্ত্তা। আরে মাকে দেখেছিস্ কি না বল্ না?

পুত্র। দেখ বাবা! বল্‌বে তো বল, বৌ কোথা?

কর্ত্তা। দেখ্ বেটা! বল্‌বি তো বল্, মা কোথা?

পুত্র। তবে রে! [প্রহারোদ্যম]

কর্ত্তা। তবে রে! [তথাকরণ]

সহসা জামাতার প্রবেশ ও পুত্রের হস্তধারণ

জামাতা। আরে, কর কি হে, কর কি? পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ,

নীতিশিক্ষা পড় নাই ? যাক্, এখন এদিককার কি ? আমি তো ছুটে আস্‌ছি ভাই হাঙ্গামা শুনে ! তোমার দিদি কোথা—দিদি কোথা ?

পুত্র। ঐ দুঃখেই মর্‌ছি রে দাদা ! ও দিদি, দাদু, মাসী, পিসি, এক শালীরও পাত্তা নাই। ঐ বুড়ো বেটা বাড়ীতে ব'সে আছে—সব জানে, বল্‌ছে না।

জামাতা। মার বেটাকে ! জানে—তবু বল্‌ছে না ? মার বেটাকে ! দিদি নাই—মার বেটাকে ! ও নীতিশিক্ষার পাতা ছিঁড়ে দাও। "পিতা পাপ, পিতা মৃত্যু, বৃদ্ধ পিতা গলগ্রহ, পিতরি দুঃখমাপন্নে প্রীয়ন্তে প্রেয়সী শশীঃ ! মার বেটার পাকা চুলের মুঠি ধ'রে—পাপ ঘুচিয়ে দাও।

কর্ত্তা। কি—আমি পাপ ? আমার ঘর, আমার দোর, এ বেটা শম্ভু নিশম্ভু বলে কি গো ? চুলের মুঠি ধর্‌বে আমারই ?

খেঁদির মা উপস্থিত

খেঁদির মা। [হর্ষোৎফুল্লচিত্তে] নাম লিখিয়ে এসেছি—নাম লিখিয়ে এসেছি।

কর্ত্তা। এস তো—এস তো মহিষমর্দ্দিনি, একবার নেংটা হ'য়ে জিভ্ বের ক'রে ধেই-ধেই ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে বেটার শম্ভু নিশম্ভুর হেস্তনেস্ত ক'রে দাও তো ! বেটারা আমায় একা পেয়ে নাস্তানাবুদ ক'রে দেবার যোগাড় ! আমি ভেবে সারা ! কোথা গিয়েছিলে এতক্ষণ ?

খেঁদির মা। নাম লেখাতে—নাম লেখাতে !

কর্ত্তা। নাম লেখাতে ! কোথায় ?

খেঁদির মা। পাকা খাতায়।

কর্ত্তা। পাকা খাতা কি ?

খেঁদির মা। জানিস্ না মিন্‌সে! দেশের যত লোক সবাই যাচ্ছে—নাম লেখাচ্ছে, আর রাণী হ'চ্ছে; আমরাও গিয়েছিনু, আমাদেরও পাকা খাতায় নাম উঠে গেছে,—এই রাণী হই আর কি!

জামাতা। খেঁদি কোথায়? খেঁদি কোথায়?

পুত্র। বৌ কোথায়? বৌ কোথায়?

খেঁদির মা। তারা সবাই সেই রাজার ছাউনিতে; তাদের কি আর আস্‌তে দেয়! আমাকেও সাধাসাধি! কি কর্‌বো, আমায় একবার আস্‌তেই হ'লো; ঘর-দোর সব আলগা রেখে গেছি,—বলি, চাবী-তালাটা দিয়ে আসি!

পুত্র। দেখ বাবা কাণ্ডটা একবার! বৌকে নিয়ে গেছে!

জামাতা। দেখ বুকের পাটাটা, খেঁদিকে নিয়ে গেছে!

খেঁদির মা। তার আর দেখ্‌বে কি? আমি হচ্ছি তাদের মা,—তাদের সুখেই সুখী! আগে তাদের খাইয়ে পরিয়ে তবে আমার খাওয়া পরা; আজ আমি যাচ্ছি রাণী হ'তে, তারা আমার থাক্‌বে কোথায়?

পুত্র। তুমি হওগে—গোল্লায় যাওগে! বৌকে রাণী হওয়াবার তোমার কি অধিকার?

খেঁদির মা। বটে রে হাড়হাবাতে হতচ্ছাড়া ছোঁড়া! বৌ পেলি কোথা হ'তে? আজ আমার কি অধিকার?

জামাতা। ষাড়ে ষোল আনা অধিকার! বৌ-বেটা তোমার সাত গুষ্টি যে যেখানে আছে, নিয়ে গিয়ে রাণী ক'রে দাওগে! কিন্তু তোমার মেয়ে—আমার পরিবার, তাকে নিয়ে গেলে কি সর্ত্তে?

খেঁদির মা। যা—যা—যা আঁটকুড়ির বেটা! একখানা কাপড় নাই—একখানা গহনা নাই—এক মুঠো ভাত দেবার মুরোদ নাই,

পরিবার! ভাতারগিরি ফলাতে এসেছে? এখুনি ঝাঁটায় বিষ ঝেড়ে দেবো, জানিস্?

পুত্র। একশোবার দেবে। তোমার মেয়ে, যা ইচ্ছা কর্‌তে পার, তাতে কোন্ বেটার কি? এখন ভাল চাও তো বৌকে এনে দাও। সে তো আর তোমার পেটের নয়!

জামাতা। চুলোয় যাক্ গে বৌ! আমার জিনিষ আমায় দাও।

পুত্র। কি! বৌ যাবে চুলোয়?

জামাতা। কি! ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌বে আমার?

পুত্র। একশোবার ঝাড়্‌বে।

জামাতা। একশোবার চুলোয় যাবে।

পুত্র। চোপরাও!

জামাতা। খবরদার!

পুত্র। তবে রে—আমাকে কি যা তা পেয়েছিস্?

জামাতা। আমাকেও কি বুড়ো বাবা ঠাউরেছিস্?

পুত্র। এই দেখ্ তবে—তুই তাই কি না! [আক্রমণ করিল]

জামাতা। আমি মর্‌বো, তবু তোর বাবা হ'বো না। [আক্রমণ করিল]

[মারামারি করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান]

কর্ত্তা। দেখ—দেখ—দেখ, ম'লো বেটা সুন্দ উপসুন্দ মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে! বেটাদের তিলোত্তমা কোথায় রইলো, তার ঠিক নাই!

খেঁদির মা। মরুক্‌গে! যমের বাড়ী যাক্‌গে! ওদিকে চোখ-কাণ দেবার আমার সময় নেই; আমার দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। চল—ঘরের ভেতর চল, আমার জিনিষ পত্তর—কাপড়-চোপড় সব মিলিয়ে দাও, গুছিয়ে রেখে যাই।

কর্ত্তা। ওগো! আর গিয়ে কাজ নাই! ফিরে এসেছ, বেশ

হয়েছ,—রাণী হওয়ার বেজায় ঝক্‌মারি! তাতে তো তোমার এই বয়েস?

খেঁদির মা। কি! একটু বয়েস বেশী হয়েছে ব'লে আমি রাণী হবো না? ও পাড়ার পদ্ম ঠান্‌দিদি—শুন্‌লুম, সে হ'তে পার্‌লে—আমি তো তার নাত্‌নী! কারো কথা শুন্‌বো না,—আমি রাণী হবোই হবো। এই আমি সোণার খাটে, ফুলের বিছানায়, পালকের বালিসে হেলান দিয়ে বসেছি,—উঃ, গায়ে কাঁটা ফুট্‌ছে। ঐ চাকরাণীরা পাখা নিয়ে আমায় বাতাস কর্‌তে আস্‌ছে,—বেরো—দূর হ বল্‌ছি,—এতক্ষণ কোথা ছিলি? আমি রেগেছি। এই যে—এই যে! এই-বার রাজা নিজে এসে আমার পাশটীতে ব'সে মুচকী হেসে আমার রাগ ভাঙ্গাচ্ছে—আমার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিচ্ছে। আমি ও ফুল নেবো না—ও ফুল নেবো না,—আমার পারিজাত চাই। বলো—দেবে? দেবে? দেবে? দেখো—তিন সত্যি কর্‌লে! আহা হা-হা, কি সুখ! কি সুখ! আমি রাণী হবো! রাণী হবো—রাণী হবো—

গীত

আমাতে কি আমি আছি গো করেছে সে ঠিকে ভুল।
আমার প্রাণের ভেতর চাঁদের আলো মলয় জোয়ার তারার ফুল॥
আমার কাণে বাজে বিয়ের শাঁক, চোখে খেলে চেরা সিঁতি,
দাঁতে যেন চিবুই সোণা, নাই আর আমি—আমার ইতি,—
ঐ কে আমার বুকে এলো, স্বর্গ যেন হাতের তেলো,
আমার সব হলো গো এলোমেলো টাটকা খোঁপায় সর্‌লো চুল।

কর্ত্তা। তবে—আমিও রাণী হবো—আমিও রাণী হবো! ওই কে ক্ষুর ভাঁড় নিয়ে এসে আমার দাড়ী গোঁফ ফেলে দিচ্ছে! আঃ—লাগে যে হে, আস্তে! ঐ কে আমার ছেঁড়া টেনা খুলে নিয়ে বেনারসী শাড়ী পরিয়ে দিচ্ছে! আহ্লাদে আমার বুক ফুলে উঠ্‌লো! ঐ আবার কে ছুটে এসে আমার ফাটা পা-দুখানা ধ'রে উল্টো পেঁচে আল্‌তা ঘ'সে দিচ্ছে! আ—ম'রে যাই—কি খোল্‌তা—কি বাহার! আমিও রাণী হবো—আমিও রাণী হবো—আমিও রাণী হবো!

[প্রস্থান]

নবম গর্ভাঙ্ক

নাগলোক

রত্নাসনে উপবিষ্ট বাসুকি, পার্শ্বে নাগকন্যাগণ দাঁড়াইয়াছিল।

বাসুকি। নে—নে নাত্‌নীরা, বাজে কথা ছেড়ে দে—নাচ গান আরম্ভ কর্; দেখি, তোরা কে কেমন তৈরী হয়েছিস্! যে ভাল নাচ্‌তে গাইতে পার্‌বি, তারই আগে বিয়ে দেবো! যদি এই বুড়োকে রসাতে পারিস্, তবেই জান্‌বো, তোরা বর নিয়ে ঘর কর্‌তে পার্‌বি।

নাগকন্যাগণ। ওলো, কাল যে গানখানা শিখেছিস্, সেই খানা গা।

গীত

সখি, রূপ হ'লো কালী ঢালা।
বলিব কি আর শুনিবে কে বল, অবলার যত জ্বালা।
চরণ থাকিতে না পারি চলিতে সদাই পরের বশ,
যদি কোন ছলে যাই তার পাশে লোকে করে অপযশ,—
বদন থাকিতে বলিতে পারি না, তাই সে অবলা নাম,
নয়ন থাকিতে না পাই দেখিতে আমার নাগর শ্যাম,
তার বাঁশী ডাকে আয়, হায় —আমি আর কত হ'য়ে থাকি কালা।

নাগকন্যাগণ। কে ভাল—কে ভাল দাদামশাই ?

বাসুকি। তোরা সবাই ভালো—সবাই ভালো,—সবারই এক সঙ্গে বর আস্‌বে। নে, আর একখানা গা—বেশ প্রেমে ভরপূর ! বিয়ের ঘটক তোদের এলো ব'লে !

সৈন্যগণসহ শঙ্খনাদ প্রবেশ করিলেন

[নাগকন্যাগণ ভীত-কৌতূহলে একপার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল]

শঙ্খনাদ। অভিবাদন করি নাগরাজ !

বাসুকি। কে তুমি ?

শঙ্খনাদ। আমি নরকাসুরের সেনাপতি।

বাসুকি। এখানে কি প্রয়োজন ?

শঙ্খনাদ। আপনার ঐ অনূঢ়া কুমারীদের।

বাসুকি। ও—বুঝেছি। তবে তুমি না এসে তোমার প্রভুকে পাঠালেই ভাল হ'তো। দেখাতাম তাকে—এই নাগের উষ্ণ নিশ্বাসটা। সৈন্যগণ ! সৈন্যগণ !

শঙ্খনাদ। সৈন্য বল্‌তে আর কেউ নেই রাজা!

বাসুকি। ও—পিশাচ! তাই বুঝি সহস্রাধিক সৈন্য নিয়ে আমার একার উপর ঝেঁপে পড়েছ?

শঙ্খনাদ। না রাজা! আপনি বেছে নিন আপনার সমযোদ্ধা; দৈত্যবংশ হীন নয়।

বাসুকি। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই।

শঙ্খনাদ। আসুন। সৈন্যগণ! দেখো—যেন কুমারীরা যেতে না পারে।

বাসুকি। আরও দেখো—আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকি, আমার কন্যাদের উপর যেন কোন অভদ্রতা না হয়।

শঙ্খনাদ। সে জন্য আপনাকে ব্যস্ত হ'তে হবে না; ও শিক্ষা ওদের মজ্জাগত।

[উভয়ের যুদ্ধ ও বাসুকির পলায়ন]

শঙ্খনাদ। ভয় নাই মা আপনাদের। সৈন্যগণ, কুমারীদের সসম্ভ্রমে নিয়ে এস; আমি শিবিরে চল্‌লাম। [গমনোদ্যত]

শিশিরায়ণের প্রবেশ

শিশিরায়ণ। শঙ্খ!

শঙ্খনাদ। শিশির! একি ভাই! এরূপ হীন অবস্থা কেন তোমার? সঙ্গে অস্ত্র কৈ? সৈন্যরা কোথায় গেল?

শিশিরায়ণ। সে দিন গিয়েছে ভাই! আশ্রয়হীন পথিকের সঙ্গে এখন আমার তুলনা; আমি পদচ্যুত।

শঙ্খনাদ। পদচ্যুত! তুমি পদচ্যুত?

শিশিরায়ণ। হঁা ভাই! তোমার সঙ্গে একবার শেষ সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছি।

শঙ্খনাদ। তোমায় পদচ্যুত কর্‌লেন কে? আমার পিতা?

শিশিরায়ণ। না, সম্রাট স্বয়ং।

শঙ্খনাদ। সম্রাট স্বয়ং! এ তুমি কি বল্‌ছো শিশির?

শিশিরায়ণ। যা বল্‌ছি, অতি সত্য!

শঙ্খনাদ। সত্য? সত্য? এ আমি বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ছি না শিশির! আমার মনে হ'চ্ছে, আমি যাকে দেখ্‌ছি, সে তুমি নও,—আমার দৃষ্টির ভ্রম। যা শুন্‌ছি, সে একটা জঘন্য দেশের অশ্রাব্য ভাষা, আমার শ্রবণশক্তির দোষ।

শিশিরায়ণ। না শঙ্খ! যা শুনছো ঠিক; যা দেখ্‌ছো, অভ্রান্ত! সত্যই আমি পদচ্যুত। বিস্মিত হ'চ্ছো কেন ভাই? সম্রাটের অবিচার হয় নাই, আমিই অপরাধী।

শঙ্খনাদ। তুমি অপরাধী? শিশিরায়ণ্! জাহ্নবী-সলিলেও অপবিত্রতা একদিন সম্ভব, কিন্তু তোমাতে অপরাধ—এ সত্য হ'লেও মিথ্যার একটা আবরণ। তুমি জান না শিশির! আমি তোমার শক্তির ঈর্ষা করি না, আমি হিংসা করি শুদ্ধ তোমার চরিত্রের! সেই চরিত্রে অপরাধ!

শিশিরায়ণ। আমার কর্ত্তব্যে অবহেলা হয়েছে সখা! আমি রাজ-আদেশ অমান্য করেছি। সহস্র বীরের এককালীন অস্ত্রাঘাতে মাথা বাঁচিয়েছি বটে, কিন্তু আশ্রয়হীনা বালিকাদের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে আপনার বল্‌তে কিছু রাখ্‌তে পারি নাই।

শঙ্খনাদ। এই অপরাধ? এর জন্য তুমি পদচ্যুত? সম্রাটের আজ্ঞায়? যে সম্রাট একদিন তুমি হাতে ক'রে তৈরী করেছিলে?

শিশিরায়ণ। আত্মহারা হ'য়ো না ভাই! প্রতি নিঃশ্বাসে স্মরণ রেখো, তুমি দানব-বংশসম্ভূত। কৃতকর্ম্মের পুরস্কার চাওয়া তোমার প্রকৃতি নয়, দানের প্রতিদান নেওয়া তোমার কুলপদ্ধতি নয়, উপকারের প্রত্যুপকার প্রার্থনা করা তোমার ধর্ম্ম নয়। ধৈর্য্য তোমার ধর্ম্ম, আশ্রিতপালন তোমার কর্ম্ম, আত্মবলি দেওয়া তোমার আসা যাওয়ার উদ্দেশ্য। আর আমার বল্‌বার কিছুই নাই। এস ভাই, একবার আলিঙ্গন করি! [আলিঙ্গন] দেখো ভাই! যা বল্‌লাম ভুলো না। রাজা করেছ, রাজার মত রেখো; আর—আর দিনান্তে একবার এই হতভাগ্যকে বন্ধু ব'লে স্মরণ ক'রো। বিদায়—[গমনোদ্যত]

শঙ্খনাদ। দাঁড়াও! যাবে কোথা? বন্ধুত্ব করেছ কি বিচ্ছেদ কর্‌তে? তা হবে না শিশির! তুমিও যেখানে, আমিও সেইখানে; তোমারও যে দশা, আমারও সেই দশা; তুমিও পদচ্যুত, আমিও তাই। তুমি আত্মবিস্মৃত হ'য়ে যে অপরাধ করেছ, সেই অপরাধ আমি স্বেচ্ছায় কর্‌ছি। যাও সৈন্যগণ! শিবিরে যাও; এই অস্ত্র নিয়ে যাও, তোমাদের রাজাকে দিও,—ব'লো—শঙ্খনাদ বন্ধুত্ব রেখেছে। মা সকল! আপনারা মুক্ত।

নাগকন্যা। আপনার জয় হোক্!

[প্রস্থানোদ্যতা]

সৈন্যসহ মুর উপস্থিত হইলেন

মুর। দাঁড়াও তোমরা! তুমি বন্দী শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। বন্দী—আমি বন্দী? এ আজ্ঞা কার? আপনার না সম্রাটের?

মুর। সম্রাটের! এই তাঁর আজ্ঞাপত্র। [আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন]

শঙ্খনাদ। ছিঁড়ে ফেলুন আজ্ঞাপত্র, ও আজ্ঞা আমি মানতে চাই না।

মুর। তুমি মানতে না চাইলেও আমায় মানতে হবে,—আমি কর্ত্তব্যের দাস।

শঙ্খনাদ। তবে কর্ত্তব্য করুন। জেনে রাখ্‌বেন, এ কর্ত্তব্য পালন কর্‌তে আমায় হত্যা করতে হবে। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমার অসি স্পর্শ কর্‌তে কারো সাধ্য নাই! আমি বন্দী হবো, যখন আমি সকল বন্ধন অতিক্রম কর্‌বো।

নিশুম্ভ প্রবেশ করিলেন

নিশুম্ভ। তবে তাই হোক্ পুত্র! তোমার গর্ব্বিত পবিত্র আত্মা সংসারকে শতমুখে অভিসম্পাত কর্‌তে কর্‌তে অন্তরীক্ষে লীন হ'য়ে যাক্, আর আমরা তোমার মৃতদেহের উপর কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু ফেলে সম্রাটের বিজয়-ঘোষণা ক'রে যাই। মুর! বীর তুমি; ইতস্ততঃ কর্‌ছো কেন? আমার মুখপানে মুহুর্মুহুঃ তাকাচ্ছো কি! আমি তো তোমার পুত্রকে অসঙ্কোচে পদচ্যুত ক'রে এসেছি। তুমি আমার পুত্রকে বন্দী কর—হত্যা কর—সম্রাটের আজ্ঞা পালন কর।

মুর। মাথায় থাক্ সম্রাটের আজ্ঞা,—হোক্ আমার পুত্র পদচ্যুত—পথের ভিখারী,—যাক্ আমার বীর নাম কলঙ্ক-সাগরে ভেসে! তুমি বন্ধু—তোমার পুত্র—তাকে হত্যা? না—আমার দ্বারা হবে না নিশুম্ভ!

নিশুম্ভ। যদি আমার দ্বারা হয়?

মুর। বিরুদ্ধাচরণ করবো, তোমার প্রতি তো সে ভার নাই! যাও শঙ্খনাদ! তোমারা দু-জনে গলা ধ'রে এই স্বর্গীয়, সুন্দর মধুর—এই

অনাবিল-অকৃত্রিম বন্ধুত্বের আদর্শ বিশ্ববাসীকে দেখাও। আমি আশীর্ব্বাদ কর্ছি, তোমারা যে অবস্থাতেই থাক, বেঁচে থাক। যাও—দেখ্ছো কি? বন্ধুত্বের অপরাধে যে বন্দী, আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে মুক্তি দিলাম। তার যা দণ্ড, আমি নেবো।

শঙ্খনাদ। আমি আর মুক্তি চাই না সেনাপতি! আপনার স্বর্গীয় স্নেহ সকল গর্ব্ব লুপ্ত ক'রে আমায় নবজীবন দিয়েছে। আমার এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের বিনিময়ে আপনার ঐ পবিত্র আদর্শময় প্রকৃত জীবন বিপদাপন্ন হওয়া বিধাতার বাঞ্ছনীয় নয়। আমি আপনার বন্দী।

শিশিরায়ণ। পিতা! পিতা! আমাকেও ঐ সঙ্গে বন্দী করুন। কাঁদতে হয়, আমাদের একসঙ্গে কাঁদতে দিন,—মরতে হয় এক খড়্গো জীবন দিয়ে, স্বর্গ হোক্—নরক হোক্, একটা জায়গায় একসঙ্গে চ'লে যাই।

মুর। এই কি তোমার এ ক্ষেত্রের উন্নত হৃদয়ের পরিচয় শিশিরায়ণ? এই কি তোমার বর্ত্তমান বন্ধুত্বের বিনিময়? যে তোমার জন্য, তোমারই সমবেদনায় স্বেচ্ছায় রাজ-কারাগারে বন্দী হ'তে যায়, তার সঙ্গে দুর্ব্বলচিত্ত অসহায় শিশুর মত শুদ্ধ ক্রন্দন ক'রেই কি সে ঋণ পরিশোধ কর্তে চাও? তা হয় না পুত্র! পার—বন্ধুর উদ্ধার কর, না পার—তার জন্য প্রাণ দাও; তবে পাবো হৃদয়ের পরিচয়—তবে জান্বো প্রণয়ের বিনিময়—তাকেই বল্বো ঋণ-পরিশোধ।

শিশিরায়ণ। শঙ্খ! শঙ্খ! ভাই! আমার জন্য তুমি বন্দী!

শঙ্খনাদ। তার জন্য আমি দুঃখিত নই ভাই—গর্ব্বিত। শিশির! শিশির! তোমার অদর্শন আমার মৃত্যু-যন্ত্রণা, তোমার বিরহ আমার

নরক ; তবু আমি নির্জ্জন শত্রু-কারাগারে সহস্র বৃশ্চিক দংশনে পরমানন্দে বাস কর্‌বো,—তোমার জন্য আমি বন্দী, শুদ্ধ এই স্মৃতির ধ্যান ক'রে।

শিশিরায়ণ। শঙ্খ! শঙ্খ! ঐরূপ এক আধটা স্মৃতি আমারও এই খালি প্রাণটায় দেগে দিয়ে যা না ভাই! যার ধ্যানে তন্ময় হ'য়ে আর কিছু না হোক্, আমার জন্য তুই বন্দী, অন্ততঃ এই স্মৃতিটা স্মৃতির পরপারে পাঠিয়ে দিতে পারি।

শঙ্খনাদ। দুঃখ ক'রো না ভাই! সহ্য ক'রে যাও। আমাদের বন্ধুত্ব দেখ্‌বার নয়—অনুভব করবার ; আমাদের বিচ্ছেদে অগ্ন্যোদ্গম হবে না, চন্দনবৃষ্টি হ'য়ে যাবে,—আমাদের মিলন এখানে না হোক্, সে শুভমুহূর্ত্ত আর এক জায়গায় পাবো। সেখানে কারো আদেশে কেউ কাকেও বন্দী কর্‌তে পারে না ; সবাই সবার বন্ধু, সবাই সবার জন্য কাঁদে। এস সৈন্যগণ!

[মুরের সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রস্থান।

শিশিরায়ণ। না বন্ধু! আমি সে পবিত্র স্থান কলুষিত করতে যাবো না। আমি যাবো—ভাগ্যের প্রতারিত, উন্মত্ত তোমার পিছু পিছু—নরকাগ্নি-প্রজ্বলিত প্রতিহিংসার কদর্য্যতায়—বিবেকের হৃদ্‌পিণ্ড চুর্ণ-ক ক'রে অধঃপতনের মত বিশ্বব্যাপী আর্ত্তনাদের মাঝখানে। আমায় ঘৃণা ক'রো না।

[প্রস্থান]

মুর। সৈন্যগণ! কুমারীদের নিয়ে শিবিরে যাও। এস নিশুম্ভ!

[নিশুম্ভসহ প্রস্থান]

নাগকন্যাগণ।—

গীত

কেঁদে কেঁদে তোঁহে ডাকি।
কই তুমি শ্যাম,　　　　কি নিয়ে বল না,
এ ঘোর নরকে থাকি॥
তোমারি আশায় চলেছি গহনে,
জ্ব'লে যায় বুক বিরহ-দহনে,—
কহনে না যায়, নাগর রায়, লিখনের এ কি ফাঁকি॥

গীতকণ্ঠে মুক্তপুরুষের আবির্ভাব

মুক্তপুরুষ।—

গীত

তোরা কারে বা ডাকিস্ গো,
ছি! ছি! কে রাখিবে জাতি কুল।
সে যে কুলনাশা কালা, কত কুলবতীর হয়েছে বক্ষশূল॥
গোকুলের কথা ওঠে নি কি কাণে,
ছুটেছে কি চিত সে গরল পানে,
চেয়ো না চেয়ো না তার চাওয়া পানে, খাবে সাপ হ'য়ে ফুল।
যদি শ্যাম চাও কুলমান ছাড়, কালামুখী নাম কেনো যত পার,
প্রাণখানা নিয়ে পাষাণে আছাড়, আপনারে কর ভুল॥

নাগকন্যাগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

তেয়াগিব এ ছার পরাণ,
অমিয়-সাগরে ডুবে, গরল হেরই,
জীয়ব না ইথে নাহি আন।
শুধু স্মৃতির ধেয়ান করি, মিটাবো পিরীতি মায়া,
মরণে রহিল কি আর বাকী।

[প্রস্থান]

মুক্তপুরুষ।—

গীত

কুবলয় নীল রতন দলিতঞ্জান মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সু-ছাঁদ।
কুঞ্চিত কেশ খচিত শিখিচন্দ্রক অলকা-তিলকা শোভিত শ্যামচাঁদ॥
মধুরাধর পর অতি হাস মনোহর তহি সুমধুর মুরলী বাজে,
চঞ্চল আঁখি যুগ কুটীল নেহারই কুলবতী দূরে রহু লাজে।
গজপতি ভাতি গমন অতি মন্থর কুঞ্জ রচিত রতিরঙ্গ,
হেরইতে কতহি মনোরথ মুরছই অবিচল মূরতি ত্রিভঙ্গ॥

[অন্তর্ধান]

———

দশম গর্ভাঙ্ক

কশ্যপ আশ্রম

নরকাসুর, অনুচর, অদিতি, বরুণ, বিশ্বকর্ম্মা ও চতুর্দ্দশী

নরক। দেবমাতা অদিতি, প্রচেতা বরুণ, শিল্পীপ্রধান বিশ্বকর্ম্মা। মা! দেখে যাও—সেই এরা আজ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ অজশিশুর মত আমার সামনে দাঁড়িয়ে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্ছে। দেবমাতা! মনে পড়ে সে দিনের কথা?

অদিতি। পড়ে বই কি! আমি তোমার মায়ের মুখদর্শন করি নাই—এই তো?

নরক। কেন?

অদিতি। সে কথা আর তোমার শুনে কাজ নাই, তুমি তার পুত্র।

নরক। তাতে কি! নিন্দা হোক্—প্রশংসা হোক্, মাতৃ-কাহিনী পুত্রের কাছে বেদ-বাণী।

অদিতি। তবে শোন; আমি তার মুখদর্শন করি নাই প্রবৃত্তির দাসী ব'লে। নারায়ণ বরাহ-মূর্ত্তি ধ'রে পাতাল হ'তে বন্দিনী তোমার মাকে উদ্ধার কর্তে যান, সে তাঁর কাছে ভিক্ষা কর্বার আর কিছু না পেয়ে ঘোর সন্ধ্যায় প্রার্থনা করে রতি; সেই সূত্রেই তোমার উৎপত্তি। তারপর তুমি ভূমিষ্ঠ হ'লে নারায়ণ বিদায় নেবার প্রস্তাব করায় পৃথিবী তোমার জন্য বর চায়, তিনি অভয় দেন।

কিন্তু তাতেও তার মন ওঠে না। সে আবার তাঁকে প্রকাশ্যে পতিরূপে উপভোগ কর্‌বার অধিকার নেয়। তবেই—ভগবানের মাহাত্ম্য কথা শুনে, তাঁর অবতারলীলা স্বচক্ষে দেখে, যে রমণীর হৃদয়ে প্রেমের যমুনা উজান দিকে না ব'য়ে লালসার একটানা স্রোতে তীরভূমি তোলপাড় ক'রে চ'লে যায়, তাকে প্রবৃত্তি-পরায়ণা বল্‌বো না তো কি বল্‌বো? যে স্বার্থপরায়ণা আত্মসেবিকা পুত্রের কল্যাণকামনার সঙ্গে আবার নিজের ঐহিক সুখের কল্পনা-টুকুও সমানভাবে জড়িয়ে রাখে, তার মুখে আবার দেখ্‌বার আছে কি?

নরক। নাই? বল কি দেবমাতা! পুত্র কোলে ক'রে সংসারের সহস্র বন্ধন নিয়ে, যে রমণী আবার ভগবানের প্রতি সমান ভাল-বাসা, সমান আসক্তি রাখ্‌তে পারে, তার মুখে দেখ্‌বার কিছু নাই? তুমি দেখ্‌তে জান না দেবমাতা! ভগবানের প্রতি লালসা যদি লালসা হয়, তবে প্রেম কাকে বলে? ঈশ্বরের প্রতি আসক্তি যদি কুলটার লক্ষণ হয়, তবে রাধা জগতের আরাধ্যা কেন? ভগবৎ-সঙ্গের যদি আবার সময়-অসময়, প্রাতঃ-সন্ধ্যা বিচার থাকে, তবে পর্ব্বত শীত গ্রীষ্ম দিনরাত মাথা তুলে আছে কেন? নদী অবিরাম সুরে গান গেয়ে যাচ্ছে কার? ফুল আলোক আঁধারে সমানভাবে ফুট্‌ছে কি টানে?

অদিতি। নরক—

কশ্যপ প্রবেশ করিলেন

কশ্যপ। তর্ক ক'রো না অদিতি! তর্ক ক'রে নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ যে করে করুক, তোমার কর্ত্তব্য নয়। নরক! তোমার

এখানে আসার উদ্দেশ্য তো অদিতিকে নিয়ে গিয়ে তোমার মায়ের দাসী করা ?

নরক। যদি তাই হয় ?

কশ্যপ। অদিতি তাতে প্রস্তুত। তবে তোমার কল্যাণের জন্য বল্‌ছি—সে ব্রাহ্মণী।

নরক। ব্রাহ্মণ শুদ্ধ যাঁকে জান্‌বার জন্য, যাঁর সেবা-পূজার জন্য, আমিও সেই ব্রহ্মপুরুষের পুত্র! যাক্‌, বরুণ! তুমি কি করেছ জান ?

বরুণ। জানি! তুমি আজ যা কর্‌ছো, আমিও তাই করেছি। মাতৃ-অপমানটা তোমার পক্ষেও যেমন অসহ্য, জগতের পক্ষেও তাই কি না ?

নরক। তাই ; তবে এ মাতৃ-অপমানের ভীষণ প্রতিশোধের প্রথম পথ দেখানো তোমারই কি না ?

কশ্যপ। থাক্‌! নরক! বরুণ তার মাতৃ-অপমানে অন্ধ হ'য়ে তোমার মাকে একদিন একটা কথা বলেছিল, আজ তার প্রতিশোধে তুমি তাকে কি দণ্ড দিতে চাও—দাও। তবে ব'লে রাখি—এরা দেবতা।

নরক। আমিও আজ দৈত্য। দেবতাকে দলিত, অপমানিত, হীন ক'রে তার উচ্চে ওঠাই আমার জীবনের সার্থকতা। তারপর বিশ্বকর্ম্মা! তোমার ঔদ্ধত্য বড় ভয়ানক। যা করেছ, তা তো করেছ ; তার ওপর আমার দূত দুর্গনির্ম্মাণের জন্য তোমার কছে গিয়েছিল, তুমি তাকেও চোখ রাঙিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছ। এখন তুমি কি বল্‌তে চাও ?

বিশ্বকর্ম্মা। তুমি আমার কন্যাকে গ্রহণ কর রাজা!

নরক। সে কি বিশ্বকর্ম্মা! আমি যে সমাজের পতিত—পৃথিবীর আবর্জ্জনা—জন্মের বিদ্রূপ! আমাকে কন্যাদান! এই এক মুহূর্ত্তে তোমার সে তেজোদর্প কোথায় গেল বিশ্বকর্ম্মা?

বিশ্বকর্ম্মা। অপত্যস্নেহের অতল গর্ভে। তুমি কি মনে করেছ রাজা, বিশ্বকর্ম্মার তেজোদর্প গেছে, সে বন্দী হয়েছে ব'লে? তোমার চোখ দুটো দিয়ে মুহুর্মুহুঃ আগুনের হল্‌কা ছুটছে ব'লে? তা যদি ভেবে থাক, আমি এখনও বুক ফুলিয়ে তোমার মুখের সামনে বল্‌ছি, তুমি সমাজের পতিত—পৃথিবীর আবর্জ্জনা—জন্মের বিদ্রূপ! আমি তোমায় কন্যাদান কর্‌ছি কেন জান? কন্যার মায়ায়—মেয়েটার শুক্‌নো মুখ দেখে—ডব্‌ডবে চোখ হ'তে তার প্রাণের কথা পেয়ে। জান্‌লুম, সে জন্মাবধি তোমাকেই চায়।

নরক। এতদিন তা জান নাই?

বিশ্বকর্ম্মা। জেনেও জানি নাই! আমি একটা আমোদের ঘোরে মেতে ছিলাম রাজা! ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রকে জামাতা কর্‌বার জন্য ক্ষেপেছিলাম। এখন বুঝ্‌লাম—আমার সে সাধ বৃথা। লতা একবার যাতে জড়াবে, সে কাঁটার বেড়া হ'লেও সেখান হ'তে টেনে তাকে চন্দনগাছেও তোলা যায় না। চতুর্দ্দশী! মা!

চতুর্দ্দশী। বাবা!

বিশ্বকর্ম্মা! মা! [কণ্ঠস্বর রুদ্ধপ্রায়] অসুরকে প্রণাম কর।

[মুখ ফিরাইলেন]

চতুর্দ্দশী। তবে তুমি মুখ ফেরাচ্ছ কেন বাবা? আমি প্রণাম করি, তুমি দেখ।

বিশ্বকর্ম্মা। ওহো—হো! কর্‌লি কি মা! কর্‌লি কি মা! না—এই আমি চেয়ে দেখ্‌ছি। হোক্ আমার চোখের ওপর

আমার হৃদয় বিক্রয়,—যাক্ আমার দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সকল গরিমা; নে মা! প্রণাম কর্, ভুলে যা সে দিনের কথা; আমি তোদের আশীর্ব্বাদ করছি।

চতুর্দ্দশী। তুমি অভিশাপ দাও বাবা! আমি আর কাকেও মাথা নোয়াবো না।

বিশ্বকর্ম্মা। সে কি মা! আমি তো আর প্রাণের মধ্যে কোন গোল রাখিনি।

চতুর্দ্দশী। তুমি গোল না রাখ্লেও আমি আমার প্রাণের ঘা ধ'রে ফেলেছি বাবা! ক'দিন হ'লো, তাতে প্রলেপ দিয়েছি; ওষুধ ধ'রেও গেছে। ঠাউরে নিয়েছি, আমি দেবকন্যা,—আমি প্রবৃত্তির দাসী নই, নিবৃত্তির রাণী; আসক্তি আমার গণ্ডীর মধ্যে নয়—অসীম অনন্তে। এ প্রেম আমার জন্য নয়, আমার উপভোগ্য বিশ্বপ্রেম। তুমি ভেবো না বাবা! আমি তোমায় কলঙ্কিত করবো না।

বিশ্বকর্ম্মা। হোক্ আমার কলঙ্ক, যাক্ আমার কুল; তুই মা আমার সংসারী হ'—তুই মা আমার সুখে থাক্।

চতুর্দ্দশী। সুখ? সুখ আবার কাকে বল্ছো বাবা? দেখ্তে পাচ্ছো না, দুঃখই এখন আমার সুখ, কান্নাই এখন আমার হাসি, নির্জ্জনতাই এখন আমার সংসার? চুপ কর বাবা তুমি, আমি বিয়ে করবো না।

বিশ্বকর্ম্মা। তা কি হয় মা! রাগ করিস্ না। আমি তখন বুঝ্তে পারি নাই; তার জন্য আমি পিতা—তোর কাছে দোষ স্বীকার করছি। আয় মা! আমি তোকে হাতে তুলে দান করি; আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, আমি তোর হাসি মুখ দেখি। [হস্তধারণ]

চতুর্দ্দশী। কর কি বাবা! হাত ছেড়ে দাও; দৃঢ় হও! স্মরণ

কর, তুমি সেদিনকার সেই আত্মগর্ব্বী বিশ্বকর্ম্মা! পর্ব্বত হ'য়ে মুহূর্ত্তের হাওয়ায় মূলশুদ্ধ এমন ধারা ন'ড়ে উঠো না বাবা! তা হ'লে জগৎশুদ্ধ তোমার চরিত্রে দোষ দেবে।

বিশ্বকর্ম্মা। জগৎশুদ্ধ দেবে না মা! দোষ দেবে শুদ্ধ তারা, যাদের মেয়ে নাই—মেয়ের মমতা জানে না। রাজা! আর আমার কোন অভিমান নাই। আমার চক্ষে আজ তুমি বড় সুন্দর! এই দেবতা-ব্রাহ্মণের সমক্ষে আমার প্রাণের কন্যাকে নতজানু হ'য়ে তোমার হাতে দিচ্ছি; গ্রহণ কর। বল স্বস্তি—বল স্বস্তি—বল স্বস্তি।

নরক। না বিশ্বকর্ম্মা! আজ আর আমি তোমার দান গ্রহণ কর্‌তে পার্‌লুম না। আজ তুমি একজন নগণ্য শিল্পী, আমি একজন ভুবনবিজয়ী পরাক্রান্ত সম্রাট; তোমার দানগ্রহণ আজ আমার কলঙ্ক।

চতুর্দ্দশী। [স্বগত] বা-বা-বা! চাকা উল্টো দিকে ঘুরে গেল—উল্টো দিকে ঘুরে গেল! নরকের অন্ধকারে আজ আবার জ্যোৎস্নার ঢেউ খেলে উঠ্‌লো। চমৎকার!

নরক। এখন যদি আত্মীয়তা কর্‌তে হয়, আদেশ পালন কর; চল, আমার দুর্গনির্ম্মাণ ক'রে দাও।

বিশ্বকর্ম্মা। দুর্গনির্ম্মাণ? আদেশপালন? আত্মীয়তা? নরক! তোমায় কন্যাদান কর্‌ছিলাম স্নেহের কষাঘাতে বাধ্য হ'য়ে! দুর্গনির্ম্মাণ—জেনো, এ সম্পূর্ণ আমার আয়ত্তে। এখানে স্নেহ নাই—শুক্‌নো মুখ নাই, গলাবার একটী উপাদানও নাই। এ নীরস তপ্ত ধূ-ধূ-মরুভূমি, এখানে আমি একমাত্র আমার।

নরক। স্পষ্ট বল, তুমি আমার দুর্গনির্ম্মাণ কর্‌বে কি না?

বিশ্বকর্ম্মা। [স্বগত] ও—তা হ'লে এইবার একটা গর্জ্জন কর্‌তে হবে

দেখ্ছি। [প্রকাশ্যে] শোন নরক! কাণ খাড়া ক'রে শোন, আমি তোমার দুর্গনির্ম্মাণ কর্‌বো না—কর্‌বো না।

কশ্যপ। বিশ্বকর্ম্মা।

বিশ্বকর্ম্মা। তুমি থাম ব্রাহ্মণ! দিতে হয়, তোমার বরুণকে দাসত্ব কর্‌বার উপদেশ দাওগে! ব্রহ্মতেজ নিবে গিয়ে থাকে তো দেবমাতাকে মেদিনীর নীচে মাথা লোটাতে বলগে; এ বিশ্বকর্ম্মা,—এ একবার দেখ্‌বে তার প্রতি অত্যাচারের শেষ সীমা!

নরক। তা তুমি দেখ্‌তে পার্‌বে না বিশ্বকর্ম্মা! মৃত্যুকে কখন কাছাকছি দেখ নাই, তাই এত উপেক্ষা; তবে দেখ্‌বে?

বিশ্বকর্ম্মা। দেখ্‌বো। আর আমিও দেখাবো—সহায়হীন নির্য্যাতিতের সর্পবৎ অশ্রুরেখা, মুমূর্ষুর শেষ শুষ্ক চাহনির পলে পলে অনলোদ্গার, মৃত্যুছায়া-মণ্ডিত কুঞ্চিত ললাটে পরিণামের ভীষণ মানচিত্র।

নরক। তাই হোক্, দেখি আমি আমার জীবনের ভবিষ্য-পট।

[অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলেন]

ময় উপস্থিত হইলেন

ময়। [বাধা দিয়া] থাম রাজা! একটা কথা শোন।

নরক। কে তুমি?

ময়। আমি ময়—বিশ্বকর্ম্মার শিষ্য। আমি তোমার দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে দেবো, তুমি আমার গুরুকে মুক্তি দাও।

নরক। তুমি আমার মনোমত দুর্গ তৈরী ক'রে দিতে পার্‌বে?

ময়। সন্দেহ ক'রো না রাজা! গুরুর নাম নিয়ে—গুরুর চরণ স্মরণ ক'রে—গুরু যে কাজে হাত দিতে সাহস করেন না, আমি তার

চেয়েও ভারী কাজ হাস্‌তে হাস্‌তে তুলে দেবো। তুমি দুর্গ দুর্ভেদ্য কর্‌বার কত রকম কৌশল জান? কি আদেশ কর্‌বে আমায়? আমি যা ক'রে দেবো, দেখে নিও—তুমি তো তুমি—আমার গুরুর ধারণাতেই আস্‌বে না!

নরক। তা হ'তে পারে; কিন্তু ময়! তবু তা হবে না—হবার উপায় নাই।

ময়। ও—তা হ'লে তুমি দুর্গ চাও না; আমার গুরুকেই চাও?

নরক। তুমি বুদ্ধিমান।

ময়। তা হ'লে চোখ বুজে একবার নিজের গুরুকে স্মরণ কর।

[ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইল]

দ্রুতবেগে অম্বর প্রবেশ করিলেন

অম্বর। [অস্ত্র উন্মোচন করিয়া] সাবধান!

নরক। বন্দী কর।

[অম্বর ময়কে বন্দী করিল]

বিশ্বকর্ম্মা। ময়! ময়! যা—সব মাটী ক'রে দিলি! তুই আবার কেন এলি বাবা? এলিই যদি, অমন ভুল কর্‌লি কেন? ও অস্ত্রখানা ওর ওপর না তুলে যদি আমার এই হাত দু-খানা কেটে দিতে পার্‌তিস—যাক্—রাজা! তুমি আমার ময়কে মুক্তি দাও; চল—আমি তোমার দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে দিচ্ছি।

ময়। দৃঢ় হও গুরু! এখানে তো আর তোমার কন্যাস্নেহ নাই?

বিশ্বকর্ম্মা। এখানে যে আবার পুত্রস্নেহ বাবা! জানিস্ না ময়! প্রকৃত শিষ্যের মুখ গুরুর প্রাণে কি দিয়ে আঁকা? তুই এসে

আমাকে প্রণাম করিস্, আমি তোকে ঠাওরাতে পারি না। তুই বাবা ব'লে ডাকিস্, আমি আবেশে ঘুমিয়ে পড়ি। তুই আমার চেয়ে কঠিন কাজে হাত দিস্, আমার এই বুকখানা দশগুণ ফুলে ওঠে; তখন হাত জোড় ক'রে বলি—ভগবান্! আমার ময়কে আরও শক্তি দাও—আরও সাহসী কর—আরও উপরে তুলে দাও। সেই আমার তুই! যাক্ আমার প্রতিজ্ঞা—হই আমি হাস্যাস্পদ—না দেখাই লোকের কাছে মুখ,—আমি তোদের নিয়েই রাজার বাবা হ'য়ে ভাঙ্গা কুঁড়েয় প'ড়ে থাক্‌বো। রাজা! ছেলেটাকে আমার ছেড়ে দাও,—তুমি যা বল্‌বে, আমি কর্‌বো।

নরক। সত্য?

বিশ্বকর্ম্মা। বিশ্বকর্ম্মা মিথ্যা বলে না। তোমার কাজ আমি সেরে দেবো, তাতে আমার চোখের জলে সমুদ্রই ছুটুক, আর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে বুকখানা জরজরই হোক্।

নরক। অম্বর!

[নরকের ইঙ্গিতাদেশে অম্বর ময়কে মুক্ত করিলেন]

বিশ্বকর্ম্মা। তোমার মঙ্গল হোক্। তবে এস সেনাপতি! আর আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌ছি না! কাজ কর্‌তে আমার হাত দু'খানা সুড়্‌সুড়্ কর্‌ছে, কাঁদ্‌তে আমার চোখদুটো ছলছল ক'রে উঠ্‌ছে, প্রতি নিশ্বাসে ভগবানের নাম কর্‌তে আমার জিবটা ক্ষেপে উঠেছে।

[অম্বরসহ প্রস্থান]

ময়। তবে যাও গুরু! স্নেহের তাড়নায় অধীর হ'য়ে সর্পদংশনের জ্বালায়। তবে দাঁড়াও গুরু! পাপ-সামর্থ্যের আপাতবিজয়ে বাধ্য হ'য়ে আত্মশক্তির প্রতিকূলে। তবে ডাক গুরু! প্রতি নিঃশ্বাসে—প্রতি

অশ্রুবিন্দুতে দয়াময় ভগবানকে। দিন আস্‌বে,—মায়ের অস্ত্র অব্যর্থ হ'য়ে রক্ত-তরঙ্গে ভাস্‌বে।

[প্রস্থান]

নরক। যাক্, এইবার তোমরা কি কর্‌তে চাও ?

কশ্যপ। সে কথা তো পূর্ব্বেই বলা হয়েছে রাজা ! তোমার যা ইচ্ছা, এরা তাতেই সম্মত।

নরক। আমার ইচ্ছা—না—তোমরা ততটা সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না। বরুণ ! ইচ্ছা ছিল, আমার মাকে এই বিশ্বরাজ্যের সিংহাসনে বসিয়ে তোমার দ্বারা তাঁর মাথায় ছত্র ধরাবো। কাজ নাই আর তাতে; দাও তোমার ছত্র, আমিই স্বহস্তে সে কার্য্য সাধন কর্‌বো। দেবমাতা ! তোমার দ্বারা আমার শস্যশ্যামলা মাকে অষ্টাভরণে সাজাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম; যাক্ আমার সে প্রতিজ্ঞা, দাও তোমার কর্ণের কুণ্ডল। এই দণ্ডই যথেষ্ট; দাও।

কশ্যপ। দেখ্‌ছো কি বরুণ ! কান্না কিসের অদিতি ! দুঃখে কাতর কেন তোমরা ? দুঃখই অনন্ত শান্তির সোপান—দুঃখই জগৎকে উন্নত করে—দুঃখই প্রতিমুহূর্ত্তে ভগবানকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দাও দেবি, কুণ্ডল ! দাও বৎস, ছত্র ! [কশ্যপের হস্তে অদিতির কুণ্ডল ও বরুণের ছত্রদান] নাও রাজা ! আমাদের আত্মবলি।

[কশ্যপ কুণ্ডল ও ছত্র নরকের হস্তে প্রদান করিলেন]

নরক। তোমার হাত কাঁপ্‌ছে কেন ব্রাহ্মণ ?

কশ্যপ। হাত কাঁপে নাই—শুধু আমার হাত কাঁপে নাই,—ঐ দেখ রাজা ! এই সঙ্গে তোমার মুকুট শুদ্ধ কাঁপ্‌ছে।

[অদিতি ও বরুণসহ প্রস্থান]

নরক। [মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন, পরে আত্মসম্বরণ করিয়া

দৃঢ়স্বরে বলিলেন] কাঁপুক্ মুকুট—টলুক্ আসন, আমি মাতৃপূজা কর্‌বো —মাকে চেনাবো—মায়ের ছেলে হবো। [প্রস্থানোদ্যত]

চতুর্দ্দশী। আমার দণ্ড।

নরক। তোমার দণ্ড চিরকৌমার্য্য।

[প্রস্থান]

চতুর্দ্দশী। পুরস্কার! পুরস্কার! শাস্তি নয়—শান্তি, অবহেলা নয়—আদর,—অভিশাপ নয়—বর।

গীত

আমি হবো না গো কারও দাসী।
আমার আপনার মাঝে এত প্রেমধারা, কেন না তাহাতে ভাসি॥
আমি সন্ধ্যার ফুলে কুঞ্জ সাজায়ে বিরহে পোহাবো রাতি,
আলি প্রভাত সমীরে ঢলিয়া পড়িব আপন মিলনে মাতি,—
কাঁদিব হাসিব নিমেষে নিমেষে, আদর অনাদরে কাঁপিব আবেশে,
চুম্বন আমি করিব শূন্যে তেরছ নয়নে হেসে,
মোর রসনার সনে হৃদয়ের রবে চির-ভালবাসাবাসি॥

[প্রস্থান]

———

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বর্গের কক্ষ

স্বর্গ একাকী পরিক্রমণ করিতেছিলেন

স্বর্গ। যুদ্ধে জয় হয়েছে; আমার বীর স্বামী বিজয়গর্ব্বে রাজ্যে ফিরে আস্‌ছেন। এ সময় তাঁর সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য—দেবতার পূজা, প্রাসাদ-তোরণে বাদ্যধ্বনি, কুলকামিনীদের নিয়ে অন্তঃপুরে উৎসব। কিন্তু পূজা করি কোন্ দেবতার? সবার চক্ষেই জল! বাজাতে বলি কোন্ যন্ত্র? যার ঝঙ্কার ষোল হাজার কুমারীর কান্নার সুরকে ছাপিয়ে উঠ্‌বে! উৎসব করি কাদের নিয়ে? যাদের সাহায্যে এই বিজয়লাভ, যাদের রক্তে এই গৌরব অর্জ্জন, তাদের অন্তঃপুরে আজ আর্ত্তনাদের হাট! এ জয় নয়—পরাজয়ের ভ্রূকুটী, আনন্দ নয়—বিষাদের আবছায়া, গৌরব নয়—ধ্বংসের কাষ্ঠহাসি! [ব্যথিতচিত্তে আসনে বসিয়া পড়িলেন]

গীতকণ্ঠে সখীগণ প্রবেশ করিল

সখীগণ।—

গীত

সাজালো বাসর।
অনেক দিনের পর আসে যে নাগর॥

ঐ যে দাঁড়ায়ে দূত অধরে হাসিটী হ'য়ে,
নাচে সে সু-সমাচারে আঁখি দুটী র'য়ে র'য়ে,
আগমনী-গীতিরব ঐ এলানোতে অনুভব,
বসন রাখে না বুক বাজায় কাঁসর।
ভেবে রাখ্ বিরহিনি কি ভাব দেখাবি আগে,
অভিমানে কাঁদাবি, না লুটাবি লো অনুরাগে,
থাক্ পূজা, হোক্ জাঁক, বাজুক্ সে কালা শাঁখ,
মুখ রাখ, গায়ে পড়া বারেক পাসর॥

স্বর্গ। ও—তোদের আমোদ পড়েছে বটে! হয়েছে তো? যা এখন।

১ম সখী। যাবো কি! আমাদের যে দিনরাত তোমার কাছে কাছে থাকতে বলেছে।

স্বর্গ। কে থাকতে বলেছে?

১ম সখী। তীর্থ।

স্বর্গ। কেন, আমি ক্ষেপেছি না কি? আর তাই যদি হই, তাতে তার এত মাথাব্যথা কিসের?

তীর্থ প্রবেশ করিল

তীর্থ। কি বল্‌লি? আমার এত মাথাব্যথা কিসের? ও—তা বল্‌বি বই কি? পরের মেয়ে কি না!

স্বর্গ। [অর্দ্ধ স্বগত] যা,—না তীর্থ! আমি তা বলি নাই।

তীর্থ। বলিস্ নাই? আমি যে দাঁড়িয়ে নিজের কাণে শুন্‌লুম রে!

স্বর্গ। কথাটা বলেছি বটে, তবে—

তীর্থ। চুপ। আমি কিছু বুঝি না ব'লে কি এত ন্যাকা, উল্টো বুঝিয়ে দিতে চাস্ ?

স্বর্গ। তীর্থ! তীর্থ! আমি অন্যায় করেছি, মনটার ঠিক ছিল না।

তীর্থ। তোর ঐ মনের ঠিক না থাকার জন্যই যে আমার এত মাথাব্যথা, তুই তার কি জান্‌বি? তোর মুখ ভার দেখ্‌লে আমার বুক ফেটে যায়,—তুই আপনার মনে দিনরাত ভাবিস্, আমারও খাওয়া গেছে—ঘুম গেছে—দিনকতক বাঁচবার সাধ ছিল, তাও আর নাই; তাই আমার এত মাথাব্যথা—তাই আমি তোর কাছে এদের ঠেলে গুঁজে পাঠাই। বলি, কাছে কাছে থাক্‌লে, দুটো কথাবার্ত্তা কইলেও সে আমার অনেকটা ঠাণ্ডা থাক্‌বে।

স্বর্গ। আমায় মার্জ্জনা কর তীর্থ! আমি—

তীর্থ। তোকে মার্জ্জনা? না—আর তা হয় না। আমি বুঝতে পেরেছি—তুই রাজার মেয়ে, আমি তোদের একটা চাকর।

স্বর্গ। ছিঃ, তুমি আমার পিতার চেয়েও—

তীর্থ। সে দিন আর নাই রে, সে দিন আর নাই! বাপের চেয়েও ছিলুম—যে দিন তুই আপনি খেতে শিখিস্ নাই, আমায় হাতে ক'রে খাওয়াতে হয়েছিল; চল্‌তে গিয়ে পড়ে যেতিস্, আমায় বুকে তুলে ঘুম পাড়াতে হয়েছিল। আর যে দিন তোর মা বাপ তোকে ছেড়ে জন্মের মত চ'লে গেল—পাঁচ বছরের ছেলে ধুলোয় প'ড়ে কাঁদ্‌ছিলি, আমায় সে ধুলো ঝেড়ে এই কলিজের ভিতরে জায়গা দিতে হয়েছিল। আজ আর আমি কেউ নই; আজ তুই আমার সর্ব্বস্ব হ'লেও আমি তোর কেউ নই,—চাকর—চাকর—পয়সার সম্বন্ধ!

স্বর্গ। তীর্থ! তীর্থ! আমার পতি-পুত্র পর হয়েছে, তার ওপর অভিমান ক'রে তুমি আর আমায় পিতৃ-মাতৃহীনা ক'রো না; আমি তোমার মেয়ে, হাতে ধরছি—দোষ ধ'রো না!

তীর্থ। যা—যা, আর অন্তরঙ্গ দেখাতে হবে না। আমার কি আর এক মুঠো ভাত জুটবে না? এখনও গতর খাটাতে পারবো, না হয় ভিক্ষে করবো; তাতেও না হয়, উবুড় হ'য়ে প'ড়ে মরবো। এ সংসারে আর থাকছি না। [সখীগণের প্রতি] এই, তোরা বেরিয়ে চ'। ওর সংসার, ওর রাজ্য,—ভাবুক্—কাঁদুক্, ওর যা খুসী করুক্; আমরা চাকর-চাকরাণী—আমাদের এত মাথাব্যথা কিসের? চ'—চ'—

[সখীগণসহ তীর্থের প্রস্থান]

স্বর্গ। তীর্থ! তীর্থ! যা—করলুম কি! আজ যথার্থই জগতে আমি একাকী! না—ও আমার জন্য প্রাণ ঢেলে এসেছে, ওকে আজ যেতে দেবো না; হাতে ধরেছি, পায়ে ধরবো—আত্মঘাতী হবো। [গমনোদ্যত]

শিশিরায়ণের প্রবেশ

শিশিরায়ণ। দাঁড়ান রাজকুমারি!

স্বর্গ। কে—শিশিরায়ণ! এ কি?

শিশিরায়ণ। আমি পদচ্যুত।

স্বর্গ। তুমি পদচ্যুত! বা—বা—বা!

শিশিরায়ণ। আমার বন্ধু শঙ্খনাদ বন্দী।

স্বর্গ। তাকে আবার বন্দী করলে কে?

শিশিরায়ণ। সম্রাট স্বয়ং।

স্বর্গ। চমৎকার! তারপর?

শিশিরায়ণ! অপরাধ—

স্বর্গ। অপরাধ কে জান্‌তে চাচ্ছে? তারপর কি চাও, বল?

শিশিরায়ণ। রাজকুমারীর একটু সাহায্য চাই বন্ধুকে উদ্ধার কর্‌তে।

স্বর্গ। আর সম্রাটকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিতে—কেমন?

শিশিরায়ণ। রাজকুমারি!

স্বর্গ। শিশিরায়ণ! তোমরাই একদিন ব'লে ছিলে নয়—'যাকে আদর ক'রে মাথায় তুলেছি, তাকে এক কথায়—যাক্‌ সে কথা। আমি তার প্রতিবাদ করেছিলাম ব'লে আমায় নারী ব'লে তিরস্কার করেছিলে; আজ তোমাদের সে বীরহৃদয় কোথায়? শিশিরায়ণ! পরের ক্ষতিতে হৃদয় দেখানো খুব সোজা; বোঝা যায় মহত্ব, যদি নিজের স্বার্থে হাত পড়ে।

শিশিরায়ণ। নিজের স্বার্থ নয় রাজকুমারি! আমি পদচ্যুত ঈশ্বর জানেন, সে অভিমান আমি স্বপ্নেও পোষণ করি না। কিন্তু আমার বন্ধু বন্দী, আমারই জন্য! এ স্মৃতি রাবণের চিতার মত আমার বুকের মধ্যে হু-হু ক'রে জ্বল্‌ছে! আমার ধৈর্য্য, মার্জ্জনা, ঈশ্বরে নির্ভরতা হৃদয়ের সমস্ত সদ্‌বৃত্তি পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে। তার জন্য আমি বিশ্বাসঘাতক—প্রভুদ্রোহী—পিশাচ—তুমি আমায় যে বিশেষণে বিশেষিত কর, আমি তাই; চাই আমার বন্ধুর উদ্ধার।

স্বর্গ। তোমার যেমন বন্ধু, আমারও তেমনি স্বামী। তুমি এসেছ কোথায় শিশিরায়ণ? দেবমন্দিরের চূড়া ভগ্ন কর্‌তে পূজারীর কাছে? মেঘগর্জ্জন নিবারণ কর্‌তে বিদ্যুতের সঙ্গে মন্ত্রণায়? ধূর্জ্জটীর রোষানল ব্যর্থ ক'র্‌তে শৈবলিনী গঙ্গার বারি ভিক্ষায়?

তোমার ভাবা উচিত ছিল—সূর্য্য কারো মুখ না চেয়ে নির্দ্দয় হ'য়ে সরোবর শুষ্ক করলেও দাঁড়িয়ে মরে, তবু তাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করতে পদ্মিনী কাকেও সম্মতি দেয় না। যাও শিশিরায়ণ! তোমার ঔদ্ধত্য ক্ষমা করলাম। জেনে যাও,—যাই করুন তিনি, তবু আমার স্বামী,—তোমার বন্ধু হ'তেও অনেক উচ্চে।

শিশিরায়ণ। রাগ করবেন না মহারাণি! একদিন এই স্বামীর বিরুদ্ধে আপনিই বিদ্রোহ করেছিলেন না?

স্বর্গ। ও—সেই আশাতেই বুঝি এতখানি এগিয়েছ? সেই সাহসেই আমার কাছে এ প্রস্তাব করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা কর নাই? তবে শোন শিশিরায়ণ! সে দিন আমি স্বামীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলাম, আমার জন্য নয়—আমার স্বামীরই মঙ্গলের জন্য।

শিশিরায়ণ। স্বামীর মঙ্গলের জন্য? তার জন্য এই জঘন্য হীনবৃত্তি ছাড়া কি অন্য উপায় ছিল না?

স্বর্গ। ছিল,—ক'রেওছিলাম। কত উপদেশ দিয়েছি—কত অনুনয় করেছি—আত্মহত্যা করতে গেছি, উচ্ছৃঙ্খল স্বামীকে স্ববশে রাখতে সাধ্বীর যতগুলো কর্ত্তব্য, একটাও বাকী নাই। ফল হ'লো না শিশিরায়ণ! তাই স্থির করেছিলাম—রোগী নিজে ঔষধ না খেলে তাঁর শুশ্রূষাকারিণীর ধর্ম্ম, তাঁকে জোর ক'রে খাওয়ান। ভুলে যাও সে সব কথা!

শিশিরায়ণ। ভুললে চলবে না মহারাণি! এখন যে তিনি আবার তা হ'তেও বিকারগ্রস্ত। তা না হ'লে, কে কোথায় আশ্রয়-শাখা নিজের হাতে কাটে? যদি প্রকৃতই তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হও, এখনও উপায় আছে,—তাঁর উত্তপ্ত মস্তিষ্ক শীতল কর।

স্বর্গ। কি ক'রে? আবার সেইরূপ প্রলেপ দিয়ে? সে সময়

গেছে শিশিরায়ণ! বিষ ব্রহ্মরন্ধ্রে মিশেছে, এখন আর ঔষধ-চিন্তা বৃথা; এখনকার একমাত্র ঔষধ, যা করেন জগদীশ্বর!

শিশিরায়ণ। ও—তা হ'লে দেখ্‌ছি জগদীশ্বর রাজমহিষীর ভাগ্যে বৈধব্যই স্থির করেছেন; আর তিনিও তাতেই প্রস্তুত।

স্বর্গ। কে আছিস্? না—থাক্, আর কাজ নাই তা ক'রে—ভাইয়ের মতন দেখে আস্‌ছি। যাও শিশিরায়ণ! সম্মুখ হ'তে, এখনই কি কর্‌তে কি ক'রে বস্‌বো!

শিশিরায়ণ। যাই, কিন্তু বুঝ্‌তে পারলে না রাজকুমারি! এসেছিলাম ঠিক ভাইয়ের মত তোমারই জন্য—তোমারই ঐ সিঁথির সিন্দুরটার মায়ায়,—ভবিষ্যতে ভগ্নীর মত অভিমান ক'রে কথায় কথায় বিঁধ্‌বে ব'লে। বড়ই অবজ্ঞা কর্‌লে রাণি! আর আমার কোন দোষ নাই। প্রস্তুত থাক সে দিনের জন্য—কল্পনা কর বৈধ্যব্যের বিকট মূর্ত্তি!

[প্রস্থান]

স্বর্গ। এ বালির বাঁধ নয় শিশিরায়ণ, যে জলের ঢেউয়ে ছড়িয়ে যাবে। আমার বৈধব্য তোমাদের রক্তচক্ষে হবে না; যদি হয়, একদিন তা হবে বিশ্বকর্ম্মার উদাস চাহনীতে—দেবমাতার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে—ষোড়শ সহস্র কুমারীর অবিরাম অশ্রুধারায়।

তীর্থ পুনঃ প্রবেশ করিল

তীর্থ। যেতে পার্‌লুম না রে, যেতে পার্‌লুম না।

স্বর্গ। তীর্থ! তীর্থ! তুমি এসেছ! আমি তোমার পায়ে ধর্‌ছি—

[স্বর্গ সত্যই তীর্থের পদধারণ করিলেন]

তীর্থ। ওঠ্‌ মা ওঠ্‌; পায়ে ধর্‌তে হবে না তোকে। অপমান কর্—তিরস্কার কর্—খুন কর্—তীর্থ বোধ হয় এ জীবনে

তোকে ছেড়ে আর এক পা কোথাও স'রে যেতে পার্‌বে না। যাবো কি রে! যাবার যোগাড় কর্‌তেই তোর মুখখানা মনে পড়্‌লো—চোখ ফেটে জল এলো; অন্ধকার দেখ্‌লুম—পথ পেলুম না।

স্বর্গ। তীর্থ! তীর্থ! আমি আর তোমার কোন কথার অবাধ্য হবো না। আর আমার কোন ভয় নাই; ভয় তো বজ্রপাত হবার? তা সে হ'য়ে গেছে। এবার আমি নির্ভয়! আবার আমি সংসার-সজ্জায় সাজ্‌বো—আবার নূতন খেলা খেল্‌বো—নির্ব্বাণোন্মুখ দীপশিখার মত আপনার হাসিতে আপনাকে বিদ্রূপ কর্‌বো। চল তীর্থ! তুমি আজ দাঁড়িয়ে থেকে, মনের মত ক'রে আমাকে সাজাবে।

তীর্থ। চ' মা, চ'। আমি অনেক দিন ঘুমুই নাই! আজ তোর কোলে মাথা রেখে খানিক ঘুমোবো।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বনপথ

শিশিরায়ণ ও ময়

শিশিরায়ণ। গোপন ক'রো না ময়! তুমি মথুরা যাচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের কাছে।

ময়। তা যদি বুঝে থাক, তবে তাই।

শিশিরায়ণ। বুঝেছি বই কি! তোমার ও নিঃশ্বাসের দম, উল্কার

মত চোখ, আর পা-দুখানার দৌড় দেখেই টের পেয়েছি, একটা খুব বড় রকমের ঘা খেয়েছ। সেখানে যাচ্ছ বুঝি নরকাসুরের বিরুদ্ধে আবেদন করতে ?

ময়। তাই যদি হয় ?

শিশিরায়ণ। কোন ভয় নাই, স্বচ্ছন্দে চ'লে যাও ; আমি বরং পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।

ময়। তুমি নরকের একজন সেনাপতি না ?

শিশিরায়ণ। সে সব ঘুলিয়ে গেছে ময়—ঘুলিয়ে গেছে। এখন তুমিও যা, আমিও তাই।

ময়। বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

শিশিরায়ণ। বুঝ্‌তে পার্‌লে না ? তোমার গুরু যেখানে বন্দী, আমার বন্ধুও সেই কারাগারে,—বুঝেছ ? তুমি ভেসেছ ভক্তির স্রোতে, আমি ডুবেছি ভালবাসার ঢেউয়ে। তুমিও যা নিয়ে মথুরায় চলেছ, আমিও তাই বুকে জ্বেলে গৈরিক জ্বালায় সারা ভুবন ছুটে বেড়াচ্ছি।

ময়। বা—বা—বা ! তবে তো দেখ্‌ছি, তোমার সঙ্গে আমার মাহেন্দ্রক্ষণে সাক্ষাৎ ! এ মিলন আমাদের দেখ্‌বার।

শিশিরায়ণ। নিশ্চয়—যেমন রাহুর সঙ্গে কেতু—অগ্নিকাণ্ডে ঝঞ্ঝা—দুর্ভিক্ষের উপর মহামারী।

ময়। তবে প্রতিজ্ঞা কর মর্ম্মাহত ! আমার সঙ্গে এইখানে এ মর্ম্মজ্বালার প্রতিশোধ নিতে হবে—এদের উদ্ধার করতে হবে—নরকের চক্ষে মড়কের বিভীষিকা দেখাতে হবে।

শিশিরায়ণ। ও সব প্রতিজ্ঞা অনেক দিন সেরে ফেলেছি ময় ! এর পর নূতন কিছু আছে তোমার ?

ময়। এর পর কর্ম্মক্ষেত্র। এস আমার সঙ্গে।

শিশিরায়ণ। কোথায় ?

ময়। আমি যেথা যাচ্ছি !

শিশিরায়ণ। মথুরা ? শ্রীকৃষ্ণের কাছে ?

ময়। হাঁ।

শিশিরায়ণ। আবেদন করতে ?

ময়। ক্ষতি কি ?

শিশিরায়ণ। দাঁড়াও, এটায় আমায় একটু ভাব্‌তে হবে।

ময়। কিসের ভাবনা ?

শিশিরায়ণ। দানব হ'য়ে মানুষের সিংহাসনতলে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াতে পারবো কি না ?

ময়। শ্রীকৃষ্ণ মানব ? কোথায় পেলে এ অনুভূতি ? যাঁর একটু মৃদু হাস্যে কত পাহাড় ফেটে করুণার অজস্র জাহ্নবী-ধারা জগতকে ধন্য ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে, যাঁর একটী দীপ্ত কটাক্ষে ক্ষমতার ক্ষিপ্ত অত্যাচার ছাই হ'য়ে ঘুরে ঘুরে অশ্রুর সমুদ্রে উড়ে এসে পড়্‌ছে, প্রেম-প্রবাহিনী যমুনা আজও যাঁর বংশী-নিনাদে উজান দিকে, তিনি মানব ? তা হ'লে দানব-বংশজ ময় কখনও তাঁর শরণ নিতে যায় ?

শিশিরায়ণ। ঠিক ; আর তা না হ'লেই বা উপায় কি ! আমায় দাঁড়াতেই হবে। আমার জন্য আমার বন্ধু বন্দী,—মানব তো মাথার মণি ! চল ময় ! এর জন্য আমায় পশু, পক্ষী, ভূত, প্রেত, রাক্ষস, যার কাছে নিয়ে যাবে চল ; আমি পায়ে ধরবো।

ময়। এস ! [উভয়ে গমনোদ্যত হইলেন]

শঙ্খনাদ প্রবেশ করিলেন

শঙ্খনাদ। শিশিরায়ণ!

শিশিরায়ণ। শঙ্খনাদ! ভাই—ভাই! তুমি মুক্ত?

শঙ্খনাদ। হাঁ শিশিরায়ণ! সম্রাট আমাকে মুক্তি দিয়েছেন।

শিশিরায়ণ। সম্রাটের জয় হোক্।

শঙ্খনাদ। এ জয়ধ্বনিতে আমি তোমার সঙ্গে যোগ দিতে পারলাম না ভাই! মুক্তির চেয়ে যদি তিনি আমার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতেন, আমি শত মুখে তাঁর জয় ঘোষণা করতাম। ওঃ—সে কি মুক্তি! সেরূপ মুক্তি বোধ হয় হীন কুক্কুরেও প্রার্থনা করে না। সম্রাটের সে সময়কার মুখখানা আমি ঠিক বর্ণনা করতে পারছি না শিশির! বিচারে নয়—ক্ষমায় নয়—তোমার পিতার অনুরোধে—আর ভবিষ্যতে এরূপ না হয়, তার জন্য তাঁকেই আমার প্রতিভূস্বরূপ রেখে।

শিশিরায়ণ। যাক্, যে প্রকারেই হোক্—যিনিই প্রতিভূ থাকুন, তুমি মুক্তি পেয়েছ, এই আমার যথেষ্ট!

শঙ্খনাদ। তোমার যথেষ্ট হ'লেও আমার বর্ম্মের অবশিষ্ট আছে শিশির! আমি আমার রক্ষাকর্ত্তাকে স্বাধীন করবো। চোরের মত রাতদিন কারো চোখে চোখে থাকতে দেবো না। তুমি ময়ের সঙ্গে মথুরা যাচ্ছিলে না? আমি দূর হ'তে শুনছিলাম। সুযুক্তি! চল, আর দাঁড়ালে চলবে না; চারিদিকে গুপ্তচর।

শিশিরায়ণ। আর তো যাওয়া হয় না সেখানে শঙ্খ! সেখানে যাচ্ছিলাম, শুদ্ধ তোমার উদ্ধারের আশায়। যে প্রকারেই হোক্, তোমায় যখন পেয়েছি, এইবার নূতন আশা নিয়ে নামতে গেলে আমার

স্বার্থপরতা হবে—জগৎ আমাকে প্রভুদ্রোহী ব'লে গাল দেবে—আমি কলঙ্কে ডুব্‌বো।

শঙ্খনাদ। যাক্—তোমার আর গিয়ে কাজ নাই। নিঃস্বার্থপরতার ধ্বজা ধ'রে এই জনহীন কান্তারে ব'সে থাক,—বুকভরা প্রভুভক্তি নিয়ে হৃদয়ের তাপে টগ্‌বগ্ ক'রে ফোটো,—অবিরাম চোখের জল ফেলে কীর্ত্তির একটা নূতন গঙ্গা ছুটিয়ে দাও। আমায় যেতে হবে ভাই—আমার প্রতিভূর মস্তকে শত্রুর খড়্গ ঝোলান।

[গমনোদ্যত]

অর্ব্বুদ উপস্থিত হইলেন

অর্ব্বুদ। আর কারো গিয়ে কাজ নেই ভাই! একটা কথা বলি শোন।

শঙ্খনাদ। বধির হ'য়ে গেছি দাদামশায়, অকৃতজ্ঞের একটা গর্জ্জনে। কাল যাকে আশ্রয় দিয়ে এত বড় করেছি—

অর্ব্বুদ। সে তো ব'লেই রেখেছিলুম ভাই! খাল কেটে কুমীর এনো না—পরকে আপনার ক'রে অন্দরে জায়গা দিও না—বাঘের মুখে বুকের রক্ত ধ'রো না,—ভবিষ্যৎ ভয়ানক! শুন্‌লে না; দু'জনেই সমস্বরে বল্‌লে—'ভবিষ্যৎ ভবিষ্যতে দেখা যাবে।' দেখ তবে! আজ চোখ বুজ্‌লে চল্‌বে কেন?

শঙ্খনাদ। মার্জ্জনা করবেন দাদামশায়! তখন তা ভিন্ন আর উপায় ছিল না। অবসর পেয়েছি, এইবার তার প্রতিকার।

অর্ব্বুদ। কাজ নাই আর তা ক'রে; যা হ'য়ে গেছে, হ'য়েই যাক্। ঠাণ্ডা হও,—এলোমেলো ছুটো না।

শঙ্খনাদ। তা হ'লে আপনি কি বল্‌তে চান, এই অত্যাচার গায়ে

মেখে জগতের বিদ্রূপ-দৃষ্টি হ'তে আপনাদিগকে লুকিয়ে পশুর মত নিশ্চেষ্ট হ'য়ে ব'সে থাক্‌বো ?

অর্ব্বুদ। দিন কতক ; হ'য়ে এসেছে,—পড়্‌লো বলে ! অত্যাচারের মাত্রা পূর্ণ ; আর দেরী নাই। বিশ্বকর্ম্মা বাড়ীতে এসে পাথর ভাঙ্গছে, বরুণের মাথার ছত্র ছিনিয়ে নিয়েছে, দেবমাতার কাণ হ'তে জোর ক'রে কুণ্ডল খোলা হয়েছে। আর বল্‌বো কি ভাই ! ষোল হাজার কুমারী আমার চোখের উপর,—আমি খুব সূক্ষ্ম দেখ্‌ছি—তারা প্রতি নিশ্বাসে ধ্বংসের বীজ ছড়াচ্ছে ; আর তাদের সমবেত আর্ত্তনাদে আমার মনে হয়—আকাশ ভেঙ্গে এই দণ্ডে দৈত্য-সাম্রাজ্যের মাথায় পড়্‌লো বুঝি ! সইবে না—সইবে না ! রাবণও দিনকতক গায়ের জোরে এই রকম করেছিল ; কোথায় সে আজ ? এ কারো সয় না ; তোমরা স্থির হও।

শঙ্খনাদ। দৈবকে আশ্রয় ক'রে ? না দাদামশায় ! আমরা দৈত্য-জাতি—পুরুষকার-পরায়ণ ; মর্‌বো—তবু কর্ম্ম ছাড়্‌বো না।

অর্ব্বুদ। তাই যদি কর্‌তেই হয়, তবে তোমরা শক্তি-উপাসক দৈত্যবংশধর—আবার একি কর্‌ছো ? পরের সাহায্য নিতে যাচ্ছো কেন ? পার—নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াও, আপনার ভাইদের ডাক, আপনাদের বংশগত আসন আপনাদের মুণ্ড দিয়ে বাঁচাও। দোহাই ভাই ! যা হ'য়ে গেছে, হ'য়ে গেছে ; আবার সেটা সামলাতে নূতন ফাঁদ ফেঁদো না। এতে যা হোক্, দিনান্তেও একটা নিশ্বাস ফেল্‌তে পাচ্ছি, তাতে তাও উঠ্‌বে—একেবারে দম বন্ধ হ'য়ে যাবে।

শঙ্খনাদ। বুঝি সব দাদামশায় ! কিন্তু পরের সাহায্য ছাড়া এখন আর আমাদের উপায় কৈ ? আমরা সকল দিকেই নিঃসম্বল।

আমরা আবার ডেকে পাবো কাকে ? আমাদের জন্মদাতা পিতারাই পর।

সৈন্যগণ সহ নরকাসুর উপস্থিত হইলেন

নরক। কোন চিন্তা নাই শঙ্খনাদ! কোথাও যেতে হবে না তোমাদের ; ধর আপন আপন অস্ত্র। [অস্ত্রদান] এই নাও তোমাদের নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্য। আমি আবার তোমাদের স্বপদে প্রতিষ্ঠিত কর্‌লাম। অর্থের আবশ্যক হয়, ধনাগারে যাও, ইচ্ছামত গ্রহণ কর, আমি অনুমতি দিচ্ছি। আর মুরকে যে তোমার প্রতিভূস্বরূপ আবদ্ধ রেখেছিলাম, তাঁর সে বন্ধন ছিন্ন কর্‌লাম,—তিনি মুক্ত। আর তো তোমাদের কোন অভাব, কোন প্রতিবন্ধক নাই ? বাস্—এইবার যথাসাধ্য বিদ্রোহ কর। ন্যায়-অন্যায় বাছ্‌তে হবে না, তোমাদের যেরূপ অভিরুচি, আমায় আক্রমণ কর ; ছলে, বলে, কৌশলে, যে প্রকারে পার, তোমাদের দেওয়া সিংহাসন তোমরা ফিরিয়ে নাও।

শিশিরায়ণ। একি কর্‌ছেন সম্রাট !

নরক। ঠিক কর্‌ছি শিশিরায়ণ! তোমাদের একটা চিরকেলে অভিমান, আমি সম্রাট শুদ্ধ তোমাদের অনুগ্রহে। সেই সাহসেই তোমরা আমার আদেশের অপেক্ষা না ক'রেই যখন তখন যা তা একটা ক'রে ব'সো। আমি তোমাদের সেই ভ্রমটা ভেঙ্গে দিতে চাই। দেখাতে চাই, আমি তোমাদের দয়ায় সম্রাট নই,—রাজলক্ষ্মী নিজে আমার হাত ধ'রে টেনে নিয়েছেন ; সুকৃতি স্বয়ং আমার মাথায় ছত্র ধরেছে,—সম্রাট হবার শক্তি আমাতে যথেষ্ট আছে। যে দয়ায় সম্রাট, তার সাম্রাজ্য তো বালির স্তূপের ওপর, তার শাসন তো ছেলেখেলা !

[প্রস্থান]

অর্ব্বুদ। যাও ময়! কোথা যাচ্ছিলে তুমি!

শঙ্খনাদ। অবাক্ ক'রে দিলে যে ভাই!

শিশিরায়ণ। কথাটা কিন্তু ঠিক। বড় কেউ কাকে কর্‌তে পারে না, যদি কারো বড় হবার ক্ষমতা না থাকে।

শঙ্খনাদ। এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি?

শিশিরায়ণ। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না যে ভাই! এ অপমান কি আদর?

অর্ব্বুদ। বুঝ্‌তে পার্‌বে না ভাই! এখন তোমাদের মাথা গরম। এ সময় কর্ত্তব্য ঠাওরাতে যেয়ো না, অকর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়াবে। চল, আগে দাদামশায়ের বাড়ীতে একটু ঠাণ্ডা হ'বে, তারপর এর যুক্তিটা না হয় তোমাদের দিদিমার কাছ থেকেই নেওয়া যাবে; তারও এ সব বিষয়ে দখল আছে।

[ময় ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

ময়। নিরস্ত হ'য়ো না ভাই! ভুলে যেয়ো না এ অপমানের দাহন, ভয় পেয়ো না কারো ভ্রূকুটীতে; আমি বিপুল শক্তি নিয়ে আস্‌ছি। তাই তো, কোন পথটা দিয়ে যাই? ঐ কারা যাচ্ছে না? ওরা মথুরা গেলেও যেতে পারে! যাই—ওদের সঙ্গেই যাই।

[প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

খেঁদির মা

খেঁদির মা। উচ্ছন্ন যাবে—উচ্ছন্ন যাবে—ভিটেয় ঘুঘু চর্‌বে। আমায় যারা এ দুর্গতি করেছে, তাদের আর কি বল্‌বো—হুঁ—হুঁ—হুঁ—সন্ধ্যে দিতে থাক্‌বে না। তাদের যে যেখানে আছে, লোকে তাদের এই দশা কর্‌বে। আঁটকুড়ির বেটা দত্যিরা কর্‌লে কি গা! রাণী কর্‌বো ব'লে নিয়ে এসে আমার মাথা মুড়িয়ে বনের মাঝে ছেড়ে দিয়ে গেল! ওরে—তোদের যে যেখানে আছে, তাদের মাথা খাই রে! আমি লোকের কাছে মুখ দেখাই কি ক'রে রে ড্যাকরারা! যে দেখ্‌ছে, আমার পিছু লাগ্‌ছে। ঐ বুঝি আবার আঁটকুড়ির ছেলেরা আস্‌ছে! আয়—আয়, আজ তোদের একদিন—কি আমার একদিন!

গীতকণ্ঠে বালকগণ উপস্থিত হইল

নৃত্যসহ বালকগণের

গীত

আ ম'রে যাই রাজার রাণী চৌদোল আনি রাজ্যে চলো।
রূপের চটক হায় গো তোমার ফাঁকায় কে আর দেখ্‌ছে বলো॥

খেঁদির মা। ওরে ভালখাকির ছেলেরা! যম তোদের ভুলে আছে না কি রে? তোদের মায়েদের কোলশূন্য হোক্ রে! তোরা নদীর ঘাট আলো কর্‌গে রে!

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

রসে নড়া দাঁতের গোড়া, দাঁড়িয়েছে নাক তেলো-কোঁড়া,
গাল দুটী ঠিক বেগুন পোড়া, গড়ন খানি সিট্‌কে মুলো।

খেঁদির মা। তবে রে! দাঁড়া তো, তোদের মুণ্ডু কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাই,—তোদের মায়েরা বাছা বাছা ক'রে বুক চাপ্‌ড়ে উপুড় হ'য়ে পড়ুক। [যষ্টি লইয়া তাড়া করণ]

বালকগণ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

গুণে সূর্পনখার সেরা, প্রেমের দায়ে মাথা নেড়া,
রাণী আমাদের প্রয়াগ ফেরা, নে ভাই সবাই পায়ের ধূলো॥

খেঁদির মা। এই দেখ দেখি, কি দুর্ম্মুখো ছেলে গো! এমন তো আমি বাবার কালেও কোথাও দেখি নাই। গাল দেওয়ায় ভয় নাই, মার খায়—দাঁত বের ক'রে হাসে, আর ধেই-ধেই নাচে। ওরে তোদের পায়ে কি আমি মাথা খুঁড়্‌বো রে! এই নে—এই নে—[মাথা খুঁড়িতে লাগিল] সুখে থাক্—তোরা সুখে থাক্,—ভগবান্ তোদের ভাল করুক্!

[বালকগণ নিরুপায় হইয়া প্রস্থান করিল]

খেঁদির মা। আমি গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো না কি গো? ঘেন্নায় যে আমার পিত্তি প'ড়ে গেল গা! আ—হা—হা! মিন্‌সে আমায় কত মানা করেছিল, রাণী হ'তে হবে না গো—রাণী হ'তে হবে না,—রাণী হওয়ার বেজায় ঝকমারী! এখন আমি বাড়ী

ফিরি কি ক'রে গো! ওগো কোথায় তুমি গো, আমায় নিয়ে যাও গো!

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান]

———

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

স্বপ্নোত্থিতা পৃথিবী

পৃথিবী। স্বপ্ন! স্বপ্ন! ভীষণ স্বপ্ন! এখনও আমার বুক কাঁপ্‌ছে! এখনও সেই বিভীষিকা চ'ক্ষের উপর দেখ্‌ছি। জেগেছি, তবু যেন আমি ঘুমিয়ে। একি স্বপ্ন! আমি যেন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ কর্‌লাম! ওঃ, গর্ভ-যন্ত্রণা কি অসহ্য! যথা সময়ে ভূমিষ্ঠ হ'লাম—চতুর্দ্দিকে শঙ্খধ্বনি! পিতামাতার স্নেহে বর্দ্ধিত হ'তে লাগ্‌লাম, —কি কঠিন সে মায়া-বন্ধন! তারপর—তারপর—আরও যেন মাঝে কত কি হ'য়ে গেল, বেশ স্মরণ হয় না। তবে শেষটা একটু একটু মনে পড়ে! কি ভয়ানক সে উপসংহার! আমার নরককে হত্যা কর্‌তে আমি যেন অন্যমনা হ'য়ে দাঁড়িয়ে কাকে অনুমতি কর্‌লাম! পলকে সব শেষ হ'য়ে গেল! চমক ভাঙ্গলো—চীৎকার ক'রে উঠ্‌লাম—ঘুম ভেঙ্গে গেল। একি অকল্যাণ! এ স্বপ্ন না আমার ভাগ্যের ভবিষ্য চিত্র?

গীতকণ্ঠে সত্যের আবির্ভাব

গীত

সত্য, অতি উজ্জ্বল, ধ্রুব, যা দেখেছো তুমি ঘুমে।
জাগরণই জেনো স্বপ্নক্ষেত্র অন্ধকার আশা-ধুমে ॥
সত্য তুমি সে সত্যভামা নিত্যপুরুষসঙ্গে,
ভুলিয়া পুত্রে কামনা-সূত্রে ভেসে আছ রসরঙ্গে,
ঘোর হাহাকার কার তারপর,
অজানা আমার—বলুক দ্বাপর,
সাবধান ধরা, কাঁদে চরাচর নাও গো তাদের চুমে,
মঙ্গল চাও, তুলিয়ো না শির, লুটাও এখনও ভূমে ॥

[অন্তর্দ্ধান]

পৃথিবী। সত্য, আমার দ্বাপরে অংশরূপে জন্মাবার কথা! সত্যই সে জন্মে শ্রীকৃষ্ণের রাজ-মহিষী হবার কথা! কিন্তু এ আবার কি কথা? মাতা হ'য়ে পুত্রহত্যায় পতিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ! স্বপ্ন! স্বপ্ন! এ সত্য হ'তে পারে না। স্বপ্ন—উত্তপ্ত মস্তিষ্কের ভ্রম—দৈনন্দিন চিন্তার বিকার। [আসন গ্রহণ]

নরকাসুরের প্রবেশ

নরক। মা! তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার স্নেহের পুত্র আজ বিশ্ব-বিজয় ক'রে এসে তোমার পাদপদ্মে প্রণাম করছে। [প্রণাম]

পৃথিবী। বেঁচে থাকো বাবা, শুদ্ধ বেঁচে থাকো,—এর অধিক কল্যাণকামনা আর মায়ের প্রাণে নাই।

নরক। ধর মাতা, দেবমাতা অদিতির কর্ণের কুণ্ডল; দেখ মাতা,

প্রচেতা বরুণের নয়ন-রঞ্জন বিচিত্রিত ছত্র ; আর ঐ দেখ জননি ! শিল্পী-প্রধান বিশ্বকর্ম্মা, আজ তোমার জন্য অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণে নিযুক্ত।

পৃথিবী। পুত্র ! পুত্র ! সার্থক তোমার জন্ম ! পবিত্র আমার গর্ভ ! বিশ্বকর্ম্মা ! কোথায় তোমার সে দেবত্বের গর্ব্ব ? মর এইবার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। তারপর, এরা কতদূরে পুত্র ?

নরক। কারা ?

পৃথিবী। দেবমাতা অদিতি, প্রচেতা বরুণ ?

নরক। এই ছত্র আর কুণ্ডল নিয়েই আমি তাদের মুক্তি দিয়ে এসেছি মা !

পৃথিবী। মুক্তি দিয়ে এসেছ ? ছত্র, কুণ্ডল নিয়েই সন্তুষ্ট হ'য়ে তাদের মুক্তি দিয়ে এসেছ—আমার বিনা সম্মতিতে ? সে আবার কি ?

নরক। হাঁ, মা ! বুঝ্‌লাম, এই দণ্ডই তাদের পক্ষে যথেষ্ট।

পৃথিবী। যথেষ্ট ! কিসে বুঝ্‌লে পুত্র ?

নরক। দেবমাতার প্রস্তর-মূর্ত্তিবৎ নিশ্চল দণ্ডায়মানে, বরুণের নির্ব্বাক আজ্ঞাপালনে, আর লোকপিতা কশ্যপের অসাধারণ আত্মত্যাগে।

পৃথিবী। গ'লে গেলে ? তা যাবে বৈ কি ? আমার সে দাঁড়ানোর ভঙ্গী তো দেখ নাই ! এ প্রাণের সে ভীষণ নীরবতা আজ তো তোমার অনুভবে আস্‌বে না ! পুত্রের জন্য মায়ের আত্মোৎসর্গ, সে তো আর ব'লে বোঝাবার নয় !

নরক। দীর্ঘশ্বাস ফেলো না মা ! জলভরা রক্তাভ-চক্ষে অমন মুহুর্মুহুঃ আমার মুখপানে চেও না—আমায় ঘৃণা ক'রো না। আমি তোমার জন্য জীবন দিতে ছুটেছি,—তোমার ঐ বিষাদক্লিষ্ট শীর্ণমুখে হাসির রেখাটী দেখ্‌বার জন্য কান্নার সমুদ্রে ডুবেছি,—তোমাকেই অগ্রভাগ দেবার জন্য বিশ্ব জুড়ে যজ্ঞানল জ্বেলেছি।

পৃথিবী। যজ্ঞ পূর্ণ হ'লো কৈ পুত্র? তুমি কি একটী মুহূর্ত্তের জন্য ভাব নাই, ছত্র কুণ্ডল নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ ছত্র ধর্‌বে কে? এ কুণ্ডল আমার কর্ণে পরাবে কে?

নরক। ভেবেছিলাম মা! সিদ্ধান্ত কর্‌লাম, সে কার্য্যের জন্য তোমার দাসানুদাস আমি আছি; আমার মাতৃপূজা আমি নিজে কর্‌বো, অন্যকে তার ভার দেবো ন',—দিলেও ঠিক হবে না।

পৃথিবী। ভুল বুঝেছ পুত্র! ও কার্য্য তোমার নয়, পূজা মাত্রেই যে তার পুরোহিত চাই।

নরক। এ পুরোহিতে কিন্তু আমার অহিতই হবে মা!

পৃথিবী। অহিত হবে কেমন ক'রে বুঝলে?

নরক। বুঝেছি মা! যে দণ্ডে মহাপ্রাণ কশ্যপ কম্পিতহস্তে আমার করে কুণ্ডল ছত্র দেন, আমি জিজ্ঞাসা করি,—'হাত কাঁপ্‌ছে কেন ব্রাহ্মণ?' তার উত্তরে সেই বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ ভগ্ন অথচ গুরুগম্ভীরস্বরে বল্‌লেন—'শুধু হাত কাঁপে নাই, ঐ দেখ রাজা! সেই সঙ্গে তোমার মুকুট শুদ্ধ কাঁপ্‌ছে!' আমি স্তব্ধ হলাম,—মুহূর্ত্তের জন্য অন্ধকার দেখ্‌লাম! বাস্তবিকই মা! শুধু মুকুট নয়, সেই তারস্বরের ঝঙ্কারে আমার মনে হ'লো, জগত শুদ্ধ আমার পায়ের নীচে থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌ছে!

পৃথিবী। ও—ভয় পেয়েছ?

নরক। না মা! ভয় কাকে বলে, তোমার পুত্র তা জানে না। তবে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, বল্‌লাম সে দিনের ঘটনাটা—এই মাত্র।

পৃথিবী। যাক্, আর কাজ নাই। বিশ্বকর্ম্মাকে বিদায় দাও। ধর তোমার দেবমাতার কুণ্ডল; এই নাও বরুণের ছত্র। যাদের জিনিষ ফিরিয়ে দিয়ে এস,—যাও। আর কথায় হোক্—কান্নায় হোক্—পায়ে

ধ'রে হোক্—যে প্রকারে পার, আমার পুত্র তুমি, এর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে এস।

নরক। ক্ষমা কর মা! আমি অন্যায় করেছি তাদের মুক্তি দিয়ে। মুখ তোল মা! মায়ের মত সেইরূপ ঢল-ঢল নীলাভ-চক্ষে আর একবার আমার পানে চাও মা! আমি সেই মহিমার দ্যুতিতে নবভাবে সঞ্জীবিত হ'য়ে শুধু তাদের কেন, জগতকে তোমার পায়ের তলায় এনে ধ'রে দিই।

পৃথিবী। পুত্র!

নরক। হয়েছ মা! আমি দৃঢ়, আমি স্থির। দেখ মা! আমি আবার তোমার সেই মাতৃভক্ত সুসন্তান। আমার দশা যা হবার হ'য়ে যাক্, তোমার আশার নিবৃত্তি হোক্। [গমনোদ্যত]

অলঙ্কার-পাত্রহস্তে বরুণসহ অদিতি
উপস্থিত হইলেন

অদিতি। আর আমাদের জন্য যেতে হবে না তোমায় নরক! আমি পুত্রের হাত ধ'রে নিজেই এসেছি। শুধু কুণ্ডল দিয়ে আমার তৃপ্তি হ'লো না, এই দেখ—তোমার মায়ের গৌরব আরও বৃদ্ধি করতে সকল স্থানের সকল অলঙ্কার সংগ্রহ ক'রে এনেছি। কৈ, দাও কুণ্ডল, আমি দাসীর মত একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে একে একে সাজিয়ে যাই। পৃথিবী! প্রসন্না হও। [পৃথিবীকে সাজাইতে লাগিলেন]

[নরক বিস্মিত হইয়া একদৃষ্টে পৃথিবীর মুখপানে চাহিয়া ছিলেন]

বরুণ। দেখ্‌ছো কি রাজা! আমরা দেবতা! কারো সাধ অপূর্ণ রাখি না। দাও আমায় ছত্র!

[পৃথিবীর মস্তকে ছত্র ধারণ]

চামরহস্তে প্রহরী-বেষ্টিতা কুমারীগণ
প্রবেশ করিল

পৃথিবীকে ব্যজন করিতে করিতে কুমারীগণের

গীত

আমরা যে কেনা দাসী।
দেখি যদি কারো কপালেতে ঘাম,
অমনি মুছাতে আসি॥
গেছে আমাদের যত অভিমান,
হ'য়ে আছি ভবে হাওয়ার নিশান,
ছুটুক মোদের নয়নে তুফান,
তোমাতে ফুটুক হাসি॥

পৃথিবী। কি দেবমাতা! আর বাকী কি?

অদিতি। সব হয়েছে, বাকীর মধ্যে এই নূপুর।

নরক। থাক্, ও আর তোমার কাজ নাই, আমায় দাও!

পৃথিবী। নরক! [ভ্রূকুটী করিলেন]

নরক। রক্ষা কর মা! যা করেছ—করেছ, আর পায়ে হাত দিতে দিও না।

অদিতি। ক্ষতি কি বাবা তাতে? মাথায় হাত দেওয়ার চেয়ে পায়ে হাত দেওয়ায় শান্তি আছে। পৃথিবী! আজ তোমার সব সাধ পূর্ণ। ভগবান! ভগবান্! এইখানটায় একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিই; বামন-অবতারে তুমি আমার পুত্র হ'য়ে জন্মগ্রহণ করে-ছিলে; কিন্তু ভুলেও আমার কোলে উঠ্‌তে চাইতে না—পাছে

আমার গায়ে পা লাগে। সেই আমি—সেই আমি—সেই আমি।

[নূপুর পরাইতে লাগিলেন]

চতুর্দ্দশীর প্রবেশ

চতুর্দ্দশী। আজ আমার প্রভাত গো! আজ আমার প্রভাত! হিঃ-হিঃ-হিঃ, হেসে নিই খানিক এই সময়,—খেলে নিই খানিক এই অবসরে,—দেখে নিই একবার ভাল ক'রে গরবিনী এই সোণার পৃথিবীটায়। জানি কি, সন্ধ্যায় আবার কে আসে? পূর্ণিমাই আসে, কি অমাবস্যাই আসে?

পৃথিবী। এস চতুর্দ্দশী, সত্যই আজ আমাদের প্রভাত! আমার স্মরণ আছে মা, সে ঘোর সন্ধ্যার কথা। যদিও সফল হও নাই, তবু জগতের মধ্যে একমাত্র তুমিই একটু আলোক দেখিয়েছিলে! আজ এই মধুময় প্রভাতে আমি তোমার সে সাধ পূর্ণ করবো।

চতুর্দ্দশী। কি করবে? আমার বিয়ে দেবে? তোমার ছেলের সঙ্গে? দূর! সকালে কি কখনও বিয়ে হয়? সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে, লগ্নও ব'য়ে গেছে। আর হয় না—আর হয় না! আমি সে জন্যে আসি নাই গো, সে জন্যে আসি নাই।

পৃথিবী। তবে কি জন্য?

চতুর্দ্দশী। বলি—তোমায় এত লোকে এত জিনিষ দিচ্ছে,—কেউ গয়না পরাচ্ছে—কেউ ছাতা ধরছে—কেউ চোখের জলে পা ধোয়াচ্ছে—আমার বাবা তো ঘরই ক'রে দিচ্ছে, তা আমি দু-একটা কিছু দেবো না?

পৃথিবী। তুমি আবার কি দেবে মা?

চতুর্দ্দশী। বেশী কিছু না, এই একটু সিন্দূর—আর একগাছি নোয়া।

পৃথিবী। তোমার দানই শ্রেষ্ঠ বালিকা! সিন্দূর কঙ্কনের তুল্য মূল্যবান রমণীর কাছে আর কিছুই নাই। দাও—আমি যত্নে ধারণ করি।

চতুর্দ্দশী। দাঁড়াও; তা হ'লে আমায় নিয়ে আস্‌তে হবে। আমি ও সব পাবো কোথা? আমায় একজন দেবে বলেছে।

পৃথিবী। কে সে বালিকা?

চতুর্দ্দশী। কর্ম্মফল! সে আবার কোথা হ'তে দেবে জান? সিন্দূরটুকু দেবে তোমার বৌয়ের কপাল থেকে তুলে, আর নোয়াগাছটাও তারই হাত থেকে খুলে।

নরক। কি বল্‌লে বালিকা! কোথা হ'তে দেবে?

পৃথিবী। ওর কথায় কাণ দিও না বাবা! ওকে আমি ছেলে বেলা হ'তে জানি। ও থাকে থাকে, আর এই রকম আল্‌গা কথা কয়। হয়েছে দেবমাতা?

অদিতি। হাঁ—হয়েছে; দর্পণে দেখে নাও।

পৃথিবী। আর দর্পণে দেখ্‌তে হবে না; যা হয়েছে, এই যথেষ্ট। একি দেবমাতা! তোমার এ সব অলঙ্কার কিসের?

অদিতি। রত্নের!

পৃথিবী। রত্নের? রত্নের? আমার সর্ব্বাঙ্গটা জ্বালা ক'রে উঠ্‌লো কেন?

চতুর্দ্দশী। জ্বল্‌বে গো—জ্বল্‌বে। একটু জ্বল্‌বে বৈ কি! ও রকম গয়না পর্‌তে গেলেই একটু জ্বালা সইতে হয়। যে গয়না পরালে, তার প্রাণে কতখানি জ্বালা বুঝ্‌ছো তো? একটু চোখ বুজে থাক, সেরে যাবে।

পৃথিবী। না—অসহ্য! অসহ্য! বিষের জ্বালা! প্রত্যেক অলঙ্কারে প্রত্যেক স্থানে যেন বৃশ্চিকদংশন কর্‌ছে! স্বর্ণ-নূপুরে পদতল দগ্ধ হ'য়ে গেল! কণ্ঠহার নয়, তীক্ষ্ণ ছুরিকা! মণিময় কীরিট মস্তকে পর্ব্বতের ভার নিয়ে বসেছে! এ আবার কি স্নিগ্ধ ছত্রতলে? মার্ত্তণ্ড! দ্বাদশ মার্ত্তণ্ড এক হ'য়ে আমার মাথায় আগুনের হল্‌কা ছড়াচ্ছে! ও কি? কুমারীগণের কপোল বেয়ে ও আবার কি? অশ্রুরেখা —না কালসর্প? জ্বলে ম'লাম—জ্বলে ম'লাম! আমার চারিদিকে রোষ-বহ্নি! পৃথিবী জুড়ে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়! ক্ষান্ত হও কুমারীগণ! রেখে দাও বরুণ—তোমার ছত্র; এই নাও অদিতি—তোমার অলঙ্কার।

[অলঙ্কার উন্মোচন করিতে করিতে প্রস্থান]

নরক। মা—মা!

চতুর্দ্দশী। আ-হা হা! কর কি গো—কর কি! পর্‌লে, দু-দিন চোখ কাণ বুজে প'রেই থাক! সঙ্গে সঙ্গেই—দাঁড়াও—দাঁড়াও! আমি এ সব গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি; কাছে থাক্‌লেও সময়ে কাজে লাগ্‌বে।

[অলঙ্কারপত্র লইয়া প্রস্থান]

বরুণ। সাধ পূর্ণ হয়েছে তো রাজা! রেখে দাও ছত্র।

[প্রস্থান]

অদিতি। আসি তবে বাবা! তোমার মঙ্গল হোক্!

[প্রস্থান]

নরক। কুমারীদের মণিপর্ব্বতে নিয়ে যাও প্রহরি! সেইখানেই এদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করা গেছে! অর্ব্বুদ সেখানে তোমাদের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছে। যাও—খুব সতর্ক থাক্‌বে।

[প্রস্থান]

কুমারীগণ ।—

পূর্ব্ব গীতাংশ

কে আর দেখিবে দেখ হৃদে তুমি,
পদতল হ'তে স'রে যায় ভূমি,
তবুও চলেছি সকল ভুলেছি,
শুনিতে তোমার বাণী ॥

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

নির্জ্জন কক্ষ

নির্ব্বাণ

নির্ব্বাণ। আমি আবার আমার হবো। কর্ম্মনাশার কুটীল স্রোতে গা ভাসিয়ে বহুদূরে এসে পড়েছি; সংসার আমায় ভেল্কি দেখিয়ে খুব টেনে এনেছে। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ-ঘটন-পটীয়সী গৃহিণীর মত মায়া আমায় আপনা হ'তে চমৎকার পৃথক্ ক'রে দিয়েছে! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি। আর নীচের দিকে নামা হবে না, উজান বেয়ে উঠ্‌বো। আর সংসারের প্রভুত্ব মান্‌বো না, জীবন ভোর যুঝ্‌বো। আর মায়ার তুরীতে নাচ্‌ছি না, তার সকল উত্তেজনায় জল দিয়ে আমি আবার আমাতে মিশ্‌বো।

চতুর্দ্দশী উপস্থিত হইল

চতুর্দ্দশী। মুখে বলা খুব সোজা গো, মুখে বলা খুব সোজা! কাজে দেখিয়ে দিতে পার? তবে জানি বীরপুরুষ।

নির্ব্বাণ। কে তুমি বালিকা?

চতুর্দ্দশী। আমি? আমি কেউ নই গো—আমি কেউ নই! আমি আমার।

নির্ব্বাণ। তুমি তোমার? চমৎকার! তবু তোমার পরিচয়?

চতুর্দ্দশী। তা হ'লেই তুমিও তোমার হয়েছ আর কি! এর বেশী আর কি পরিচয় দিই বল দেখি? বাবার নাম কর্‌বো? মাকে টেনে আন্‌বো? কুলের কথা বল্‌বো? তা হ'লে আর আমি আমার রইলুম কোন্‌খান্‌টায়?

নির্ব্বাণ। ও—

চতুর্দ্দশী। ও কি! চম্‌কে উঠ্‌লে যে? বুঝ্‌তে পেরেছ? সব মুছে দিতে হবে। চোক কাণ বন্ধ কর্‌তে হবে, মন নিয়ে উতলা হ'তে হবে। এত ক'রে তবে যদি কখনও পার তুমি তোমার হ'তে। আমি কি কম করেছি!

নির্ব্বাণ। বুঝেছি বালিকা! অভিমানের খোলস্ থাক্‌তে তা হয় না; জগতের সঙ্গে ঘুণাক্ষরে সম্বন্ধে রাখ্‌তে গেলে আর আপনাকে হাত্‌ড়ে পাওয়া যায় না। কাজটা নিতান্ত সহজ নয়।

চতুর্দ্দশী। বড় কঠিন গো—বড় কঠিন! দেখ্‌তে পাচ্ছি—চোখের ওপর সুপথ কুপথ আলাদা, তবু কুপথ ছাড়া সুপথে পা-টী ফেল্‌বার উপায় নাই। চিনি আমি সুধা গরল সব রকমই, তবু গরল খেয়ে মর্‌বো, সুধার কলসীতে হাত দেবো না। বুঝ্‌তে পার্‌ছি বেশ—

আমার কেউ নয়, আমার শুদ্ধ আমি, তবু আমার ঘর—আমার মান—আমার বাবা—আমার মা! একি কম কথা!

নির্ব্বাণ। বালিকা! তুমি বালিকা নও; এলে যদি চৈতন্যরূপিণী মহাশক্তি আপনা হ'তে অব্যবহার্য্য বীণার তারে ঝঙ্কার তুল্‌তে, উন্মুক্ত ক'রে দাও আমার কর্ম্মের দ্বার, শক্তি দাও আমায় সে মহাসাধনার, ব'লে দাও—কোন্ পথে গেলে আমি আমার হই?

চতুর্দ্দশী। লাফ দিও না—লাফ দিও না, পা ভেঙ্গে যাবে; সিঁড়ি ধর। তুমি তোমার হবে যদি,—আগে তুমি আর একজনের হও। ছেলে প্রথম দাঁড়াতে শেখে একটা কিছু ধ'রে।

নির্ব্বাণ। আমি কি ধরি বালিকা? ধর্‌বার যে কিছুই দেখ্‌ছি না। যাদের আমি এতদিন ধ'রে আস্‌ছি, তারাই আজ আমায় গলাধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিয়েছে। আমার বুক কাঁপ্‌ছে!

চতুর্দ্দশী। বুক কাঁপ্‌লে তো চল্‌বে না! উজান দিকে যেতে হ'লেই কারো বংশীধ্বনি শুন্‌তে হবে। যুদ্ধে নাম্‌তে হ'লেই উপযুক্ত সারথি চাই। কালসাপিনী মায়ার মাথা খাবে যদি, ঈশের মূল খোঁজ—ঈশের মূল খোঁজ।

নির্ব্বাণ। বালিকা—

চতুর্দ্দশী। ভাবো—ভাবো—তলিয়ে যাও।

নির্ব্বাণ। বালিকা! ভেবে দেখ্‌ছি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া এ যুগে আর ধর্‌বার বস্তু নাই।

চতুর্দ্দশী। পেয়েছো—পেয়েছো—পেয়েছো! আর কি! কাজ তো তোমার হাল্কা হ'য়ে গেছে। আগে কায়মনে তার হও। যদি ঠিক্ ঠিক্ হ'তে পারো, দু'দিন পরে দেখ্‌বে—সেও যে, তুমিও সে,—সব এক; তখন আর ধর্‌বার পথ পাবে না, কর্‌বার কাজ থাক্‌বে না, কাকেও

চিনিয়ে দিতে হবে না। আপনি দেখ্‌তে পাবে—তুমি আর কারো নও, চমৎকার আপনার হ'য়ে গেছো।

গীত

তুমি যদি তোমার হবে আগে তাতে মিশে যাও।
কোথায় তুমি—বল কেঁদে—আমায় তোমার ক'রে নাও ॥
আপনা হ'তেই সাগর পাবে নদী ধ'রে দাও সাঁতার,
সহজ কত ভাঁটায় ভাসা হাঁটা পথে ওঠা ভার,
পড়্‌বে যখন সীমার শেষে, দেখ্‌তে পাবে স্বপ্নাবেশে,
কোথায় নদী কোথায় সাগর সবই জলের একাকার,—
তোমায় নিয়ে আছ তুমি, নিজেই নিজের লীলাভূমি
আপন গাঁথা বিশ্ব-গীত আপন তালে আপনি গাও ॥

আমার কথাটী ফুরুলো, নটে গাছটী মুড়ুলো,—পার তুমি এগিয়ে যাও, না হয় ফেরো মাথা খাও।

[প্রস্থান]

নির্ব্বাণ। এগিয়ে যাবো—এগিয়ে যাবো, ফির্‌বো না—এগিয়ে যাবো। পেয়েছি সম্মুখে পরিষ্কার পথ, কেটেছে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার দিশে, দেখ্‌ছি অদূরে মহিমার মন্দির! ঐ সেই ভক্তি-প্রবাহিনী তপনতনয়া যমুনা! ঐ তার তটে কর্ম্ম-কুসুমিত পুণ্যতরু কদম্ব— ঐ তার তলে জ্ঞানময়ী রাধার ধ্যানে জাগ্রত প্রেমময় শ্যামতনু— জগতের একমাত্র চিন্তা! হৃদয়েশ! আর কেন,—বাঁশরী বাজাও! অসুরের কলুষিত আত্মা ঐ সুরে ছেয়ে ফেল,—আমায় তোমার ক'রে নাও।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

দুর্গ

রাজ-মিস্ত্রীগণ ও যোগারদারণীগণ

গীত

যোগাড়দারণীগণ।—হাত চালা—চল্‌বে না ফাঁকি, কাজের বাকী অনেক দূর।
রাজ-মিস্ত্রীগণ।— দরকার মত পাই না যোগাড়, করিস্ কেবল ঘুর্-ঘুর্-ঘুর্॥
যোগাড়দারণীগণ।— মুখটা তোদের দড় যেমন গতরটা কৈ নড়ে,
কুঁড়ের মজুর কোঠায় উঠে আছিস্ হাঁ ক'রে,
রাজ-মিস্ত্রীগণ।—দেখ্‌তে পারিস্ পাথর গেঁথে, থাকিস্ ফাঁকে আড়ালেতে,
ফিক্ বেদনা ধ'রে যাবে সরু কোমরে,—
যোগাড়দারণীগণ।— হাঁফ ছেড়ে নে বাড়্‌বে বল,
রাজ-মিস্ত্রীগণ।— এই চালেতেই রসাতল,
যোগারদারণীগণ।— গাঁথনী যেন হয় না আল্‌গা, মসলা ঢালো ভরপুর।
রাজ-মিস্ত্রীগণ।— সামলাতে তা নার্‌বে যাদু, বইতে উঠ্‌বে কান্নার সুর॥

[প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মার প্রবেশ

বিশ্বকর্ম্মা। [উদ্দেশে] দেখ্‌ছো? দেখ্‌ছো? তুমি দেখ্‌ছো—আমি পাথর গাঁথছি? মাথার ঘাম পায়ে ফেলে গড় কাটছি, দৈত্যের চাবুকে পিঠ পেতে উঠ্‌ছি আর বস্‌ছি। বেশ স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছো তো? পাও নাই—পাও নাই! তোমার মহান্ দৃষ্টি এখনো এতদূর নীচে নেমে আসে নাই! কিন্তু এবার আস্‌তে হয়েছে। ভিতরের

শ্বাস ভিতরে রেখে মুখে হাস্‌বো কত দিন! দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে দৈত্যের অভ্যর্থনা কর্‌বো কত দিন? এ কদর্য্য অন্ধকারে ব'সে চোখ নিয়ে কাণা সেজে থাক্‌বো কত দিন? ভগবান্! ভগবান্! একবার বিশ্বকর্ম্মার পানে চাও, আমাদের চোখে চোখে মিলন হ'য়ে যাক্, আমি দুঃখের গলা আরও দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে ধরি।

নরকাসুর উপস্থিত হইলেন

নরক। বিশ্বকর্ম্মা!

বিশ্বকর্ম্মা। কি কর্‌লে—কি কর্‌লে ভগবান্! এ আবার কাকে এনে সম্মুখে ধর্‌লে? তোমার সেই করুণা-পূরিত মনোহর মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে—একি!

নরক। বিশ্বকর্ম্মা!

বিশ্বকর্ম্মা। তোমার সে হৃদয়-মাতানো বীণার ঝঙ্কারের পরিবর্ত্তে এ কার কর্কশ স্বর?

নরক। এত উতলা কেন বিশ্বকর্ম্মা?

বিশ্বকর্ম্মা। আমি কি এতক্ষণ স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম প্রভু! তাই যদি হয়, সেও যে সুখ-স্বপ্ন! কেন তাকে অসময়ে ভেঙ্গে দিলে ভগবান্!

নরক। আমি কে, দেখ্‌ছো বিশ্বকর্ম্মা?

বিশ্বকর্ম্মা। তুমি! তুমি! খুব দেখ্‌ছি, আর দেখা দিতে হবে না; স'রে যাও—স'রে যাও।

নরক। কাকে কি বল্‌ছো পাগলের মত!

বিশ্বকর্ম্মা। ঠিক বল্‌ছি, তোমাকে—নরককে। আমার চোখের দোষ হয় নাই, স'রে যাও। কেন বল্‌ছি—জানো? তোমাকে দেখ্‌লে আমার হাতের যন্ত্র কাঁপে, গাঁথনি আল্‌গা হ'য়ে যায়, মসলা-

পত্তর, মন, মাথা, সব বিগ্‌ড়ে ওঠে, বুঝেছ? কেন এলে তুমি এ কাজের সময়?

নরক। দেখ্‌তে এলাম কার্য্যের কতদূর?

বিশ্বকর্ম্মা। ও—পাহারা দিতে এসেছ! দেখ্‌তে এসেছ, বিশ্বকর্ম্মা কাজ কর্‌ছে, না ফাঁকি দিচ্ছে! ও তোমায় দেখ্‌তে হবে না, যাও—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমোওগে; আমি কাজ সেরেই তোমায় জাগাবো।

নরক। নিদ্রার সঙ্গে সম্বন্ধ আমি রাখি না বিশ্বকর্ম্মা! তুমি আমায় আর কি জাগাবে? আমি জেগেই আছি। তোমার ঘুম ভাঙ্গানোর অর্থ তো আমায় চৈতন্য দেওয়া? আমি শ্রীচৈতন্য নারায়ণের পুত্র।

বিশ্বকর্ম্মা। শ্রীচৈতন্য নারায়ণের পুত্র তুমি নরক!

নরক। তাতে বিস্ময়ের কি আছে বিশ্বকর্ম্মা? নরক তোমাদের বন্দী ক'রে কৃতকর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করাচ্ছে, অভিমানে আগুন দিয়ে চৈতন্যের বিকাশ ক'রে দিচ্ছে,—সে সৃষ্টির ঘৃণ্য? তার নারায়ণের পুত্র হওয়া আশ্চর্য্য? বিশ্বকর্ম্মা! ঈশ্বর যে সর্ব্বরূপে প্রকটিত। ঘৃণা, পূজা দুই নিয়েই তিনি; আলোক অন্ধকার উভয় পার্শ্বের মাঝখানে তিনি। মাতৃস্তন্যে সুধারূপে তাঁর শক্তি, আবার ঔষধে বিষরূপে তাঁরই তেজঃ। ঘৃণ্য আমি নই, ঘৃণা তোমাদের হৃদয়ের ধর্ম্ম; আর তারই পরিণাম এই।

বিশ্বকর্ম্মা। মন্দ কি! কৈ, আমি তো পরিণামের জ্বালায় একমুহূর্ত্ত ছট্‌ফট্‌ করি নাই! অপরাধী ব'লে একটী বারের জন্য তো তোমায় পায়ের তলায় আছ্‌ড়ে পড়ি নাই? পরিণামের দেওয়া এ গাধার খাটুনি খাট্‌তে তো আমার বিন্দুমাত্র আলস্য নাই। নরক! তোমায় ঘৃণা করার পরিণাম যদি এই হয়, এ যন্ত্রণা আমার শাস্তি।

নরক। তা হ'লে এতক্ষণ আপনার মনে আকাশ-পাতাল ভাব্‌ছিলে কি ?

বিশ্বকর্ম্মা। ভাব্‌ছিলাম—তোমার পরিণাম কি ?

নরক। আমার পরিণাম ভেবো না বিশ্বকর্ম্মা! পাগল হ'য়ে যাবে। যার উৎপত্তি একটা মীমাংসাহীন তর্ক, তার পরিণতি অন্ধকার—অন্ধকার—সূচীভেদ্য অন্ধকার।

বিশ্বকর্ম্মা বিশ্বকর্ম্মার সূক্ষ্মদৃষ্টি অন্ধকার ভেদ কর্‌তে জানে।

নরক। জানে ? কি দেখ্‌লে ?

বিশ্বকর্ম্মা। বল্‌বো ? না—বল্‌বো না—যাও। আমায় তো ভাগ্য গণাতে আন নাই ! না—না, শোন—শোন ; বল্‌বো বই কি ! বল্‌বার জন্য আমার প্রাণখানা ছট্‌ফট্ কর্‌ছে, আর চেপে রাখ্‌তে পারছি না। নরক ! তোমার জীবনের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। ঐ দেখ, সেই অন্ধকারে খুব স্পষ্ট—খুব সত্য,—দেবমাতা অদিতি—যার কাণ হ'তে কুণ্ডল খুলে নিয়েছ, সে তোমার নাড়ীগুলো নিয়ে গলায় সাতনর দোলাচ্ছে। প্রচেতা বরুণ—যার মাথা হ'তে ছাতা কেড়ে নিয়েছো, সে ভীষণ তাতে গলদঘর্ম্ম হ'য়ে তোমার মাথার খুলিটা নিয়ে সমুদ্র হ'তে জল তুলে সারা জীবনের পিপাসা মেটাচ্ছে। আর বিশ্বকর্ম্মা—সে কি কর্‌ছে জান ? ঐ দেখ—সে তোমার রক্তমজ্জায় মিশিয়ে গাঁথনির একটা নূতন মসলা তৈরী কর্‌ছে। সাবধান—সাবধান—সাবধান !

নরক। [মুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হইলেন, পরে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন] কাকে সাবধান কর্‌ছো বিশ্বকর্ম্মা ? আমায় ? তোমাদের ভয়ে ? জেগে স্বপ্ন দেখ্‌ছো তুমি ! আমি যার জন্য সাবধান হবো, তিনি আমার পিতা, আমার মৃত্যু-বাণ আমার হাতে। জগতের ভ্রূকুটীতে উদ্যমহীন আমি নই। উপস্থিত তোমায় সাবধান করি, ওরূপ অন্যমনস্ক

থাকলে চল্‌বে না—কোন অভাব অভিযোগ শুনবো না—ও স্বার্থের কান্না দেখ্‌বো না ; এক সপ্তাহ্ সময় দিলাম, এর মধ্যে আমার দুর্গ সম্পূর্ণ চাই। সাবধান—

[প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মা। ভগবান্! ভগবান্! কোথায় তুমি? দেখ—আমি কাঁদ্‌তে পাবো না—ভাব্‌তে পাবো না—তোমায় পর্য্যন্ত ডাকৃতে পাবো না। বিশ্বকর্ম্মা! স্থির কর, কি কর্‌বে! সপ্তাহ মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ ক'রে দেবে, না দৈত্যের রোষানলে দাঁড়িয়ে পুড়্‌বে? আদেশপালন, না ইষ্ট-স্মরণ? ভাব—ভাব!

পূজাপাত্র হস্তে লইয়া স্বর্গ আসিলেন

স্বর্গ। বাবা!

বিশ্বকর্ম্মা। না—আদেশপালন। শেষটা আর বাকী থাকে কেন? আদেশপালন আর সেই সঙ্গে ইষ্টস্মরণ,—কান্নার সঙ্গে হাসি।

স্বর্গ। বাবা!

বিশ্বকর্ম্মা। কে? মরুভূমে সুধার ধারা ছড়ানোর মত নরক-নির্য্যাতনের মাঝখানে বিশ্বকর্ম্মাকে বাবা ব'লে ডাকে কে?

স্বর্গ। বাবা! আমি স্বর্গ।

বিশ্বকর্ম্মা। স্বর্গ! স্বর্গ! নরকের পাশে স্বর্গ! বাহবা—বাহবা! ভগবান্! তুমি চমৎকার!

স্বর্গ। আমি তোমার কন্যা।

বিশ্বকর্ম্মা। না—না, হবে না—হবে না—যাও, আমি আর মেয়ের বাবা হ'তে পার্‌বো না। আর আমার দুর্গনির্ম্মাণ কর্‌বার সামর্থ্য নাই। এই এক দুর্গেই আমার কোমর ভেঙ্গে গেছে।

স্বর্গ। কিছু করতে হবে না বাবা তোমায় এ মেয়ের জন্য ; তুমি শুদ্ধ একবার পিতার মত স্থির হ'য়ে দাঁড়াও, আমি কন্যার মত তোমার পূজা ক'রে যাই।

বিশ্বকর্ম্মা। পূজা! আমার পূজা! আজও কি বিশ্বকর্ম্মা জগতে পূজ্য? এখনও কি ঋত্বিকগণ যজ্ঞকুণ্ডে আমায় আহুতি দেয়? দেবতার পরিচয়পত্রে এখনও কি বিশ্বকর্ম্মার নাম উল্লেখ আছে? নাই—নাই! যদিও থাকে, পাতা ছিঁড়ে দাও। যাও, আমি আর ও পূজা নেবো না। আমার পূজা এখন অপমান—তিরস্কার—পদাঘাত ; আমি অতি হীন—অতি ক্ষুদ্র—অতি ঘৃণ্য।

স্বর্গ। তুমি যত হীন—যত ক্ষুদ্র—যত ঘৃণ্য, আমার কাছে তত পূজ্য—তত আদরের—তত ভক্তির। তুমি এ পর্য্যন্ত কন্যার পিতা হ'য়েই আস্‌ছো, পিতার কন্যা কখনও দেখ নাই ; তাই তোমার এ আত্মগ্লানি! বন্দী হয়েছ, ক্ষতি কি! আমি তোমায় মুক্তির পথ দেখাচ্ছি। দেবত্ব হারিয়েছ, দুঃখ কি! স্বর্গ তোমায় পূজা করছে। পরিশ্রম করতে হচ্ছে? হ'লোই বা! এস বাবা! ব'সো এই আসনে। [আসন বিছাইয়া দিলেন] যমুনার মত শান্ত প্রবাহে আমি তোমার পদ ধৌত করি, সন্ধ্যার মত ধীর ব্যজনে সন্তপ্ত ললাটের স্বেদ মুছিয়ে দিই, সামবেদের মত সরসকণ্ঠে অতীত যুগের মহিমা শোনাই।

বিশ্বকর্ম্মা। বসালে—বসালে ; আর আমায় দাঁড়িয়ে থাকতে দিলে না। কে এ বালিকা? যেই হোক্, এর মুখখানা মায়ের মত, এর কথাগুলো শিশুর কাকলীর মত, এর দেহে জ্যোৎস্নার মত হাসি ছড়ানো। এর আগাগোড়া সবটা একটা দীর্ঘ অফুরন্ত শরীরী সুখ-স্বপ্নের মত। এ আমায় বসালে! [উপবেশন]

স্বর্গ। তবে ঘৃণা ক'রো না বাবা, দেবতা তুমি—দৈত্যকন্যার পূজা ব'লে! [পদপ্রান্তে উপবেশন ও পূজা ও অর্ঘ্যদান]

অন্তরীক্ষে দেববালকগণের আবির্ভাব

দেববালকগণের

গীত

মা তোর পূজা করছি মোরা আকাশ হ'তে অশ্রুজলে।
নরকাবরণে গো তুই নূতন স্বর্গ মহীতলে।
সাগরপ্রমাণ অন্ধকারে দিশেহারা সৌদামিনী,
জ্বালার মাঝে শান্তিময়ী বল্ মা গো তুই কোন্ রাগিণী,
নাইগো মোদের কিছুই আজ,
পূজায় মা তোর পাই গো লাজ,
আশীষ করি, মুখ দেখে তোর যেন কঠিন পাষাণ গলে।

[অন্তর্দ্ধান]

স্বর্গ। পূজায় অনেক ত্রুটী থেকে গেল বাবা। তোমার তুষ্টি এ ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগোচর। দাসীর প্রণাম গ্রহণ কর। [প্রণাম]

বিশ্বকর্ম্মা। বরং বৃণু! বরং বৃণু! খুব হয়েছে, আর না,—বর নে মা, বর নে।

স্বর্গ। বর! আমি কে জান?

বিশ্বকর্ম্মা। কিছু জান্‌তে চাই না। পূজা করেছিস্—আমি সন্তুষ্ট হয়েছি; যেই হোস্—বর নে।

স্বর্গ। আমি নরকের স্ত্রী।

বিশ্বকর্ম্মা। নরকের স্ত্রী! নরকের স্ত্রী স্বর্গ! যাক্—গঙ্গাজলে আমার সে সব ধোয়া গেছে; তোর ঐ চন্দনের প্রলেপে মনের যা কিছু চাপা গেছে, ফুলের ঘায়ে বিশ্বকর্ম্মার বিষ-দাঁত ভাঙ্গা গেছে। বল্ মা, তুই কি চাস্? আমার বর অন্যথা হবে না। যাক্ আমার ইহকাল—থাকি আমি জীবনভোর দুর্গনির্ম্মাণে; তোর সিঁথির সিন্দূর, হাতের নোয়ার অক্ষয় কামনা করিস্।

স্বর্গ। কামনা নিয়ে তো আমি পূজা করি নাই বাবা! পূজা করেছি শুধু পূজার জন্য। সিঁথির সিন্দূর—হাতের নোয়া সে সব আমি এক ঘুমে অনেক দিন হারিয়ে ফেলেছি; তার জন্য দুঃখও নাই। আমরা দৈত্যললনা—ওতো আমাদের ধূলা-খেলা, তার রক্ষার জন্য আমরা দেবার্চ্চনা করি না; ববং কায়মনে বলি, আমার বীর স্বামী বীরদর্পে বিশ্ব-শাসন ক'রে বীর-শয্যায় শয়ন করুক্! তোমায় উদ্বিগ্ন হ'তে হবে না বাবা! বিপদে পড়্তে হবে না। আমি বর চাই না। পূজা কর্‌তে এসেছিলাম, পূজা ক'রে চল্‌লাম; সন্তুষ্ট হয়েছ, এই ঢের! প্রতিদান নেওয়া আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ; সেবার পারিশ্রমিক আমার লজ্জা। তোমার কন্যা আমি—এই আমার যথেষ্ট।

[প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মা। বর নিলে না! দেবতা আমি, উপযাচক হ'য়ে বর দিতে গেলাম—নিলে না। নেবে না—নেবে না! আমি তো বর দেবার যোগ্য নই! আমার কথা আজকাল পাগলের পাগলামি! অপমান! অপমান! তপস্যা ক'রে বর চায় না, এও একটা বেশ শৃঙ্খলার ওপর অপমান। ভগবান্! ভগবান্! তোমার দেখানো অনেক রকমই দেখ্‌লুম।

নির্ব্বাণের প্রবেশ

নির্ব্বাণ। কিছুতে কিছু সুখ পেলে না—না? এখনও এক রকম বাকী আছে, পার তো দেখ।

বিশ্বকর্ম্মা। তুমি কে?

নির্ব্বাণ। আমি নির্ব্বাণ।

বিশ্বকর্ম্মা। এইবার ত্র্যহস্পর্শ। নরকের পার্শ্বে স্বর্গ, তার উপর নির্ব্বাণ! দণ্ড হ'য়ে গেছে, পূজাও হ'য়ে গেল; এইবার তুমি কি করতে চাও নির্ব্বাণ?

নির্ব্বাণ। আমি কিছুই করতে চাই না। আমি ওসব দণ্ড পূজার কিছুতেই নাই। দণ্ডই বা দিই কাকে? পূজাই বা করি কার? তুমিও যে—আমিও সে। তাই বল্‌ছিলাম—ভগবানের দেখানো তো অনেক রকমই দেখ্‌লে, কখনও ভগবানকে দেখেছো?

বিশ্বকর্ম্মা। তিলে—তিলে। সে একটা অত্যাচারের স্তূপ—অশ্রু-জলের সমুদ্র—দুঃখের অগ্নিকুণ্ড।

নির্ব্বাণ। তোমার দেখা হয় নাই বিশ্বকর্ম্মা! দুঃখ বল্‌ছো কাকে? অত্যাচার কি রকম? অশ্রু আবার কোন্‌টা? দুঃখই যে সুখের জন্মভূমি,—অত্যাচারই যে অভ্যর্থনার বীজ,—অশ্রু, হাস্য যে এক আকাশের রোদ জল। ভুল করেছ বিশ্বকর্ম্মা! ভগবানকে দেখার মত দেখ নাই।

বিশ্বকর্ম্মা। খুব দেখেছি, চেয়ে চেয়ে চোখ ঝল্‌সে গেছে। তুমি আবার কি রকম দেখ্‌তে বল্‌ছো?

নির্ব্বাণ। আমি বল্‌ছি—দুঃখের সমুদ্রকল্লোলে দেখ করুণাময় কারণ-রূপ,—সুখের পর্ব্বত-শৃঙ্গে দেখ প্রেমময় কর্ত্তৃরূপ,—পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় দেখ

হাস্যময় বিশ্বরূপ,—অমাবস্যার অন্ধকারে দেখ অভেদমূর্ত্তি, অসীম ব্রহ্মাণ্ডের সাম্যরূপ। উত্থানে দেখ শব্দায়মান ব্যোমরূপ,—পতনে দেখ প্রলয়, একাকারে অনন্ত-নিদ্রাভিভূত অনন্তশয্যায় অনন্তরূপ। জ্ঞানে, অজ্ঞানে, হাস্যে, ক্রন্দনে, আদরে, অপমানে, সকল স্থানে, সকল সময়ে সর্ব্বান্তঃকরণে দেখ সেই এক অরূপ—অপরূপ—সচ্চিদানন্দ শিবরূপ।

গীত

নীল যমুনা লহরী-লীলায় গায় যার ঘুমানো গান।
নীরদমালায় খেলায় গড়ায়ে তারই সে জাগানো তান॥
কুসুম ফুটেছে কোমলতা নিয়ে যাহার আলাপে যে আশায়,
পাহাড় উঠেছে মাটী ভেদ ক'রে মাথাটী ছোঁয়াতে সেই পায়,
জন্ম মহীতে যাহার কারণ, মৃত্যু তাহারই মহা নিবারণ,
তবে আর হেথা, কিসে হারা-জেতা, জয়ময় সব যা তার॥

বিশ্বকর্ম্মা। বালক! বালক! তুমি কখনও ভগবানকে দেখেছ?

নির্ব্বাণ। আগে দেখ্‌তাম, যখন আমি তোমার মত ঐ রকম ভগবানের দেখানো কিছু দেখ্‌তে পেতাম। এখন আর তা পাই না, ভগবানকেও খুঁজে পাই না। ক্রিয়াও নাই, তার আকারও নাই।

বিশ্বকর্ম্মা! ভগবানে দেখ্‌বার কিছু নাই, মাত্র একটা অনুভূতি।

[প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মা। নির্ব্বাণ! নির্ব্বাণ! বিদ্যুচ্চমকের মত আকস্মিক বিকাশে এ আবার কি ঘোর অন্ধকারে ফেলে গেলে নির্ব্বাণ! আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল, অধরের হাসি মিলিয়ে গেল! আমি জেগে না ঘুমিয়ে? এ শান্তি, না জ্বালার সহস্র শিখা?

[প্রস্থান],

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

মথুরা—রাজসভা

সিংহাসনে শ্রীকৃষ্ণ, পার্শ্বে ইন্দ্র, বিশ্বাবসু, কুবের
বাসুকি ও ময় স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট,
শ্রীকৃষ্ণের উভয় পার্শ্বে সাত্যকি ও
ত্রিবিক্রম দণ্ডায়মান।

ইন্দ্র। আর আমাদের বল্‌বার কিছু নাই, আমরা শরণাপন্ন।

বিশ্বাবসু। এতটা আমাদের হ'তো না, যদি নরক আমাদের যথা-সর্ব্বস্ব নিয়েও সন্তুষ্ট হ'তো।

কুবের। সে কি করুণ দৃশ্য! কুমারীরা কাতরদৃষ্টিতে আমাদের পানে চেয়েছে, আমরা মাটী পানে চেয়ে পাষাণ-মূর্ত্তির মত নীরবে দাঁড়িয়ে শুধু কেঁদেছি,—কোন প্রতিকার করতে পারি নাই।

বাসুকি। তার ওপর বেদমাতা অদিতি তার মায়ের দাসী, বরুণ ছত্রধারী, বিশ্বকর্ম্মা পুরীনির্ম্মাতা!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] সেই আমার বরাহ-অবতার—সেই ধরার কাতর চাহনি—সেই এই নরকাসুর! সত্যযুগটায় আজ আবার জাগন্ত দেখ্‌ছি।

ময়। নীরব যে প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] বড়ই অধীর হ'য়ে উঠ্‌লে পৃথিবি! আমি নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম—তোমার পুত্র যেন দেব-দ্বিজ রমণীর বিরাগ-

ভাজন না হয় ; কিন্তু একটাও বাকী নাই। ভেবে নিলে বুঝি, তোমার বিনা-অনুমতিতে দমন যখন অসম্ভব—আর কি! লঘু গুরু বাছ্‌লে না—দিগ্বিদিক জ্ঞান করলে না—ঝড়ের মত ওলোট পালোট সমভূমি ক'রে দিয়ে চ'লে গেলে। কর্‌লে কি বসুন্ধরা! আমায় পুত্র-হন্তা সাজালে ?

ময়। প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। দেবরাজ! শুন্‌লাম আপনাদের প্রতি পাশবিক অত্যাচার ; বুঝ্‌লাম নরকাসুরের স্পর্দ্ধা। ন্যায় হোক্—অন্যায় হোক্, এর কারণ আমি জান্‌তে চাই না। দোষ গুণের বিচার কর্‌তে আমি বসি নাই ; মাত্র জিজ্ঞাসা করি, এখানে আপনাদের আগমন কি জন্য ? আমায় কি কর্‌তে বলেন ?

ইন্দ্র। যে জন্য তোমার যুগে যুগে জন্মগ্রহণ!

সকলে। শান্তিস্থাপন! শান্তিস্থাপন!

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] শান্তি! শান্তি! শান্তি! পুত্রহত্যা ক'রে শান্তি-স্থাপন! পত্নীর আর্ত্তনাদে জগতের কল্যাণসাধন! আবাসভূমির ইষ্টক নিয়ে দেবমন্দির গঠন! চমৎকার শান্তি! সুন্দর শান্তিদাতা আমি! যাক্, আমি তো সেই,—সত্যপালনে পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছি—প্রজার শান্তিস্থাপনে পতিপ্রাণা সাধ্বী বনিতা সীতায় পঞ্চমাস গর্ভাবস্থায় পাষণ্ডের মত বনবাস দিয়েছি—প্রতিশ্রুতিরক্ষায় ছায়া সম অনুবর্ত্তী প্রাণের দোসর লক্ষ্মণকে নিরপরাধে বর্জ্জন করেছি। আমার পক্ষে এসব তো সামান্য। [প্রকাশ্যে] বলুন দেবরাজ! বলুন সভাসদ্‌গণ! কোন্ উপচারে আপনাদের পূজা করি? নরকাসুরের দমন? তার হত্যা? তার বংশনাশ? কি চান আপনারা?

[সকলে নীরব রহিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। নীরব যে আপনারা? সঙ্কোচ কিসের? বলুন,—আমি আপনাদের সন্তোষবিধানে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রস্তুত!

ময়। বল্‌বার ভাষা নাই ভগবান্! রণশাস্ত্রে এমন কোন অস্ত্রের উল্লেখ নাই, যার সাহায্যে সে অকথ্য অপমানের প্রতিশোধ হয়। এ মর্ম্মজ্বালা অব্যক্ত, এর ঔষধও আমাদের ধারণাতীত। এ বিষয়ের কর্ত্তব্য অন্তর্য্যামীই জানেন।

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! জরাসন্ধ কতদূরে?

সাত্যকি। খুব নিকটে। তিনি কালযবনের সঙ্গে মিলিত;— মথুরার প্রতি তাঁর প্রজ্বলিত দৃষ্টির উত্তাপ পাওয়া যাচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণ। কি করা যায় ত্রিবিক্রম?

ত্রিবিক্রম। প্রভুকে উপদেশ দেবার স্পর্দ্ধা ত্রিবিক্রম রাখে না; সে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করে শুদ্ধ আদেশপালন ক'রে।

শ্রীকৃষ্ণ। [স্বগত] নিকটে প্রতিহিংসাপরায়ণ অঙ্কুশ-ক্ষিপ্ত মাতঙ্গ জরাসন্ধ, সঙ্গে যদুবংশধ্বংসকারী কালরূপী কালযবন। সম্মুখে দেব-দ্বিজ-রমণী-ত্রাস বলদর্পিত নরকাসুর, সঙ্গে আত্মাভিমানিনী পৃথিবী। তাই তো!

গীতকণ্ঠে দেবর্ষি উপস্থিত হইলেন

গীত

আঁধার আঁধারে ফুটে আছ তুমি একটি গো ধ্রুবতারা।
সব শ্বাসহীন নীরব নিথর, যা পাই তোমার সাড়া॥

ইন্দ্রজাল এ ঘুমের মাঝারে ভেসে ওঠ তুমি স্বপ্ন,
কুহকে লজ্জা ঢাকা প্রকৃতির হেসে ওঠ তুমি নগ্ন,
যত বারবেলা তার মাঝে তুমি আছ হে গোধূলি লগ্ন,
ভগ্নকণ্ঠ বিশাল সৃষ্টি, তোমার বাঁশীটী ছাড়া।
নয়ন হয়েছে হেরিতে তোমারে সাধ্য কি তার চায়,
হৃদয় শুদ্ধ ধরিতে তোমারে তা কি সে কখনও পায়?
ভাষার সৃষ্টি তোমার প্রকাশে সেও ভাসা ভাসা যায়,
তুমি হেথা শুধু হায়—হায়—হায় অভাবে আত্মসারা।

পৃথিবী প্রবেশ করিলেন

পৃথিবী। চমৎকার! আর কেউ আছ? যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের সভায় আজ দেবরাজ ইন্দ্র, গন্ধর্ব্বপতি বিশ্বাবসু, যক্ষাধিপ কুবের, নাগশ্রেষ্ঠ বাসুকি, দানবশিল্পী ময়, আর তার সঙ্গে কলহপ্রিয় দেবর্ষি। মহা মিলন—মহা মিলন! আর কেউ সমবেত হবার নাই?

শ্রীকৃষ্ণ। বাকী ছিলে তুমি, এইবার সভা পূর্ণ হ'লো।

পৃথিবী। আমি! আমি কে? আমি তো আশ্রয়হীনা অব্যবস্থ-হৃদয়া—মুষ্টিমেয় অন্নের কাঙ্গালিনী—জগতের উপেক্ষা! আমার সঙ্গে এ রাজাধিরাজগণের মন্ত্রণাসভার কি সম্বন্ধ?

শ্রীকৃষ্ণ। তুমিই যে এ রাজন্যবর্গের একমাত্র চিন্তা পৃথিবি! তোমার জন্যই যে যুগে যুগে এইরূপ মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হ'য়ে আস্‌ছে। যখনই তুমি ভারাক্রান্তা কাতরা হ'য়ে ছল-ছল নেত্রে উর্দ্ধপানে চেয়েছ—তখনই এই সকল রাজাধিরাজগণই তোমার সঙ্গে কেঁদেছে,—বক্ষের শোণিত দিয়ে তোমার সর্ব্বাঙ্গের স্বেদ ধৌত করেছে। আজও সেই দিন—আজও সেই সভা—আজও সেই ভূ ভারহরণ।

পৃথিবী। ভূ-ভারহরণ! তার জন্যই এই মহাসভার অধিবেশন? কৈ—পৃথিবী তো সে জন্য ভূভারহারীর পদে কোন প্রার্থনা জানায় নাই!

শ্রীকৃষ্ণ। জানায় নাই, কখনও জানাতে হয় নাই। তোমার দীর্ঘ-শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনই তার আসন ট'লে আস্‌ছে,—সে আপনা হ'তে ছুটে যাচ্ছে।

পৃথিবী। আজও কি সে আসন কম্পিত?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার ওষ্ঠ কম্পিত যে! তোমার দৃষ্টি অস্থির যে! তোমার ভঙ্গী আলুথালু—বিভীষিকাপূর্ণ যে? তুমি আর সে পৃথিবী কৈ?

পৃথিবী। তা নইলে লোকে তোমায় অন্তর্য্যামী বল্‌বে কেন? আপনা হ'তে এত দয়া না দেখালে তুমি দয়াময় কিসের? মার্জ্জনা ক'রো দয়াময়! আমি বুঝ্‌তে পারি নাই। এইরূপ মনের কথা জেনে, এই দয়ার স্রোতে একদিন রামচন্দ্র সীতাকে ভাসিয়ে ছিল; অনেক দিনের কথা আজ আবার দপ্‌ দপ্‌ ক'রে মনে পড়্‌ছে। এও ঠিক তাই!

শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবি!

পৃথিবী। ভয় দেখাচ্ছো কি পৃথিবীনাথ! ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে আমি ভীষণা; দুঃখ আমার উপজীবিকা; কান্নার সঙ্গে আমার চির-সখিত্ব। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, তিন যুগ ধ'রে উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণের পর যদিও আজ একটু দাঁড়াবার স্থান পেয়েছি—কপালের ঘাম মোছ্‌-বার একটু অবসর পেয়েছি—পুত্রকে পুত্র ব'লে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে জীবনে এই একটা অশোক-ষষ্ঠী পেয়েছি, সঙ্গে সঙ্গেই জেনেছি—এ তোমার বুকে সইবে না—সইবে না—সইবে না। তার আর ভয়

দেখাচ্ছো কি? গোপন কিসের? স্পষ্ট বল—এ সভা নরকবধের মন্ত্রণাসভা। এ পৃথিবীর ভার হরণ নয়, পৃথিবীর বুকে একটা নূতন ভারের সৃষ্টি।

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝ্‌তে পার নাই পৃথিবি! যাকে তুমি ভার মনে কর্‌ছো, প্রকৃতপক্ষে সেটা তা নয়। মায়া তোমায় দিশেহারা ক'রে তুলেছে। দেখ্‌তে পাচ্ছো না—তুমি কি ছিলে, কি হয়েছ! ছিলে নির্ব্বিকারা—চৈতন্যময়ী—সর্ব্বংসহা—করুণার মানস-প্রতিমা, হয়েছ স্বার্থ-সেবিকা—ভ্রূকুটী-কুটীলাননা—শোণিত-পিপাসাতুরা—লোলজিহ্বা রাক্ষসী। তোমার চরণ প্রতিমুহূর্ত্তে স্খলিত—তোমার চিত্ত মুহুর্মুহুঃ কম্পিত—তোমার মস্তিষ্ক অহরহ ধূমায়িত। অন্য চিন্তা আর তোমাতে নাই, এক পুত্র-চিন্তাতেই তুমি ভরপূর। সত্যই তুমি ভারাক্রান্তা—সত্যই এ ভার-হরণের সভা। তুমি সম্মতি দাও, আমরা তোমায় এ নরক-যন্ত্রণা হ'তে অব্যাহতি দেবো।

পৃথিবী। নরক যদি যন্ত্রণা হয়, তবে সে যন্ত্রণা আমার ভগবানের দেওয়া; তাঁর দান আমি উপেক্ষা কর্‌বো না। সে যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আপ্রলয় এম্‌নিধারা অট্টহাস্যে ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন ক'রে বেড়াবো।

শ্রীকৃষ্ণ। বসুন্ধরা!

পৃথিবী। আমি সম্মতি দেবো না—সম্মতি দেবো না! মাতা হ'য়ে পুত্রহত্যায় সম্মতি? এ কখনও কেউ দেয় নাই—দিতে পারে না—দেবো না!'

শ্রীকৃষ্ণ। তোমায় দিতে হবে পৃথিবি! আমি কে—জান?

পৃথিবী। তুমি ছলনাময়! তোমার চক্র দুর্ভেদ্য, তোমার অসাধ্য কিছুই নাই; তাই আমি বুকে হাত দিয়ে সহস্র শত্রু-পরিবেষ্টিত তোমার

সভাতলে এসে দাঁড়িয়েছি। জিজ্ঞাসা করি, আমায় এ জগৎছাড়া অবৈধ সম্মতি দিতে হবে কেন ?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমারই মঙ্গলের জন্য।

পৃথিবী। আমারই মঙ্গলের জন্য ? অনুমতি কর মঙ্গলময় ! আবার আমি পাতালগর্ভে নেমে যাই, নূতন হিরণ্যাক্ষের সৃষ্টি হোক্, আজীবন তার ক্রীতদাসী—ক্রীড়াপুত্তলিকা হ'য়ে পরমানন্দে কাল কাটাই। শত কষ্টেও মুখ বিকৃত কর্‌বো না, একটীবারের জন্য জগদীশ্বরকে ডাক্‌বো না ! উঃ—পুত্রকে কালের মুখে ধ'রে দিয়ে নিজের মঙ্গল ?

শ্রীকৃষ্ণ। পুত্র কাকে বল্‌ছো দেবি ? পুত্র নয় শত্রু। ভেবে দেখ ধরণি ! তোমার যে অংশে আদর্শচরিত্রা প্রাতঃস্মরণীয়া সীতার উদ্ভব হ'য়ে গেছে, সেই পবিত্র অংশে এই নরকাসুর ?

পৃথিবী। তাতে আমার কি অপরাধ পৃথ্বীশ্বর ! যে সমুদ্রে সুধার উৎপত্তি, সেই সমুদ্রেই তো আবার বিষও উঠেছিল ! তাতে সমুদ্রের কি দোষ, আর বিষেরই বা কি অপরাধ ? দোষ হ'য়ে থাকে, হয়েছে তার মন্থনকারীর কর্ম্মের।

শ্রীকৃষ্ণ। যাও তবে বসুন্ধরা ! মন্থনকারী সে দোষের সংশোধন কর্‌বে। নিজের উৎপাদিত বিষ নিজে পান ক'রে জগৎরক্ষা, এ পূর্ব্বাপর হ'য়ে আ'স্‌ছে।

পৃথিবী। তা হ'লে আর আমার সম্মতিরও অপেক্ষা নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকগে পৃথিবি ! ভগবদ্বাক্য রক্ষা কর্‌তে চেষ্টার ক্রটী হবে না।

পৃথিবী। চেষ্টার দরকার নাই দয়াময় ! অত কষ্ট স্বীকার আর তোমায় কর্‌তে হবে না। বল, তুমি কি চাও ? ভাঙ্গুক আমার সুখ-স্বপ্ন—হোক্ জগতের কল্যাণ—থাক্ তোমার মুখোজ্জ্বল।

শ্রীকৃষ্ণ। তবে সম্মতি দাও ধরা !

পৃথিবী। না, তোমায় পুত্রহত্যা কর্‌তে সম্মতি দেবো না। সব পার্‌বো, তোমার ভুবনভরা নামে কলঙ্ক শুন্‌তে পার্‌বো না; তার চেয়ে কালী মেখেছি, আমিই মাখি। তুমি ঐরূপ নির্ব্বিকার হ'য়ে স্থিরভাবে ব'সে থাক, আমি স্বহস্তে আমার ঘুমন্ত পুত্রের শিরশ্ছেদ ক'রে মুণ্ড এনে তোমার পায়ের তলায় ডালি দিয়ে যাই। আমার হাত খ'সে যাক্—তুমি মুক্তহস্ত হও। আমি অন্ধ হ'য়ে থাকি—তুমি জগৎকে চোখ মিলে চাইবার সুযোগ দাও। ও—হো—হো! এই কর্‌লে ভগবান—এই কর্‌লে !

বলরামের প্রবেশ

বলরাম। রাজসভায় রমণী কাঁদে কেন ?

পৃথিবী। রমণী আশ্রয়হীনা—ঈশ্বরের অনুগৃহীতা—অনাথিনী।

[বলরামের পদতলে আছড়াইয়া পড়িলেন ও মূর্চ্ছিতা হইলেন]

সত্যভামার প্রবেশ

সত্যভামা। কে—কে? [চমকিয়া উঠিলেন] একি! কে এ! আমার মত মুখ, আমার মত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আমার মত সব,—ঠিক যেন আমি। একি হ'লো! কি একটা স্মৃতি মনে আস্‌ছে—আস্‌ছে না! চোখের ওপর কিসের যেন একটা আবছায়া পড়্‌ছে—মিলিয়ে যাচ্ছে! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—ঐ পতিতা মূর্চ্ছিতা আমি, কি এই স্থিরা দণ্ডায়মানা আমি। [উপবেশন ও শুশ্রূষা]

বলরাম। রাজা! এ সব কি ?

শ্রীকৃষ্ণ। রমণীকে আপনি জানেন না দাদা ?

বলরাম। বিশেষ জানি। তাই আমি ছুটে একবার তোমায় জানাতে এসেছি ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। এর জন্য আমি দায়ী নই দাদা!

বলরাম। কে দায়ী? যদুবংশের রাজসভায় এক অত্যাচার-জর্জ্জরিতা জন্ম-দুঃখিনী সাধ্বী রোরুদ্যমানা—পতিতা—মূর্চ্ছিতা; তার জন্য দায়ী কে?

শ্রীকৃষ্ণ। রমণীর কর্ম্ম।

বলরাম। কর্ম্ম! তীর্থে কর্ম্মের খণ্ডন হ'য়ে যায়।

শ্রীকৃষ্ণ। সে কর্ম্ম যে আজ সকল তীর্থ ছাপিয়ে উঠেছে। দেখ দাদা! দেবাদিগণের কালিমা-রঞ্জিত মুখমণ্ডল—শোন দাদা সত্যনিষ্ঠ দেবর্ষির বিসংবাদী বীণার ক্রন্দন—অনুভব কর এই পবনস্পর্শে বামন-জননী অদিতির তপ্ত দীর্ঘশ্বাস! এখানে আর কিছু নাই, শুদ্ধ প্রতি-হিংসার বোধন।

বলরাম। তুমিও দেখ শ্রীকৃষ্ণ! মূর্চ্ছিতা মহিমময়ীর উন্নত ললাট জুড়ে কি একটা মহাগরিমার মানচিত্র—বিশ্ব-চুম্বন-কৃতার্থ-পেলব-অধর-পুটে কি একটা গুরু অভিমানের মুহুর্ম্মুহুঃ স্ফুরণ—সুধাধারা প্রবাহিত প্রশান্ত বক্ষস্থলে তোমার সেই লীলা অভিনয়ের অদ্ভুত স্মৃতি-চিহ্ন! এখানেও আর কিছু নাই—আছে শুদ্ধ মাতৃত্ব।

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! এরা পূজনীয় দেবতা।

বলরাম। ভাই! ইনি আমার মা।

শ্রীকৃষ্ণ। আত্মবিস্মৃত হ'য়ে পড়্‌লেন দাদা?

বলরাম। না, ভাই! সব স্মরণ আছে। তোমার রাজসভায় সহস্র ক্রূর দৃষ্টির মাঝখানে আমার মায়ের এইরূপ দুরবস্থা চিরদিন হ'য়ে আস্‌ছে,—আজ নূতন নয়। আমিও তা রুদ্ধ আবেগে হৃদয়ের রক্ত-

জমাট ক'রে পাষাণ হ'য়ে স'য়ে এসেছি। কিন্তু আর তা হবে না ভাই! আজ প্রতিকারের অধিকার পেয়েছি। জানি আমি তোমার সঙ্কল্প; আমিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমাদের ভ্রাতৃমিলন ছিল জগতের যেমন দেখ্‌বার, বিচ্ছেদও হবে তেমন সমালোচনার। যদুবংশীয় বীরগণ! সাত্যকি! ত্রিবিক্রম! তোমরা কেউ তোমাদের ঐ শাণিত হাস্যের সাঁতার হ'তে উঠে এসে আমার মায়ের এই মূর্চ্ছিত দেহের উপর আমার সঙ্গে একবিন্দু অশ্রু জল ফেলতে পার্‌বে?

[সকলে নীরব—নতশির]

বলরাম। কেউ না? কেউ না?

সুষেণ প্রবেশ করিল

সুষেণ। আমি পার্‌বো জ্যেঠামশায়!

বলরাম। তুই! তুই! কে তুই? আমি যে চোখে দেখ্‌তে পাচ্ছি না, আমার যে কণ্ঠরোধ হ'য়ে এলো! বাবা আমার! বুকে আয়।

সুষেণ। না—জ্যেঠামশায়! আমার মা ধূলোয় প'ড়ে আছে,—আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। [পৃথিবীর পার্শ্বে উপবেশন ও শুশ্রূষা করিতে করিতে] মা—মা—ওঠ মা!

বলরাম। তুই পার্‌বি। শিশু হ'লেও তোর ললাটে গর্ব্ব, ওষ্ঠে প্রতিজ্ঞা, বক্ষে মাতৃভক্তি। মায়ের শুশ্রূষা কর্‌ মায়ের ছেলে! আমি এই অবসরে আমার হলটাকে জাগিয়ে আসি; সে অনেক দিনের ঘুমন্ত। দেবী সত্যভামা! পৃথিবীর ভার তোমার। দেখ্‌ছো কি কৃষ্ণ! একদিকে তুমি আর তোমার বিপুল শক্তি, আর একদিকে

আমি আর আমার হৃদয়ের অগাধ অন্ধকারের ধ্রুবতারা এই মাতৃপ্রাণ শিশু।

[প্রস্থান]

সুষেণ। মা! মা!

শ্রীকৃষ্ণ। সুষেণ!

সুষেণ। চুপ কর বাবা! আমার মা চোখ মেল্‌ছে, এখনই তোমার গলার আওয়াজ পেলে ভয়ে আবার জড়সড় হ'য়ে যাবে। মা! মা! দেখ মা, আমি কে?

পৃথিবী। [ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিলেন] কে? কে? মা ব'লে ডাক্‌লি কে? নরক! নরক! না—না! কিন্তু সেই মুখ, সেই চোখ, সেই সব; আমার নরক যেন আবার শিশু হ'য়ে আমার সম্মুখে। না, স'রে যা—স'রে যা,—আমি আর কারো হাত ধ'রে লোকের দ্বারে দ্বারে ফির্‌তে পার্‌বো না। জগত বড় স্বার্থপর: স'রে যা শিশু!

সত্যভামা। এ শিশু যে তোমারই দেবি!

পৃথিবী। তুমি কে? [গাত্রোত্থান করিলেন] তোমায় কি কোথাও দেখেছি? আমার বুকখানা কেঁপে উঠ্‌লো কেন? ওকি! তোমার চোখ দুটো জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌লো যে? অট্টহাস্যে উন্মত্ত তাণ্ডবে আমার বুকের উপর নেচে উঠ্‌লে কেন? ও আবার কি! বিকট দশন বিস্তার ক'রে কড়মড়শব্দে কি চর্ব্বণ কর্‌ছো? মুণ্ড! মুণ্ড! কার মুণ্ড? ও-হো-হো, ও যে আমার নরকের! রাক্ষসী! রাক্ষসী! রাক্ষসী! [প্রস্থানোদ্যত]

সুষেণ। [পৃথিবীর হস্ত ধরিয়া] কোথা যাবে মা? কাকে দেখে ভয় পেলে মা? উনি যে আমার মা! [অন্য হস্তে সত্যভামার হস্ত

ধরিল] এস মা! তোমরা দুটী মায়ে একটী হ'য়ে! আমার যা কিছু, সব একখানি নৈবেদ্যে ধ'রে দিই।

গীত

আমি রাখিব তোদেরে ভুলায়ে।
আমি মুছে দেবো মাগো যত ক্ষত দাগ,
মরমে হাতটী বুলায়ে।
আমি ফিরাবো উদাস অবিরাম গতি
আকাশেতে ভাসা ও আঁখি দুটীর,
জানু পেতে আমি জগতের কাছে
মাগিব মা ক্ষমা তোদের ত্রুটির,—
এস মা তৃপ্ত শিলাগৃহ হ'তে, অদূরে আমার জুড়ানো কুটীর,
দিব না ফুটিতে ললাটে ঘাম, আরতি-চামর দুলায়ে।

[পৃথিবী ও সত্যভামার সহিত সুষেণের প্রস্থান]

সকলে। ভগবান্! ভগবান্!

শ্রীকৃষ্ণ। নির্ভয়ে যান বন্ধুগণ! আমি সকল বন্ধনের অতীত।

[সকলের প্রস্থান]

———

চতুর্থ অঙ্ক

—— * ——
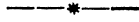
প্রথম গর্ভাঙ্ক

বলরামের কক্ষ

বলরাম ও জয়

জয়। দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণ আর হ'লো না আর্য্য!

বলরাম। সে কথা আর আমার সঙ্গে কেন? তোমাদের রাজাকে বল গে।

জয়। আমাদের রাজাই যে রাম-কৃষ্ণ!

বলরাম। হাঁ—কৃষ্ণ বটে, রাম নয়।

জয়। রাম-কৃষ্ণ যে স্বতন্ত্র, এ আমাদের ধারণায় নিতে পারবে না। ব্যাপারটা শুনুন।

বলরাম। ব্যাপার আবার কি! বিশ্বকর্ম্মাকে পুরী-নির্ম্মাণের জন্য আন্‌তে গিয়েছিলে, সে এলো না—এই তো?

জয়। না আর্য্য! সে আস্‌ছিল, কিন্তু তাকে আট্‌কেছে।

বলরাম। কে?

জয়। পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর।

বলরাম। কেন?

জয়। আগে তার দুর্গ তৈরী ক'রে দিতে হবে।

বলরাম। ও—

জয়। এতখানি স্পর্দ্ধা, এতটা সাহস, ভগবান্ রাম-কৃষ্ণের প্রতি এ অবজ্ঞা, আজ এ নূতন দেখ্‌লাম!

[বলরাম নীরব রহিলেন]

জয়। তার দূতের সেই অমার্জ্জনীয় ঔদ্ধত্য, গর্ব্বিত ভাষা, আর বিশ্বকর্ম্মার সেই রাম-কৃষ্ণের প্রতি সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এখনও আমার কাণে বজ্র-নির্ঘোষের মত বাজ্‌ছে।

[বলরাম চিন্তামগ্ন হইলেন]

জয়। আমি ফিরে এসেছি একটা মহা পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে—শিলাহত সমুদ্র-তরঙ্গের মত উদ্‌ভ্রান্তভাবে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে।

বলরাম। থাক্—খুব হয়েছে, আর না। বুঝ্‌তে পেরেছি—তোমাকে এখন আমার কাছে পাঠিয়েছে কৃষ্ণ, না? যাও জয়! তাকে বলগে—এতে উত্তেজনার পরিবর্ত্তে বলরামের বুকখানা গর্ব্বে ফুলে উঠ্‌ছে।

জয়। সে কি!

বলরাম। হাঁ—জয়! রাম-কৃষ্ণকে তার অবজ্ঞা হবারই কথা। তার দুর্গ আগেই হ'তে হবে, সে আজও পরের আশ্রয়ে। তার সে উদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া দূরে থাক্, আমি তার সাহায্য কর্‌বো।

জয়। আর্য্য!

বলরাম। আর বিশ্বকর্ম্মাকে বল্‌বে—দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, নর, যে কেউ নরকের যে কোন কার্য্যে বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রকাশ কর্‌বে—অভিমানের ঈষৎ ছায়া অন্তরে নিয়ে কার্য্যক্ষেত্রে চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল ফেল্‌বে, কৃষ্ণের সহানুভূতি পেলেও—রাম তাকে দণ্ড দেবে।

দেবকী উপস্থিত হইলেন

দেবকী। তা হ'লে আমায় আগে দণ্ড দাও রাম!

বলরাম। মা! তোমাকে দণ্ড?

দেবকী। হাঁ বৎস! কার্য্যক্ষেত্রে আমার ত্রুটি হ'য়ে গেছে। যখন তার হাতে কুণ্ডল খুলে দিই, অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘশ্বাস উঠে আমায় নড়িয়ে দিয়েছিল; আর যখন তার মায়ের চরণে নূপুর পরাই, আমার আত্মাভিমান মুহূর্ত্তের জন্য চোখের জল ফেলে আমায় ভগবানকে ডাক্‌তে বাধ্য করেছিল।

বলরাম। তুমি কুণ্ডল খুলে দিয়েছ? তুমি পৃথিবীর পায়ে নূপুর পরিয়েছ? সে কি মা! তুমি কেন হবে? দেবমাতা অদিতি যে!

দেবকী। আমি কে, জান না রাম! আমিই যে সেই দেবমাতা অদিতি: তোমাদের পিতা মহাপ্রাণ বসুদেব—তিনি লোকপিতা কশ্যপ; ব্রহ্মার অভিশাপে তিনি এই দেহে জন্মগ্রহণ করেছেন। সুরভি ও অদিতি তাঁর আদরিণী সহধর্ম্মিণী। আমরা রোহিণী ও দেবকীরূপে তাঁর পিছু পিছু এসেছি। আমিই কুণ্ডল খুলে দিয়েছি রাম! আমিই তার মায়ের পায়ে নূপুর পরিয়েছি, আমিই দীর্ঘশ্বাসে তার অমঙ্গলকে ডেকেছি।

বলরাম। মার্জ্জনা কর মা! যা হবার হ'য়ে গেছে, আর আমায় উত্তেজিত ক'রো না। জান না কি সর্ব্বদর্শিনী মা আমার! নরক কৃষ্ণের পুত্র?

দেবকী। তা আমি জানি; তবে তুমিও ভেবে দেখ রাম! সে বিষয়ে আমি তা হ'তে দূরে নই,—আমিও কৃষ্ণের মা। যুগে যুগে আমিও তোমাদের জন্যই এই সব কর্ম্মভোগ ভুগে আস্‌ছি।

বলরাম। তুমি উচ্চে ; কিন্তু মা! সেও তো তত নীচে নয়। এ হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তোমার পরেই তার আসন। তুমি গুরু—সে মন্ত্রী ; তুমি উপাসনা—সে পুষ্প ; তুমি পরমারাধ্যা মা—সেও পরমাত্মীয় পরম আদরের পুত্র।

দেবকী। বুঝেছি রাম! পুত্রস্নেহে তোমরা আত্মবিস্মৃত। আমাদের পাষাণ উদ্ধারে যখন পরমাত্মীয় মাতুলকে হত্যা করেছিলে, তখন কোথায় ছিল তোমাদের এ আত্মপর জ্ঞান? সে মাতুল—আমার ভাই, আর এ বুঝি তোমাদের পুত্র! জান্‌বে না রাম! কংস আমায় কারাগারে বুকে পাষাণ চাপিয়ে রেখেছিল, কোল হ'তে ছিনিয়ে আমার রক্তের ডেলাদের আছ্‌ড়ে মেরেছিল, তাতে ততটা হয় নাই,—যতটা হয়েছে তার ধ্বংসে! তবুও তা সইতে হয়েছে সৃষ্টির শৃঙ্খলার জন্য—তোমাদের লীলা-অভিনয়ের গর্ভধারিণী ব'লে। যাক্‌, আর কাজ নাই তাতে। আমি আশীর্ব্বাদ ক'রে যাচ্ছি রাম! তোমরা পুত্রদের নিয়ে চিরজীবী হ'য়ে সংসার কর ; আমাদের বুকে পাষাণ চাপানোই থাক্‌! এস জয়!

[জয় সহ দেবকী প্রস্থান করিলেন]

[বলরাম স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা!

বলরাম। তোমার জয় হয়েছে কৃষ্ণ! তোমার জয় হয়েছে ভাই! তোমার ইচ্ছাই ইচ্ছা ; সে উদ্দেশ্যে বাধা দিতে যাওয়া শুদ্ধ আপনাকে হাস্যাস্পদ করা।

শ্রীকৃষ্ণ। অনন্তদেব—

বলরাম। চুপ কর ভাই! কাজ নাই আর সে সব কথায়! তুমি চির-অপরাজেয়। আমি অনন্ত, অনাদি, অব্যক্ত, যাই হই, সে সব কিছুই নয়; শুদ্ধ তোমার দাদা—এই ভূমিকাই আমার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব। সৈন্য সাজাতে আদেশ দাও, আমি তোমার এ পুত্র-নির্য্যাতন-যুদ্ধে সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলাম। তবে একটা সম্মতি দিতে হবে ভাই! আমি যুদ্ধে যাবার পূর্ব্বে—গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, সুষেণ আমাদের সব ছেলে কটার গলা টিপে মেরে রেখে যেতে চাই!

সুষেণ প্রবেশ করিল

সুষেণ। জ্যেঠামশায়! জ্যেঠামশায়!

বলরাম। আসিস্ না—আসিস্ না সুষেণ আমাদের সাম্‌নে! আমরা ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ, শোণিত-পিপাসায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য; আমাদের আর বাছাবাছি নাই।

সুষেণ। জ্যেঠামশায়! আমার মা চ'লে গেলেন।

বলরাম। এই কথা? তাঁকে যেতেই হবে বাবা—যেতেই হবে। এটা দাঁড়াবার স্থল নয়।

সুষেণ। তিনি আমার হাত ধ'রে তোমার কাছেই আস্‌ছিলেন। তোমরা ঘরের মধ্যে কি সব কথা ক'চ্ছিলে, তাই শুনে তিনি থম্‌কে দাঁড়ালেন, খানিকক্ষণ কাণ পেতে রইলেন, তারপর আমার হাত ছিনিয়ে, কপালে একটা ঘা মেরে পাগলের মত ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গেলেন,—রাজপুরীটা যেন থর্‌থর্ ক'রে কেঁপে উঠ্‌লো!

বলরাম। হয় নাই—হয় নাই—তবু তার যাওয়া হয় নাই। আমি দাঁড়িয়ে থাকতাম, আর আমার চোখের সামনে কৃষ্ণ তার চুলের মুঠি ধ'রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিতো—রাজপ্রাসাদটা চুরমার—উবুড় হ'য়ে

পড়্তো, তবে ঠিক হ'তো। আয় সুষেণ! অরণ্য-রোদনে কোন ফল নাই; তাঁর পাগল হবারই কথা! যেথায় তোরা জন্মেছিস্, সেথায় তোদের দাঁড়িয়ে পাতাল-প্রবেশ দেখ্তে হবে, আর তালে তালে নাচ্তে নাচ্তে ভক্তিকণ্ঠে রামায়ণ গাইতে হবে।

[সুষেণ সহ প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। আশ্চর্য্য এই সংসারক্ষেত্র! অদ্ভুত এ রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী মায়া! চমৎকার তার বিশ্ব ছাওয়া বশীকরণ! আমাকেও স্তম্ভিত ক'রে দিতে চায়! সাবধান মায়া! কর্ম্মের জন্য আমার অবতার! কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম! তিলমাত্র অবসর নাই, ললাটের স্বেদ ললাটেই শুষ্ক হোক্। হাস্য, ক্রন্দন, আদর, অপমান, আমার অনুভূতির বহু দূরে। আর বিলম্ব নাই, ঐ কালের ঝড় উঠ্ছে, যদুবংশের ধ্বংস-চিত্র খুব স্পষ্ট, আবার সম্মুখে সুন্দর গৌতম-যুগ। সাত্যকি!

সাত্যকির প্রবেশ ও অভিবাদন

শ্রীকৃষ্ণ। সৈন্য সাজাও—বেশ একটু নূতন ধরণে,—এ যুদ্ধটা একটা দেখ্বার। [সাত্যকি প্রস্থান করিল] দারুক!

দারুকের প্রবেশ ও অভিবাদন

শ্রীকৃষ্ণ। রথ—যত শীঘ্র সম্ভব।

[দারুকের প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ তোমরা আকাশ হ'তে দেবতামণ্ডলী! মুখ তোল মা বামন-জননী অদিতি! আর্ত্তনাদ কর তুমি লীলাভূমি বসুন্ধরা!

[প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গ

সাত্যকি, ত্রিবিক্রম ও যদুসৈন্যগণ সুসজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল

সাত্যকি। বীরগণ! সুন্দর সেজেছ তোমরা মৃত্যুর সজ্জায়। তোমাদের শিরস্ত্রাণ সগৌরবে অভ্রভেদ ক'রে উঠ্‌ছে, পদতলে ত্রস্তা বসুমতী ভারাক্রান্তা—টলমল কর্‌ছে। স্ফাতবক্ষে সহস্র নূতন প্রতিজ্ঞার বিশ্বপ্লাবী তরঙ্গ উঠে দিগ্‌দিগন্তে তোমাদের মহত্ত্ব ঘোষণা কর্‌ছে। তোমরা বীর, হিমালয় তোমাদের দৃঢ়তার প্রতিচ্ছবি, সমুদ্র তোমাদের সাহসের দর্পণ, আর্য্যগ্রন্থ তোমাদের চির-অমরত্বের অক্ষয় সিংহাসন—

ত্রিবিক্রম। তোমাদের আজ কোথায় যেতে হবে জান? ধর্ম্মের পরিত্রাহি চীৎকারে, বীরত্বের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষায়, কালরূপী নরকাসুরের রাক্ষসী কবলে। জানি—তোমরা পশ্চাৎপদ নও, তবু ব'লে রাখি—শত্রু প্রবল, তোমরাও দুর্ব্বল হস্তে অস্ত্র ধর নাই; সে ব্রহ্মতেজঃ-প্রসূত দৈত্য, তোমরাও ব্রহ্মার বাহু-সম্ভূত ক্ষত্রিয়; নরকাসুর দৈববলে বলীয়ান, তোমাদের প্রভুও দৈবের জন্মদাতা।

গীতকণ্ঠে দেবর্ষির আবির্ভাব

গীত

বল জয় দৈব-পুরুষকার মিলন সন্ধি, জয় জয় অনাদি অশেষ।
জয়তি সকল প্রতিকূল প্রীতিস্থল প্রাণারাম প্রভু পরমেশ॥

কর্ম্মময় তুমি, তোমারই রাখা বেদ,
প্রেমময় তুমি, গঙ্গা তব স্বেদ,
তুমি এ অখিলের অস্থি মজ্জা মেদ,
সকলই তুমি, আর যা রহিল অবশেষ।
বাজাও তুর্য্য তুমি তোমারই সাম্য তালে,
উঠুক্ বিশ্ব-শির বিজয়-টীকাটী ভালে,
যাক্ সে গ্রহের দশা, শ্যামলা সরসা,
ধরুক্ আবার মহী মোহিনী সে বেশ॥

সাত্যকি। ত্রিবিক্রম! বল, জয় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের জয়!

সৈন্যগণ। জয় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের জয়!

[সকলের প্রস্থান]

———

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

অন্তঃপুর

রত্নাসনে চিন্তাকুলা সত্যভামা উপবিষ্টা ;
সখীগণ গাহিতেছিল

গীত

চেয়ে চেয়ে তার পথ পানে—
আমি কোথা আছি, কি যে হ'য়ে গেছি,
কে জানে সই! কে জানে।

পাখী উড়ে যায় শিউরে উঠি গো,
সে যেন আমার আস্‌ছে,
আঁখি মুদে আর এড়ানো কি যায়
চোখের কাজলে ভাস্‌ছে,
ঐ চাঁদনীর রাত কুসুমের দোল
কিছু নয় বঁধু হাস্‌ছে,—
যত রূপরাশি সকলি সে ময়,
যত গুণগাথা তারি পরিচয়্
তাতে আর আমাতে কে বলে উভয়,
লয় হয়েছি অসাবধানে।

[সখীগণের প্রস্থান]

সত্যভামা। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না—আমি কে? মনে হ'চ্ছে আমিই সেই নরক-জননী পৃথিবী—কি একটা অদম্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সত্যভামা-রূপে জন্মগ্রহণ করেছি। উভয়ের অবয়ব গঠন এক ছাঁচে, হৃদয়ের কম্পন এক তালে, চক্ষের জল সমান ধারায়; সেই টানেই বুঝি সুষেণও আমার মা ব'লে আহ্লাদে তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। যদিও দেখিনি, তবু হেন নরকের মুখখানা আমারও প্রাণে জ্বল্ জ্বল্ ক'রে জ্বল্‌ছে। আশ্চর্য্য আকর্ষণ! চমৎকার ঘনিষ্ঠতা!

শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন

শ্রীকৃষ্ণ। বিদায় দাও সত্যভামা! অজেয় অসুর-সংগ্রামে ব্রতী হবো।

সত্যভামা। বাধা দেবার তো সাধ্য নেই দাসীর—[ছল্‌ছল্-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। ও কি সত্যা! সত্রাজিত-নন্দিনী—বীর-নন্দিনী তুমি, তোমার আবার একি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! তোমার বাধা দেবার

সাধ্য নাই, কিন্তু তোমার এই ছলছল কাতর দৃষ্টি ছুটে এসে আমার হাত দুখানা জড়িয়ে ধর্‌ছে; তোমার রুদ্ধ হৃদয়ের অব্যক্ত কাকুতি লৌহ-শৃঙ্খলের মত আমার গতিশক্তি রোধ কর্‌ছে। বহু যুদ্ধে বিদায় নিতে এসেছি, তুমি আহ্লাদে নানা অস্ত্রে সাজিয়ে দিয়েছ; কৈ, এরূপ তো তোমায় কখনও দেখি নাই।

সত্যভামা। সত্যই প্রভু! আমি যেন আর সে সত্যভামা নই। আমার সব ছাপিয়ে কোথাকার এক অজানা মাতৃত্ব ফুটে উঠ্‌ছে। মনে হ'চ্ছে, এ যুদ্ধে আমার কি একটা ভয়ানক লোকসান হ'য়ে যাবে। তার আবছায়া দিনরাত আমার পিছু পিছু ঘুর্‌ছে; আমি প্রতিক্ষণেই তার রাক্ষসী মূর্ত্তি চোখের উপর দেখ্‌ছি। বল সর্ব্বজ্ঞ! এই নরকাসুর আমার কে?

শ্রীকৃষ্ণ। নরকাসুর তোমার যেই হোক্‌, তার জন্য উদ্বিগ্ন হবার কিছু নাই দেবি! সে অপরাজেয়—অমর—অবধ্য। চিন্তা কর্‌তে হয়, চিন্তা কর আমার জন্য,—চেষ্টা কর রক্ষা কর্‌তে তোমার সিঁথির সিন্দুর; স্বামী তোমার আজ কালের সম্মুখীন। আমি অসুরারি—শক্রঘ্ন—চিরজয়ী, কিন্তু এরূপ প্রবল শত্রু আজ পর্য্যন্ত আমার চোখে পড়ে নাই।

সত্যভামা। তবে প্রয়োজন কি নাথ! এরূপ অনুচিত অসাধ্যসাধনে অগ্রসর হ'য়ে? সে তো তোমার কোন অনিষ্ট করে নাই!

শ্রীকৃষ্ণ। তা করে নাই; কিন্তু জান না কি সত্যভামা! দেবতার অনাদর আমার দুর্ভাগ্য; ব্রাহ্মণের অপমান আমার রাজ-যক্ষ্মা; রমণীর অশ্রু আমার জীবন্মৃত্যু। সে এই ত্র্যহস্পর্শে পা দিয়েছে। আমি আর কিছুই নই, শুদ্ধ এই তিনের শাস্তির সমষ্টি। আর আমার নির্ব্বিকার থাক্‌বার উপায় নাই। আমার আপাদমস্তকে অগ্নির জ্বালা, ধমনীতে বিষের প্রবাহ, মুহূর্ত্তের বিলম্বে সুদীর্ঘ যুগের অনুভূতি। অসাধ্য

হোক্, সাধ্য হোক্, আমায় ঝাঁপ দিতে হবে। মরণ নিশ্চিত, তবু ধর্ম্মকে তুল্‌তে কর্ম্মের সাগরে ডুব্‌তে হবে।

সত্যভামা। ইচ্ছাময় তুমি! আমি তোমার চরণ-চিহ্ন-অনুস্মৃতা দাসী। দাও প্রভু—দেবতা-ব্রাহ্মণের যোগ্য সম্মান, কর প্রভু—রমণীর আর্ত্তনাদ নিবারণ। ঘোষণা কর পাঞ্চজন্যে তোমার আশ্রিতবৎসল দয়াময় নাম; তাতে মৃত্যু হয়—সে মরণ তোমার চরণের নূপুর। তবে একটা অনুমতি দিতে হবে প্রভু! জীবন-সঙ্গিনী আজ মরণের সঙ্গিনী হ'তে চায়।

[শ্রীকৃষ্ণ নীরব]

সত্যভামা। নিষ্ঠুর হ'য়ো না—পায়ে ঠেলো না, সহধর্ম্মিণী আমি—এই আমার শেষ অনুরোধ।

শ্রীকৃষ্ণ। এস সহধর্ম্মিণি! এস আদরিণী প্রিয়তমা! আমার জয় অনিবার্য্য; জয়লক্ষ্মী তুমি আমার সঙ্গিনী। তোমার এই অমানুষিক পতিপরায়ণতা আমার নরকবধের মহাশক্তি।

[উভয়ের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মণিপর্ব্বত

অর্ব্বুদ একাকী পরিভ্রমণ করিতেছিল

অর্ব্বুদ। কান্নার মাঝখানে ব'সে থাকা কি যন্ত্রণা! যারা কাঁদে তাদের বোধ হয় ততটা হয় না, হৃদয়ের আঘাতটা তারা ভাষায় গুছিয়ে বল্‌তে পায়; কিন্তু কান্না দেখা—মেঘ নাই, ঝড় নাই, শুধু

শুধু একটা শুষ্ক বজ্রাঘাত। খুব কাজের ভার পেয়েছি! বল্‌লে—যুদ্ধের লুণ্ঠিত রত্ন আপনার কাছে গচ্ছিত রাখা হবে। আমি জানি মণি, মাণিক্য, রত্ন,—স্বীকার হ'লাম; কে জানে, এর ভেতর এত! এ আমায় ব'সে মাসহারা খেতে দিলে না; ছোক্‌রা দেখ্‌ছি খুব কাজের। কিন্তু আর তো পারা যায় না। ছুঁড়ীগুলোর আর কোন কাজ নাই, দিনে রেতে একটীবার মুখ বুজ্‌বে না—কেবল হা-হা! কেন রে বাপু! খেতে পাস্‌ নাই, না পর্‌তে পাস্‌ নাই, না কোন অযত্নে আছিস্‌? তোদের পোড়াকপাল, আর আমার এ মর্‌বার সময় কর্ম্মভোগ!

তীর্থ প্রবেশ করিল

তীর্থ। হাঁ হে! তোমার কি আর কাজ জোটে নি? মেয়েগুলোকে অকারণ আট্‌কে রেখেছ কেন বল দেখি?

অর্ব্বুদ। অকারণ নয় ভাই! এর একটা বেশ মোলায়েম কারণ আছে।

তীর্থ। কারণ চুলোর ছাই! তোমাদের রাজা এদের মাথা খাবে, এই তো? দোহাই দাদা! আমার স্বর্গের পানে চাও, তার বুকে আর এ পাষাণ চাপিয়ো না। সতীনের চেয়ে ভার মেয়ে-জাতটার আর কিছুই নাই। দেখেছো কি আজকাল তার মুখখানা?

অর্ব্বুদ। যদিও চোখে দেখি নাই, তবু আমার অনুমান, তার মুখ যতই ম্লান হোক্‌, সে মলিনত্ব এ জগৎছাড়া. একটা অপার্থিব দীপ্তি; সে সহ্য কর্‌তে পারে।

তীর্থ। তাই তার ঘাড়ে বোঝার ওপর বোঝা চাপাতে হবে? আরে, সে তো সহ্য কর্‌তে পারে, আমি পারি কৈ? তার ঐ সহ্য করাটাই যে

আমার সব চেয়ে অসহ্য। সে যদি আপনা আপনি গুম্‌রে গুম্‌রে না পুড়ে ডাকাডাকি ক'রে কেঁদে উঠ্‌তো, বুঝ্‌তে পার্‌তুম—প্রতিকারের পথ পেতুম,—অন্ততঃ তার সঙ্গে গলা জড়িয়ে কেঁদেও এই বুকখানা খোলসা ক'রে ফেল্‌তুম। না ভাই! তুমি এদের ছেড়ে দাও, সে আমার সব ঘা পেয়েছে, এখনও এটা বাকী আছে।

অর্ব্বুদ। এ ঘা-টা তার কাছে পিঁপড়ের কামড় তীর্থ! তুমি জান না, যাও।

তীর্থ। তুমিও জান না অর্ব্বুদ! তোমার তো মেয়ে নাই, কখনও পরের মেয়ে নিয়ে ঘরও কর নাই; তা হ'লে বুঝ্‌তে, এ ঘা-টা কি ঘা,—মনে হ'তো, এর চেয়ে আমার মেয়ে বিধবা হোক্।

অর্ব্বুদ। জানি সব তীর্থ! কেবল কর্ত্তব্য আমায় ভুলিয়ে রেখেছে, অদৃষ্ট আমার হাত ধ'রে নিয়ে চলেছে; রাজ-আজ্ঞার করাল ব্যাদান আমার যা কিছু গ্রাস ক'রে বসেছে।

তীর্থ। বুঝেছি—নরক তোমাদের সর্ব্বস্ব, আমার স্বর্গ আজ আর কেউ নয়। তা হবে! তার হাতে তো আর চাবুক নাই, তার চাকচিক্য যা কিছু—তাতে তো আর চোখ ঝল্‌সে যায় না, নরকের বিদ্যুৎ ফোটানো অন্ধকার মিষ্টি লাগ্‌বে বই কি! হাঁ হে বাস্তু-ঘুঘুর দল! আজও যে তারই বাপের ভরা সিন্দুক হ'তে তোমাদের মাসহারা বাঁটোরা হ'চ্ছে। তারই খাচ্ছ, আর তারই মেয়ের গলায় পা দিচ্ছ! তোমাদের নরকেও স্থান হবে না; দেখ্‌তে পাবে—সেও তোমাদের ঘৃণা ক'রে স'রে দাঁড়াবে,—তোমাদের দু' কূলই যাবে।

স্বর্গ প্রবেশ করিলেন

স্বর্গ। তুমি এখান হ'তে যাও তীর্থ! এ স্থান তোমার নয়।

তীর্থ। যাই—যাই, তবে শুধু শুধু না গিয়ে এই কাল-সাপগুলোর বিষ-দাঁত ভেঙ্গে দিয়ে যেতে পার্‌তাম—

[অর্ব্বুদের প্রতি ভ্রূকুটী করিতে করিতে প্রস্থান]

অর্ব্বুদ। তুমি আবার এখানে কেন মা?

স্বর্গ। আমি একবার ভিতরে যেতে চাই, বালিকারা কাঁদ্‌ছে কেন দেখ্‌বো।

অর্ব্বুদ। বালিকাদের প্রতি তো কোন অত্যাচার হয় নি মা! তা-হ'লে আমি এ স্বর্গের দ্বারপাল হ'য়ে থাক্‌তাম না।

স্বর্গ। তা আমি জানি; আরও আমার স্বামী যাই হোন্‌, তিনি প্রবৃত্তির আজ্ঞাধীন নন, তাতেও দেখ্‌ছি একটা বেশ শৃঙ্খলা আছে। তাই আমি একবার জান্‌তে চাই—এরা আমায় বিনা দোষে অভিশাপ দেয় কেন?

অর্ব্বুদ। কৈ—এরা তো তোমায় কোন অভিসম্পাত করে নি মা!

স্বর্গ। আবার অভিসম্পাত কাকে বলে বৃদ্ধ! প্রত্যেক দীর্ঘশ্বাসে এরা আমায় মুহুর্মুহুঃ কাঁপিয়ে দিচ্ছে. এদের অশ্রুরেখা সাপ হ'য়ে দিন রাত আমার সাম্‌নে ফণা তুলে আছে; এরা দিনান্তে যতবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে গগনভেদী আর্ত্তনাদ কর্‌ছে, আমার হাতের নোয়াটা ঠিক ততবার ঝন্‌ঝন্‌-ক'রে উঠে, যায়-যায়—আমি কোন মতে ধ'রে ফেল্‌ছি।

অর্ব্বুদ। যাবে না মা! তোমার হাতের নোয়া যাবার নয়। ধ্বংসের অন্ধকার-যবনিকার অন্তরাল হ'তে উঁকি মার্‌ছে তোমার ঐ উজ্জ্বল সিন্দূরের আভা; সহস্র অভিসম্পাতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তুমি অমর বর-শালিনী মহামহিমময়ী মা! যাও মা হাস্য-প্রতিমা! কান্নার কণ্ঠরোধে; ঐ সম্মুখে তার বেলাহত তরঙ্গ।

[প্রস্থান]

গীতকণ্ঠে কুমারীগণ উপস্থিত হইল

গীত

কেন জনমিয়েছিনু গো এ পোড়া জনম।
বিষাদের এ যে অবিরাম গীতি, কোথাও দেখি না সম্।
রসনা জানে না বেদনার ভাষা, চক্ষু আছে তা পলকহীন,
শুনিনি কখনও আলোকেয় নাম, আঁধারে আঁধারে যায় গো দিন,
নাই প্রাণ তাই আজিও বেঁচে আছি, সোণার জগতে খেলি কাণামাছি,
তত দূরে পড়ি যত কাছাকাছি—একি গো দুঃখ কম?

স্বর্গ। তোমরা কাঁদ্‌ছো কেন?

১ম কুমারী। কাঁদ্‌বার জন্যই যে আমাদের সৃষ্টি!

স্বর্গ। সে আবার কি?

১ম কুমারী। বুঝ্‌তে পার্‌লে না? কেন, তুমিও তো রমণী! হাসির সঙ্গে তোমারও তো দেখা-শোনা থাক্‌বার কথা নয়!

স্বর্গ। [মুহূর্ত্তের জন্য নীরব হইলেন, পরে বলিলেন] থাক্; এখন তোমরা কি চাও?

১ম কুমারী। দিতে পার্‌বে? তুমি কে?

স্বর্গ। আমি নরকের সঙ্গিনী—স্বর্গ।

১ম কুমারী। মহারাণী? তবে আমাদের মুক্তি দাও।

স্বর্গ। শুদ্ধ ঐটী আমার ক্ষমতার অতীত; তা ছাড়া তোমরা যা চাও—সুখ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, স্বামী পর্য্যন্ত।

১ম কুমারী। তা হ'লে যাও তুমি! আমরা সুখের সাগরে ভাস্‌ছি, ঐশ্বর্য্যের স্তূপে ব'সে আছি, সম্মানের শিখরে উঠেছি, জগৎস্বামীতে আত্ম-সমর্পণ করেছি।

চতুর্দ্দশী উপস্থিত হইল

চতুর্দ্দশী। চুপ্! চুপ্! মিছে কথাগুলো বলিস্ না। তা হ'লে তোরা কাঁদ্‌ছিস্ কেন গো? জগৎস্বামীতে আত্মসমর্পণ কর্‌তে পার্‌লে কি আর কান্না আসে, না কামনা থাকে? তোরা মুখেই কেবল হা কৃষ্ণ —হা কৃষ্ণ কর্‌ছিস্, আত্মসমর্পণ তোদের কৈ? আত্মসমর্পণ কি রকম জানিস্? এই শোন্—

গীত

বঁধু, তুমি যে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তোমারে সঁপেছি কুল, শীল, জাতি, মান॥
শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে কভু না পাসরি তোমা।
অবলার ত্রুটি হয় শতকোটী করিবে করিও ক্ষমা॥
না ঠেলিও ছলে অথবা অথলে যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনু গতি যে নাহিক মোর॥
সতী বা অসতী তাহে মোর মতি তোহারই আনন্দে ভাসি।
বিরহ মিলন সমান আমার, নাম আমি ভালবাসি॥

দেখ্‌ছিস—চোখে জল আছে? বুকে দীর্ঘশ্বাস আছে? মুখে কামনার একটু আভাস আছে? এই—একেই বলে আত্মসমর্পণ।

[প্রস্থান]

স্বর্গ। অভিমান ত্যাগ কর কুমারীগণ! নন্দনের পারিজাত দিয়ে আমি নিজের হাতে তোমাদের বেণী রচনা ক'রে দেবো, জগতের সমস্ত ভোগ দিয়ে প্রাতঃসন্ধ্যা তোমাদের পূজা কর্‌বো, নিজের সিঁথির সিন্দুর তোমাদের কপালে পরিয়ে দিয়ে দানব-সম্রাজ্ঞী আমি—দাসী হ'য়ে জীবন কাটাবো।

১ম কুমারী। তোমার সিঁদুর! সে তো ম্লান হ'য়ে এসেছে দানব-সম্রাজ্ঞি! আর ক'দিন! এ চোখে যা জল ঝর্‌ছে—ধুয়ে গেল ব'লে।

স্বর্গ। যাক্—তাতে দুঃখ নাই; তবে তোমাদের এ অশ্রু-নদীর উৎপত্তি জান্‌তে পার্‌লুম না—এই দুঃখ।

১ম কুমারী। আবার উৎপত্তি!

স্বর্গ। তোমাদের প্রতি কোন অত্যাচার হয়েছে কি?

১ম কুমারী। চরম অত্যাচার! আমরা ঘুমুচ্ছিলাম, কেন আমাদের মা-বাপের কোল হ'তে ছিনিয়ে আন্‌লে?

স্বর্গ। মা-বাপের কোলে থাক্‌বার তো তোমাদের আর বয়স নাই।

১ম কুমারী। না থাক্, আমরা কি কাকেও পতিত্বে বরণ করেছি?

স্বর্গ। না কর্‌লেও বাহুবলে কন্যা জয় করা বীরকুলের প্রথা।

১ম কুমারী। কন্যাদের চিত্তজয়?

স্বর্গ। চিত্ত! রূপ যাদের লালসার লক্ষ্য, হৃদয় যাদের অবাধ্য—অতি ক্ষুদ্র একটা কিছু, সে জাতির আবার চিত্ত? উধাও মন নিয়ে দণ্ডে দণ্ডে যাদের ভাঙ্গা-গড়া, তাদের আবার আত্মম্ভরিতা? যাদের আগা-গোড়া অবলম্বনশূন্য, সৃষ্টি মাত্র একটা মূর্ত্তিমান নির্ভরতা, সেই তোমাদের এত বিচার? সুখ পাবে যদি, বুক বাঁধ বালিকা! আমার মুখপানে চাও।

১ম কুমারী। বুক ভেঙ্গে গেছে মহারাণি! যাও—আমাদের ভাগ্যের অন্ধকারে আর বিদ্যুৎ দেখাতে হবে না। কান্নাই আমাদের সুখ,—যতক্ষণ থাকি, আমাদের কাঁদ্‌তে দাও।

স্বর্গ। তবে কাঁদ তোমাদের সাধের কান্না,—এর জন্য কেউ দায়ী নয়। ডাক্‌তে হয় ভগবানকে—আরও উচ্চৈঃস্বরে ডাক, কিন্তু জেনো—

এ ডাক তাঁর কর্ণে পৌঁছাবে না; যদিও পৌঁছায়, এ আহ্বানে তোমাদের মুক্তি নাই, এ আহ্বানে আমাদেরই অযাচিত উদ্ধার।

[প্রস্থান]

কুমারীগণের

গীত

কেন জনমিয়েছিনু গো এ পোড়া জনম।
বিষাদের এ যে অবিরাম গীতি কোথাও দেখি না সম্॥

[গাহিতে গাহিতে কুমারীগণের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রাজসভা

সিংহাসনে নরকাসুর উপবিষ্ট, উভয় পার্শ্বে মুর ও নিশুম্ভ দণ্ডায়মান, সম্মুখে বিশ্বকর্ম্মা

নরক। দুর্গ সম্পূর্ণ?

বিশ্বকর্ম্মা। হাঁ রাজা! নিখুঁত।

নরক। তুমি এর কি পুরস্কার চাও?

[বিশ্বকর্ম্মা নীরব রহিলেন]

নরক। ভাব্ছো কি বিশ্বকর্ম্মা? বল, তোমার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকবে না।

বিশ্বকর্ম্মা। দেখ রাজা! ভাবি যথাসাধ্য তোমায় ভালবাসি, মনে করি সব ভুলি, কিন্তু তা তুমি হ'তে দাও না। কথায়, চাহনিতে, ব্যবহারে নানা রকমে তুমি তোমার নরকত্ব মনে পড়িয়ে দাও!

নরক। আমারও ঠিক ঐ দশা বিশ্বকর্ম্মা! আমিও এক একবার চেষ্টা করি তোমাদের দেবতার মত দেখি; কিন্তু তোমাদের ঐ নির্ব্বিষ ঔদ্ধত্য আমার চক্ষে লৌহশলাকা ফুটিয়ে দেয়, আমি অন্ধ হ'য়ে যাই। কাজ করেছ, পুরস্কার দিতে চাই; এতে আমার নরকত্বটা কোন্‌খানে বিশ্বকর্ম্মা?

বিশ্বকর্ম্মা। না—তুমি আমায় ঠিক থাকৃতে দিলে না। আমি মনটাকে অনেকটাকে গুছিয়ে এনেছিলুম, গেল—আবার ছড়িয়ে গেল। যাক্, নরক! আমি কি তোমার দুর্গ তৈরী করৃতে এসেছি পেটের দায়ে? না, নাম কেন্‌বার লোভে? কর্ম্মফলে—ভাগ্যের তিরস্কারে! নরক! বিশ্বকর্ম্মার জীবনে এ একটা ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল।

নরক। তা হ'লে তুমি পুরস্কার নেবে না?

বিশ্বকর্ম্মা। আবার? [ঈষৎ চিন্তা করিয়া] হাঁ—পুরস্কার নেবো। তুমি আমার এই হাত দুখানা গুঁড়ো ক'রে দাও রাজা! আমায় যেন আর এ কাজে হাত দিতে না হয়; এই পুরস্কার—এই অনুগ্রহ।

মুর। দৈত্যের দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে এত আত্মগ্লানি—এত অপমান-বোধ তোমাদের বিশ্বকর্ম্মা! এ আত্মমর্য্যাদা আবার কবে হ'তে হ'লো? অহঙ্কারী দেবতার দল! কর্ব্বুরপতি রাবণের অবিমৃচ্য দাসত্ব যে তোমাদের কপালে ছাপ মারা রয়েছে; তার কাছে এ তো তোমাদের মহৎ সম্মান।

[বিশ্বকর্ম্মা নীরবে ভ্রূকুটী করিলেন]

নিশুম্ভ। নীরব যে দেবতা! ভ্রূকুটী কিসের? দৈত্যের আজ্ঞা-পালন অগৌরবের নয়। তোমাদের দেবতাশ্রেষ্ঠ নারায়ণ পাতালে এই অধম দৈত্যকুলোদ্ভব বলির দ্বারে প্রহরী।

বিশ্বকর্ম্মা। বলি আর নরক? আমি চুপ ক'রে থাক্‌তে পার্‌লুম না রাজা! বলি করেছিল ভগবানকে যথাসর্ব্বস্ব দান, তোমরা কর্‌ছো ভগবানের মহিমার রাজ্য লুট; তার নামে পাহাড় ফেটে করুণার সহস্র ধারা ছুটে গেছে, তোমাদের নামে এক চোখের কোণ ছাড়া সব শুক্‌নো—খট্‌খটে—ধূ-ধূ মরুভূমি। তার পায়ের তলায় ছিল কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞানের ত্রিবেণী সঙ্গম, তোমাদের মাথার উপর শনি, রাহু, কেতু, ত্রিপাপী।

নরক। যাক্—আর কাজ নাই বিশ্বকর্ম্মা অনর্থক তর্কে। পুরস্কার না চাও, আমি তোমার মুক্তি দিলাম। যাও এখান হ'তে—যত শীঘ্র পার, নইলে একটা কিছু নিতে হবে।

বিশ্বকর্ম্মা। যাই, তবে একটা কথা ব'লে যাই রাজা! আমি তোমার শত্রু হ'লেও গুপ্তঘাতক নই। ইচ্ছা কর্‌লে এ দুর্গনির্ম্মাণের প্রতিশোধ এই দুর্গের মধ্যেই রেখে যেতে পার্‌তুম, তুমি আপনা আপনি জ্ব'লে পুড়ে ছাই হ'য়ে যেতে। কিন্তু আমি তা করি নাই। যতক্ষণ এই দুর্গের ভিতর থাক্‌বে—তুমি অমর। যদিও চোখের জল দিয়ে গেঁথেছি, তবু এখনও এমন অস্ত্র তৈরী হয় নাই যে, এই দুর্গের একখানা পাথর খসাতে পারে। জগতে এমন কৌশলী নাই, বিশ্বকর্ম্মার বিনা সাহায্যে এর মধ্যে প্রবেশ করে। এমন বীর আজও জন্মায় নাই, হাতের তীর পরিখা পার ক'রে দুর্গদ্বার স্পর্শ করায়। সাবধান! গড়ের বাইরে পা দিও না; আমাদের দশায় যাই হোক্, তুমি আপ্রলয় এইভাবে উঠে থাক্‌বে। [গমনোদ্যত]

নরক। দাঁড়াও বিশ্বকর্ম্মা! ব'লে যাও—এতদিনের পর আমার থাকা নিয়ে তোমার এ নেশা প'ড়ে গেল কেন?

বিশ্বকর্ম্মা। থাকা তোমার উচিত নরক! স্বর্গ যখন তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী—এক আত্মা—খুব নিকট। তুমি ভীষণ হ'লেও সে যে আমার চির শান্ত; তোমার হাতে অগ্নিবৃষ্টি থাক্‌লেও তার হাতে যে ফুল-চন্দন; তোমাতে বিভীষিকা তাতে যে বরাভয়। তুমি থাক—তুমি থাক, তুমি না থাক্‌লে সে থাকে কৈ?

[প্রস্থান]

নরক। [স্বগত] না, আর কারও থাকায় কাজ নাই। জগৎ বড় স্বার্থপর, সে কেবল ভাগ ক'রে সুখ নিতে চায়। সুখের সঙ্গে দুঃখ যে আধা-আধি জড়ানো, ছাড়াবার নয়, এটা তার ধারণায় মোটেই নিতে পার্‌লে না। যাক্—আর না, সব হ'য়ে গেছে; দেখুক্ জগৎ একবার একাকারের শাস্তিটা।

দ্রুতপদে পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। নরক! নরক!

নরক। কি মা! কি মা!

পৃথিবী। শত্রু! শত্রু!

নরক। কোথায়?

পৃথিবী। দেখ্‌তে পাচ্ছো না? অনুভব হ'চ্ছে না? তোমার প্রতি নিঃশ্বাসে—প্রতি লোককূপে—প্রতি রক্তবিন্দুতে। ঐ শূন্যে তাদের উত্তেজনার দামামা বাজাচ্ছে! বাতাস তাদের মাথায় ফুল ছড়িয়ে উড়িয়ে নিয়ে আস্‌ছে! এলো ব'লে! নরক! তোমার পিতা নারায়ণের অষ্টমাবতার শ্রীকৃষ্ণ তোমার বিরুদ্ধে অগ্রসর। তোমার শত্রু—তোমারই জন্ম।

নরক। শুধু আমার নয় মা! জগতের সবারই ঐ দশা। যে বীজে জন্ম হয়, সেটা ঠিক জন্মের বীজ নয় মা, মৃত্যুরই বীজ। জন্মটা যে মৃত্যুরই জন্য। তার জন্য তোমায় অত ব্যস্ত হ'তে হবে না মা! শান্ত হও।

পৃথিবী। শান্ত হবো! বেশ, একটা কথা আমার পা ছুঁয়ে বল নরক!

নরক। কি মা?

পৃথিবী। বল—তুমি সন্ধি করবে? এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরবে না?

স্বর্গ প্রবেশ করিলেন

স্বর্গ। আর তা হয় না মা, আর তা হয় না।

পৃথিবী। বৌমা! আমার সন্তানের কল্যাণ-কামনার মাঝখানে পর্ব্বতের মত আমাদের মাতা-পুত্রের ব্যবধান হ'য়ে তুমি আবার কেন এসে দাঁড়ালে মা?

স্বর্গ। আমার স্বামীর সুনাম রক্ষায় আমার যে অবাধ গতি মা!

পৃথিবী। এতে দুর্নামের তো কিছু নাই মা! পিতা—

স্বর্গ। হোক্ না পিতা! আস্ছেন কোথা? সম্বন্ধ-বর্জ্জিত রণ-স্থলে যে!

পৃথিবী। বালিকা! বুঝ্তে পারছো না এ যুদ্ধের পরিণাম? শোন নাই কংসারি কৃষ্ণের নাম? সিঁথির সিন্দুরের চেয়েও তোমার সুনামটাই বড় হ'লো?

স্বর্গ। আজ তাই হয়েছে মা! একদিন অন্য ভেবেছিলাম। সে সংঘর্ষে শুধু আমার পাঁজরখানাই ভেঙ্গে গেছে; তাকে গুছিয়ে রাখ্তে পারি নাই। আমার সিঁথির সিন্দুর তুমিই যে ছড়িয়ে দিয়েছ মা! আর তাকে কুড়িয়ে নেওয়া ভার। ভেবো না মা! যা যাবার, তা তো

গেছে ; এখন যার জন্য গেছে, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত সেটাকে রাখ্‌তে হবে বই কি ! তা না হ'লে বিধবার বেণীবন্ধনের মত বিদ্রূপের সিঁদুর-টিপ প'রে আর শুধু শুধু কপালটায় ভারী ক'রে রাখায় কোন লাভ নাই।

নরক। স্বর্গ! স্বর্গ! বহুদিনের পর আজ তো তোমায় বড় সুন্দর দেখ্‌ছি।

স্বর্গ। তা হ'লে বুঝ্‌তে হবে—আজিকার এ সৌন্দর্য্য দৃশ্য বস্তুর নয়, এ সৌন্দর্য্য দর্শকের চক্ষের।

নরক। মা! তোমার গৌরবে এতদিন বজ্রের গ্রাস—ব্রাহ্মণের রক্তচক্ষু—রমণীর অশ্রুজল, জগতের যত বিভীষিকা স্থলে আনন্দে অবাধ ভ্রমণ করেছি। অতীতকে প্রতিহিংসার বীজ মন্ত্রে বাঁচিয়ে ভবিষ্যৎকে শুদ্ধ ভয় দেখানো অলীক কল্পনা ভেবে কুক্কুরের মত তাড়া ক'রে বর্ত্তমান নিয়ে অট্টহাস্যে বিশ্ববক্ষে নেচে এসেছি। আজ সেই ভবিষ্যতের তাড়ায়—সেই আমি তোমার পুত্র, সেই দীর্ঘ জীবনের রক্তঢালা গৌরব এক কথায় কলঙ্ক সাগরে ডুবিয়ে দেবো? হবে না মা সন্ধি,—যাও।

পৃথিবী। মৃত্যু! মৃত্যু! মৃত্যু!

নরক। হোক্ মৃত্যু! মৃত্যুময় জগৎ—মৃত্যু ব্রহ্ম—মৃত্যুই জগতের একমাত্র নিস্তার। মৃত্যুকে চায় না শুদ্ধ তারা—যাদের ভগবানের প্রতি ফিরে চাইবার অবকাশ নাই; কামিনী কাঞ্চন প্রভুত্ব সম্পদ নিয়েই ভোর। আমিও এতদিন চাইতাম না, আজ তাকে চাই। জীবনটায় শুদ্ধ মরুভূমির ওপর দিয়েই ছুটোছুটি ক'রে আস্‌ছি মা! শুদ্ধ পিপাসাই বাড়িয়েছি; পেলাম কি? যার জন্য করেছি, তার কি হ'লো? করেছি তোমার শান্তির জন্য, এখন দেখ্‌ছি—তুমি আরও

অশান্ত—আরও জ্বালাময়ী—আরও হতভাগিনী। স'রে যাও মা, এ নরক ভোগ হ'তে ; কিছু না কিছু একটা পেলেও পেতে পারো।

পৃথিবী। ঐ সত্য যুগ আমার পিছু নিয়েছে ; ঐ ভোগ-লালসা ত্রিশূল ধ'রে আমার সাম্‌নে আট্‌কেছে। আমিই আমার চুলের মুঠি ধরেছি—আমিই আমার মাথা খাবো।

[প্রস্থান]

নরক। এস স্বর্গ ! আজ আবার আনন্দে তোমার গলা জড়িয়ে ধরি। গলা ধ'রে এসেছিলাম, কর্ম্মের পার্থক্যে দু-দিনের ছাড়াছাড়ি। সম্মুখে নির্ব্বাণ ; আর আমাদের বিভিন্নতা চল্‌বে না, আজ তুমি আমি এক। [স্বর্গের হস্তধারণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন]

নির্ব্বাণ প্রবেশ করিল

নির্ব্বাণ। এ যুদ্ধটায় আমি কি কোন ভার পেতে পারি ?

নরক। নির্ব্বাণ ! সময়েই এসেছ। যুদ্ধের ভার তোমায় দিই নাই—দেবোও না ; সে ভার তোমার জন্য নয়। ধর প্রাণাধিক ! এই সাম্রাজ্যের ভার। [মুকুট দান করিলেন] দ্বিরুক্তি ক'রো না। ছুটে চল্‌লাম আমরা, ফুটে থাক তুমি চির-জাজ্জ্বল্যমান।

বিশ্বকর্ম্মা প্রবেশ করিলেন

বিশ্বকর্ম্মা। রাজা ! রাজা !

নরক। একি বিশ্বকর্ম্মা ! আবার তুমি ?

বিশ্বকর্ম্মা। হাঁ—আবার আমি। তুমি আমায় বন্দী কর—তুমি আমায় বন্দী কর।

নরক। সে কি ?

বিশ্বকর্ম্মা। না হয় আমার জিব্‌টা কেটে দাও, দুয়ের যা হয় একটা শিগ্‌গীর ক'রে ফেল।

[নরক নির্ব্বাক-বিস্ময়ে বিশ্বকর্ম্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন]

বিশ্বকর্ম্মা। দেখ্‌ছো কি অবাক হ'য়ে? বুঝ্‌তে পারছো না, তোমার শত্রু আস্‌ছে—ঐ পঙ্গপালের মত ছেয়ে। এখনি আমি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে ফেল্‌বো; হয় তো দুর্গপ্রবেশের কৌশল ব'লে দেবো। সাবধান! আমায় আট্‌কাও, আমি ছুটে এসেছি।

নরক। দু-দিক ধ'রে চল্‌তে চাও বিশ্বকর্ম্মা?

বিশ্বকর্ম্মা। আমি চাই নাই রাজা! আমায় দু-জনে ধ'রে টানাটানি করছে। তোমার তাড়না আর তোমার স্ত্রীর পূজা, এই দুটোয় আমার প্রাণের ভেতর একটা তুমুল লড়াই বাধিয়েছে। যখন তাড়না মনে প্রবল হ'চ্ছে, আমার চুলের মুঠি ধ'রে তোমার শত্রুপক্ষে টেনে নিয়ে যাচ্ছে; আর যখন পূজাটা স্মরণ হ'চ্ছে, তোমার জন্য চোখ দিয়ে দর-দর ক'রে জল আস্‌ছে। এখন আমি তারই অধীনে। তাড়নাটা অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। এই সময়—নইলে সে আবার এখনই এসে পড়্‌বে—আমায় ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখ্‌বে। নাও—নাও, যা হয় একটা ক'রে ফেল। শত্রু প্রবল, তা না হ'লে তোমার রাজ্য কিছুতেই থাক্‌বে না।

নরক। রাজ্য থাকা না থাকায় আর আমার কোন হাত নাই বিশ্বকর্ম্মা! আমি আর এ রাজ্যের কেউ নই; এখন এ রাজ্যের মুকুট ঐ দেখ সুকুমার শিশুর মস্তকে।

বিশ্বকর্ম্মা। ও—তুমি! চমৎকার পরিবর্ত্তন! সুন্দর মূর্ত্তি! দীর্ঘ যুগের বুকে এ একটা চির-সান্ত্বনার প্রলেপ! যাক্—এ তো গেল তোমার রাজ্যের শৃঙ্খলা, এখন যুদ্ধ?

নরক। যুদ্ধ করবো।

বিশ্বকর্ম্মা। একটা কথা ব'লে যাই, দুর্গের চারটে দ্বারে চার জন উপযুক্ত প্রহরী রেখো, বাস্—আর যা কর, আর না কর। ঐ বুঝি আবার সেই পিশাচটা আমার ভেতর এসে পড়্লো। আবার লড়াই—আবার লড়াই! যা—এবারে যে সেই জিতে গেল—সেই জিতে গেল! পালিয়ো না—পালিয়ো না—এস, এস তুমিও পূজার স্মৃতি আমাদের পিছু পিছু; চেষ্টা কর অন্ততঃ আর একবার! ফেরাও—ফেরাও, আমায় অর্দ্ধেক পথ হ'তেও ফেরাও।

[প্রস্থান]

নেপথ্যে যদুসৈন্যের কোলাহল

যদুসৈন্যগণ। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়।

নরক। ঐ যদুসৈন্যের কোলাহল! প্রধান সেনাপতি মুর! আপনি প্রথম দ্বারে থাকুন। সেনাপতি নিশুম্ভ! আপনি চতুর্থ দ্বারে যান্।

মুর। দ্বিতীয়, তৃতীয়?

নরক। আর তো কেউ নাই, আমি নিজেই রক্ষা করবো।

শিশিরায়ণ ও শঙ্খনাদের প্রবেশ

শিশির। না রাজা! রাজা করেছি, শেষ পর্য্যন্ত রাজার মতই থাক; প্রহরীর কার্য্য আমাদের।

নরক। শিশিরায়ণ! শঙ্খনাদ!

শঙ্খনাদ। বিশ্বাস কর রাজা! আমাদের বিশ্বাস কর। আমাদের অপরাধ শুদ্ধ বন্ধুত্ব, আমরা রাজদ্রোহী নই।

নরক। এস শিশির! এস শঙ্খ! তোমাদের ঋণ-পরিশোধের সুযোগ আমার ঘটে নাই ভাই! আজ আমি তোমাদের প্রাণ ভ'রে

আলিঙ্গন করি। আর আমি তোমাদের রাজা নই—রাজোচিত সে গর্ব্ব আর আমাতে নাই। তোমাদের দেওয়া রাজত্ব ঐ দেখ প'ড়ে রইলো। এখন তোমরা যা, আমি তার অধম। [আলিঙ্গন]

[নেপথ্যে যদুসৈন্যের জয়নাদ]

যদুসৈন্যগণ। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

মুর। ঐ গর্ব্বিত হুঙ্কার! নিশুম্ভ! আর না ভাই, শত্রু দ্বারদেশে।

নিশুম্ভ। চল ভাই, মৃত্যুর তালে নাচ্‌তে নাচ্‌তে সকল হুঙ্কারের কণ্ঠরোধ করি।

শিশির। আসি তবে রাজা! রক্ষা কর্‌তে পার্‌বো কি না জানি না, তবে আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত তুমি সেই রাজা।

শঙ্খনাদ। আমরা অতীতের ধ্যান করি না রাজা! আমাদের আশার ভবিষ্যৎ নাই; আমরা বর্ত্তমান নিয়ে এসেছিলাম—বর্ত্তমান নিয়েই চল্‌লাম।

নেপথ্যে যদুসৈন্যগণ

যদুসৈন্যগণ। জয় জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণের জয়!

নরক। বল, জয় জগৎ-বাঞ্ছিত নির্ব্বাণের জয়!

সকলে। জয় জগৎ-বাঞ্ছিত নির্ব্বাণের জয়!

[সকলের প্রস্থান]

———

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

শিবির

শ্রীকৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, ত্রিবিক্রম ও যদুসৈন্যগণ

দাঁড়াইয়াছিলেন

যদুসৈন্যগণ। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

শ্রীকৃষ্ণ। কৈ—এখনও পর্য্যন্ত দৈত্যপুরীর সমাধিভঙ্গের কোন লক্ষণই তো দেখ্‌ছি না।

বলরাম। ও সমাধি ভাঙ্গবার মত তেমন কিছু করাও তো হয় নাই কৃষ্ণ!

শ্রীকৃষ্ণ। নিদাঘ জলদের মত যদুসৈন্য দ্বারদেশে মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন কর্‌ছে, আবার কি কর্‌তে হবে দাদা?

বলরাম। এ সব গর্জ্জন নরকাসুরের কর্ণে বংশীধ্বনি! প্রলয়ের বিষাণ ছাপিয়ে যার অট্টহাস্য, সে কি কখনও জীমূতমন্দ্রে কাণ দেয়? তার ঘুম ভাঙ্গাতে হ'লে পৃথিবীর বুকে তুমি নিজে একটা পদাঘাত কর ভাই! ভূমিনন্দন ভূমিকম্প ভিন্ন জাগ্‌বে না।

সাত্যকি। অনুমতি করুন, আমরা পুরী অবরোধ করি।

ত্রিবিক্রম। দুর্গের পাথর ধুলো হ'য়ে পথে ছড়িয়ে না পড়্‌লে ওরা দেখ্‌ছি আশ্রয় ত্যাগ কর্‌বে না!

জয় উপস্থিত হইল

শ্রীকৃষ্ণ। এই যে জয়! কি সংবাদ?

জয়। শত্রু সতর্ক, যা ভাবা যাচ্ছিল তা নয়; তারা রীতিমত সেজে দাঁড়িয়েছে। প্রথম দ্বারে মুর; দ্বিতীয় দ্বারে শিশিরায়ণ, তৃতীয় দ্বারে শঙ্খনাদ, চতুর্থ দ্বারে নিশুম্ভ, মধ্যস্থলে নরক, পার্শ্বে স্বর্গ, সর্ব্বোচ্চে—সিংহাসনে নির্ব্বাণ,—চমৎকার সেজে দাঁড়িয়েছে! আমাদিকেই আক্রমণ কর্‌তে হবে পরিখা পার হ'য়ে।

বলরাম। উত্তম, তাই হবে। তুমি যাও শিবিরে সত্যভামার কাছে; তোমার আর কোন কাজ নাই, শুদ্ধ তাকে সদাসর্ব্বদা উত্তেজিত রাখ্‌বে।

[জয় প্রস্থান করিল]

শ্রীকৃষ্ণ। দাদা! আপনি নিশুম্ভের সম্মুখীন হোন্—আপনার ঐ প্রলয়-পারদর্শী হল উত্তোলন ক'রে; সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্ধর্ষ সেই। সাত্যকি! দ্বিতীয় দ্বারে যাও, সেখানে কাল সম শিশিরায়ণ। ত্রিবিক্রম! তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী শঙ্খনাদ। আমি মুরারি।

সকলে। জয় অসুরারি শ্রীকৃষ্ণের জয়! [গমনোদ্যত]

ময় উপস্থিত হইল

ময়। দাঁড়াও; একটা নিবেদন আছে প্রভু!

শ্রীকৃষ্ণ। কি ময়?

ময়। আমার গুরুর সাহায্য ব্যতীত এ যুদ্ধে জয়ের আশা নাই। দুর্গ প্রবেশ দুরূহ, শুদ্ধ রক্তপাতই সার হবে; অধিকন্তু জীবন পর্য্যন্ত বিপদাপন্ন হবে।

বলরাম। যাও ময়! বিশ্বকর্ম্মাকে আমার আদেশ জানিয়ে ব'লো—সে যেন এই মুহূর্ত্তে আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। আমরা অগ্রসর হয়েছি, জীবনের মমতায় আর পিছু ফির্‌তে পার্‌বো না।

শ্রীকৃষ্ণ। তাই হোক্ ময়! যত শীঘ্র সম্ভব, তুমি বিশ্বকর্ম্মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। আমরা তোমার আশায় আগুনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। অগ্রসর হও বীরগণ!

সকলে। জয় শত্রুসূদন শ্রীকৃষ্ণের জয়!

[ময় ব্যতীত সকলের প্রস্থান]

ময়। গুরু! গুরু! এখনও কি তোমার চোখে জল? অত্যাচারের পায়ে আজও কি তোমার উন্নত শির লুণ্ঠিত? ভয় নাই! ভয় নাই! ভগীরথ গঙ্গা এনেছিলেন সগরবংশ উদ্ধারের জন্য; দেখ গুরু! আমি এনেছি একটা হত্যাকাণ্ডের বন্যা মহিমার ভগ্নস্তূপ পুনর্জ্জীবিত কর্‌বার জন্য।

[প্রস্থান]

———

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দুর্গদ্বার

মুর, নিশুম্ভ, শিশিরায়ণ, শঙ্খনাদ ও দৈত্যসৈন্যগণ

মুর। শত্রুসেনা নিকটবর্ত্তী, আর পরামর্শের সময় নাই। ঐ দেখ নিশুম্ভ! হলায়ুধ তোমায় লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে, গতিরোধ কর্‌বে সাবধানে। শিশিরায়ণ! সাত্যকি তোমার সম্মুখীন, তুচ্ছ ভেবো

না পুত্র! তোমার বিরুদ্ধে ত্রিবিক্রম শঙ্খনাদ; হৃদয়ের সমস্ত বিক্রম আজ তোমায় দেখাতে হবে বাবা! আমি লক্ষ্য—চক্রধর শ্রীকৃষ্ণের; প্রাণ পূর্ণ।

নিশুম্ভ। সাবধান রাম! অগ্রসর হ'চ্ছো মরণকে পশ্চাতে নিয়ে, দমন কর এখনও তোমার ক্ষত্র-সাহসের স্পর্দ্ধা। আস্ছো কোথা জান? দৈত্যের দাবানল-জীর্ণকারী জঠর-জ্বালায়।

[প্রস্থান]

শঙ্খনাদ। এস ত্রিবিক্রম! মুমূর্ষুর শেষ হাস্যের মত বীরত্ব গৌরবে উন্মুক্ত হ'য়ে। তোমার পথ পরিষ্কার ক'রে দিচ্ছে সংসার—উৎসব কর্‌ছে অন্ধকার—অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান কালরূপী শঙ্খনাদ।

[প্রস্থান]

শিশিরায়ণ। আসি তবে পিতা! অগ্রসর যাদবসেনানী সাত্যকি! পারি তো আবার সাক্ষাৎ কর্‌বো ঐ ছিন্নমুণ্ড নিয়ে; নতুবা এই শেষ। সতর্ক হোন্ বীরেন্দ্র! ঐ পাঞ্চজন্য বেজে উঠ্‌লো!

[প্রস্থান]

মুর। সৈন্যগণ! বল, জয় দৈত্যেশ্বর নরকাসুরের জয়!

সৈন্যগণ। জয় দৈত্যেশ্বর নরকাসুরের জয়!

যদুসৈন্যগণ সহ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখীন হইলেন

যদুসৈন্যগণ। জয় যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের জয়!

মুর। দাঁড়াও—কোথা যাবে উদ্‌ভ্রান্তগণ?

শ্রীকৃষ্ণ। নরক-নিবারণে। দ্বার ছাড় নরকের দ্বারের প্রহরী!

মুর। এ দ্বারের নিয়ম—রাজদর্শনে যেতে হ'লে আগে একটী দর্শনী রেখে যেতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণ। কি দর্শনী ?

মুর। শির।

শ্রীকৃষ্ণ। আমি দর্শনী দিয়ে রাজদর্শন করি না মুর! বরং সর্ব্বত্র আমার প্রণামীর ব্যবস্থা আছে।

মুর। হ'তে পারে। কিন্তু গঙ্গাজল—জল নয়, দৈত্যরাজ্য সর্ব্বত্র হ'তে স্বতন্ত্র।

শ্রীকৃষ্ণ। শোন নাই দৈত্য! কেশী, কংসের জীবনী ?

মুর। সেটা প্রণামী নয়, ঋণ; সেই স্পর্দ্ধাতেই বুঝি আজ জগৎ-বিজয়ী মুরের সম্মুখীন ? উত্তম; আমিও বহুদিন হ'তে তোমারই আগমন প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম। দেখ্‌বো—কি সে শক্তি, যার বিদ্যুৎ-প্রভায় অপ্রতিহত অসুর-শৌর্য্য স্তিমিত! কি সে উচ্চতা, যার পদতলে বিশ্বের বিন্ধ্য-মস্তক সসম্ভ্রমে লুন্ঠিত!

শ্রীকৃষ্ণ। দেখ তবে অসুর! আমার দুর্নীতিদমনের তেজোময় মূর্ত্তি।

[উভয় দলের যুদ্ধ ও প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

যুধ্যমান সাত্যকি ও শিশিরায়ণের প্রবেশ, যুদ্ধ ও প্রস্থান;
যুধ্যমান ত্রিবিক্রম ও শঙ্খনাদের প্রবেশ,
যুদ্ধ ও প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

দুর্গদ্বার

যুধ্যমান যদুসৈন্য ও দানবসৈন্যগণের প্রবেশ ও প্রস্থান
পরে নিশুম্ভ ও বলরামের প্রবেশ

বলরাম। এখনও দ্বার ছাড় নিশুম্ভ! দেখ্‌ছো তো যদুবীরগণের বিক্রম? সিংহ শিকারে বনে ঢুকৃতে কাঁটার গাছ কেটে পথ পরিষ্কার ক'রে নিতে তারা জানে।

নিশুম্ভ। তুমিও দেখ রাম। লৌহের চেয়েও দৃঢ় দানবের বুক; তোমার যদুবীরগণের হস্তের কুঠার চূর্ণ—ভূপতিত—ধূলিসাৎ।

বলরাম। তোমার দৃষ্টির দোষ নিশুম্ভ! আসন্নকালে এইরূপ ভ্রমই হ'য়ে থাকে।

নিশুম্ভ। আমার আসন্নকাল? জানি না, কোন্ জগতের জীব সে যম, কোন্ ধাতুর তৈরী তার শৃঙ্খল।

বলরাম। আজ তোমায় তাই জানাবো নিশুম্ভ! শৌর্য্যে-গর্ব্বে আত্মহারা হ'য়ে প্রকৃতির গণ্ডীতে পর্য্যস্ত তোমরা অন্ধ। উঠেছ যেমন পর্ব্বতের শিখরে, পতনও তেমনি তোমাদের ভীষণ সমুদ্রের নিম্নতম গর্ভে।

নিশুম্ভ। পতনের ভয় দেখাচ্ছো কাদের রাম? যারা উত্থানের মুখ দেখেছে, পতনের সঙ্গে তারা সুপরিচিত। কঠিন শিলাভূমি হ'তে প্রবাহিত স্রোতস্বতী; সূর্য্যের উদয় অন্ধকারের গর্ভ ভেদ ক'রে।

দৈত্যজাতির দুর্দ্দশা উদ্যমের জন্মভূমি। জেনো সঙ্কর্ষণ! এ রক্তবীজের রক্ত, পাত হয়—জাতীয় ক্ষেত্র আরও উর্ব্বর হ'য়ে যাবে, পলকে সহস্র মুণ্ড একসঙ্গে গজিয়ে উঠ্‌বে,—আবার রাহুর মত সকল প্রভুত্ব গ্রাস ক'রে সৃষ্টির উচ্চ চূড়ে সগৌরবে দাঁড়াবে।

বলরাম। এ রক্ত আর ভূমিস্পর্শ কর্‌বে না দৈত্য! সঙ্কর্ষণের এ হল নয়, করালবদনা কালীর শোণিত-পিপাসাতুর চির-বিশুষ্ক মরুময় জিহ্বা। আত্মরক্ষা কর।

নিশুম্ভ। মর তবে মরীচিকার মাঝখানে।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রান্তর

ময় ও বিশ্বকর্ম্মা

ময়। এস গুরু! এখনও দাঁড়িয়ে ভাব্‌ছো কি?

বিশ্বকর্ম্মা। ভাব্‌ছি—ভাব্‌ছি ময়! [চিন্তা করিয়া] যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে?

ময়। বহুক্ষণ। বারবারই তোমার উদ্‌ভ্রান্তের মত ঐ এক মাপা কথা। যুদ্ধ যে শেষ হ'তে যায়!

বিশ্বকর্ম্মা। এঁ্যা! তাই নাকি?

ময়। বুঝ্‌তে পার্‌ছি না গুরু! তোমার এ ঔদাসিন্যের অর্থ। তোমার আশায়, তোমারই অপমানের প্রতিশোধে সমগ্র যাদব-বাহিনী

সুদূর মথুরা হ'তে টেনে এনে এই উত্তপ্ত তৈল-কটাহে ছেড়ে দিয়েছি। সে গায়ের জ্বালায় টগ্‌বগ্ ক'রে ফুটে উঠে কাণা ছাপিয়ে ডুবিয়ে ধরেছে, আর উঠে যাবার উপায় নাই। এখনও তোমার উদাস দৃষ্টি? এখনও তুমি স্থির? ঐ শোন গুরু! দৈত্যসৈন্যগণের জয়োন্মাদী মার্ মার্ শব্দ! গেল—গেল! পায়ে ধরি গুরু! একটু সাহায্য কর; ইসারায় বল দুর্গপ্রবেশের কৌশলটা।

বিশ্বকর্ম্মা। বল্‌বো—বল্‌বো ময়! বল্‌বো বই কি বাবা! আমার জন্য এতটা করেছিস্, আর আমি একটা কথা ব'লে একটু সাহায্য কর্‌বো না?

ময়। সাহায্য কর্‌বে, তো কবে? সব যে যায়!

বিশ্বকর্ম্মা। একটু দাঁড়া, কিছু যাবে না!

ময়। এখনও দাঁড়াবার সময় আছে গুরু?

বিশ্বকর্ম্মা। একটু বাবা একটু; সে এলো ব'লে!

ময়। আবার আস্‌বে কে?

বিশ্বকর্ম্মা। সেই পিশাচটা! আয়—আয় পিশাচ! ছুটে আয়—ছুটে আয়, আজ তোকে বড় দরকার; তুই না এলে আমার ধর্ম্ম যায়।

ময়। এ আবার কি!

বিশ্বকর্ম্মা। আরে গেল যা! আস্‌ছে আস্‌ছে আর থম্‌কে থম্‌কে দাঁড়াচ্ছে যে! ভয় পাচ্ছে—ভয় পাচ্ছে! কিসের ভয়? ও, পাবে—পাবে। এ যে এদিকে খাঁড়া তুলে মা কালী হ'য়ে দাঁড়িয়ে। একবার সাও—একটু স'রে দাঁড়াও প্রাণ হ'তে তুমি স্বর্গের স্মৃতি! আমি নরকের বীভৎসতার ধ্যান কর্‌বো, প্রতিহিংসার আত্ম-জ্যোতিঃতে দপ্ দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠ্‌বো। গেলে না—গেলে না? দূর হ' মায়াবিনি! কিসের দেবী তুই? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমায় ডাক্‌ছেন, তবু তুই হাত

ধ'রে! ও পিশাচ হ'লেও ওর প্রাণ তো দেখ্‌ছি পরমার্থময়! এস তো—এস তো ভাই নরক-যন্ত্রণা! দু'জনে মিলে ওকে হত্যা ক'রে আমি তোমার গলা ধ'রে চ'লে যাই।

ময়। মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে,—হবারই কথা।

বিশ্বকর্ম্মা। না ময়! মাথা বেগ্‌ড়ায় নি বাবা! বিগ্‌ড়ে গেছে প্রাণখানা। তোর এ মহাপ্রলয়ের আয়োজন যার আসন্ন ধ্বংসের জন্য, তার পরমায়ু আমারই দেওয়া ঐ দীর্ঘ ত্রিশূল তুলে দাঁড়িয়েছে; আমি আর তার সাম্‌নে যেতে পার্‌ছি না।

ময়। পাগল হ'য়ে গেলে গুরু!

বিশ্বকর্ম্মা। দূর্—বুঝ্‌তে পারিস্ নাই। যেতে পার্‌ছি না কেন জানিস্? নরকের সেই রুদ্র-মূর্ত্তিটা শত চেষ্টাতেও আর প্রাণের ভেতর আন্‌তে পার্‌ছি না বাবা! তার অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বর্গের সহানুভূতির ফুলে তার সবটা বোঝাই হ'য়ে গেছে, পা-টী ফেল্‌বার জায়গা নাই।

ময়। ও—গ'লে গেছ গুরু! মনে নাই সেদিনকার তোমার সেই চির-অভিমানী প্রবৃত্তির চুলের মুঠি ধ'রে টেনে নিয়ে যাওয়াটা? অবসর পাওনি মর্‌বার, মুখে একটা কথা ফুট্‌লো না বল্‌বার, জমাট হ'য়ে গিয়েছিল জীবনের যা কিছু, একবিন্দু জল পর্য্যন্ত ছিল না—চোখ দিয়ে ফেল্‌বার!

বিশ্বকর্ম্মা। এই এসেছে—এই এসেছে! থাম্‌লি কেন ময়? দে বাতাস, ধোঁয়া দেখা দিয়েছে, আর যায় কোথা! জল্‌লো ব'লে!

ময়। তারপর সে হতভাগিনী চতুর্দ্দশী অতৃপ্ত বয়সে সর্ব্বত্যাগিনী সন্ন্যাসিনী। তার ইহকাল তো অশ্রুসিক্ত, জানি না—পরকাল পর্য্যন্ত কোন্ অসহ্য পূতিগন্ধে আচ্ছন্ন।

বিশ্বকর্ম্মা। এই জ্বলেছে! জ্বল্—জ্বল্ শিখা, দপ্-দপ্ ক'রে জ্বল্;

এখন আর ও ধিকি-ধিকির কর্ম্ম নয়। এমন জ্বালায় জ্বল্‌তে হবে, যেন দয়া, শ্রদ্ধা, দেবত্ব, বিশ্বকর্ম্মার যা কিছু কোমলতা, সব পুড়ে ঝামা হ'য়ে যায়। ময়! ময়!

ময়। অবসর হ'চ্ছে গুরু, নরক-ধ্বংস ভিন্ন অন্য চিন্তার? উঠ্‌তে পার্‌ছে গুরু, এ শুষ্ক অশ্রুহীন নির্ব্বাক আর্ত্তনাদ ছাপিয়ে মমতার সে প্রেম-সঙ্গীত? শান্তি পাচ্ছো গুরু, প্রতিহিংসার পাদোদক না খেয়ে স্বার্থপরায়ণা স্বর্গের পূজায়?

বিশ্বকর্ম্মা। এই যা! সব জল হ'য়ে গেল। আবার ও নামটা তুল্‌লি কেন নির্ব্বোধ? কর্‌লি কি! হিরণ্যকশিপুর লক্ষ্মীছাড়া পালা গাইতে গাইতে আবার ভক্তিগাথা সীতার বনবাস এনে ফেল্‌লি? যা— আমার যাওয়া হ'লো না, আর কোন কথা বলা হ'লো না! এতে কি আর পা ওঠে, না—যত বড় পাষণ্ডই হোক্‌, কারো মুখ ফোটে?

ময়। কাজ নাই আর বলায়, প্রয়োজন নাই আর তোমার গিয়ে। থাক, তুমি নির্ব্বাক—নিশ্চল—শত্রুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু জেনো গুরু! চির-মৌনব্রত অবলম্বন ক'রেও আর তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বে না। এ দুর্গপ্রবেশের কৌশল আমি জানি; যদিও তুমি দেখাও নাই, তবুও তোমার কৃপায় তোমার কোন বিদ্যাই আমার অজানা নাই। তবে এতক্ষণ যে তোমার কাছে কাঁদ্‌তে এসেছিলাম, সে শুদ্ধ তোমারই অসম্মানের ভয়ে। কিন্তু আর উপায় নাই। তোমার জন্য সমগ্র যদুবংশটাকে মৃত্যুর মুখে এনে ধরেছি—ভুলে যাবো তোমার দেওয়া যত বিদ্যা,—আজ অন্ততঃ তাদের বাঁচাতে হবে। আসি তবে গুরু! বড় হতভাগ্য আমি, যাবার সময় তোমায় একটা প্রণাম পর্য্যন্ত কর্‌বার অধিকার আমার রইলো না।

[প্রস্থান]

বিশ্বকর্ম্মা। ময়! ময়! ঢ'লে গেছে। কি করবো? যাবো? কি হবে গিয়ে? কাজ তো আট্‌কাবে না! যা হবার, নিক্তির ওজনে হ'য়ে যাবে। তবে—যেতে না কি শ্রীকৃষ্ণের আদেশ। তাতেই বা কি! আমার না যাওয়াও তো তারই আর একটা ইচ্ছা! কাজ ঠিক চল্‌বে। আকাশে সূর্য্য নাই তো চন্দ্র উঁকি মারছে। যে রাজ্যে বিশ্বকর্ম্মা নাই, সে রাজ্যে ময় ঠিক মাথা তোলে। তবে আবার কি? কাজের বন্দোবস্ত তো আগাগোড়া। তাঁর কার্য্য তিনিই করুন। আমি কে? কি শক্তি আমার, একজনকে সাহায্য ক'রে আর একজনকে ধ্বংস করি? কতটুকু বুদ্ধি আমার, ভাল মন্দ বিচার ক'রে চিনে নিই? কাজ নাই আমার পাঁক কি চন্দন কিছুই মেখে! এটা নির্ব্বাণের রাজত্ব।

[প্রস্থান]

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

শিবির

সাত্যকি ও ত্রিবিক্রম

সাত্যকি। উঃ, এরূপ পরাজয় জীবনে কখনও ঘটে নাই! দশ সহস্র সৈন্য নিয়ে দ্বিতীয় দ্বারে পদাঘাত কর্‌লাম, দানব-সৈন্য সে সংঘাতে ত্রস্ত—সংক্ষুব্ধ—ছিন্ন-ভিন্ন—হাহাকার ক'রে উঠ্‌লো। জয় হয়, কিন্তু বল্‌বো কি ত্রিবিক্রম! মুর-নন্দন শিশিরায়ণের গোধূলি-সূর্য্যের মত সে সময়কার রক্তিমাটা! একাই যেন লক্ষ হ'য়ে এই দশ সহস্রকে চক্রাকারে ঘিরে দাঁড়ালো। আর কিছু দেখা গেল না, শুদ্ধ অগ্নিবৃষ্টি; আমার

বিশাল সৈন্য-কটক চক্ষুর নিমিষে কোন্ দিকে উড়ে গেল,—আমি রণস্থল পরিত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হ'লাম।

ত্রিবিক্রম। ভগবান্ রক্ষা করেছেন—তুমি শঙ্খনাদের সম্মুখে পড় নাই, তা হ'লে আর ফির্‌তে হ'তো না। আমি ফিরেছি—সে আর শুনে কাজ নাই—মৃত্যুর ভ্রূকুটীতে বীরত্ব-অভিমান চির-কলঙ্কিত ক'রে। তার দৃষ্টি যেন মহামারী; তার অস্ত্র যেন দুর্ভিক্ষ-পীড়িত কোন দেশের কি একটা ভীষণ ক্ষুধার্ত্ত সৃষ্টি। তার হস্ত ঠিক যাদুদণ্ড,—একটা তর্জ্জনী-সঙ্কেতে মন্ত্র-অভিভূতের মত আমার সমস্ত বাহিনী অলস—অসাড়—ঘুমিয়ে পড়্‌লো; আমি এখানে এসে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়্‌লুম! কি ভীষণ পরাজয়।

সাত্যকি। ভগবান্ রাম-কৃষ্ণ কোথায়?

ত্রিবিক্রম। তাঁরাও বোধ হয় এতক্ষণ রণস্থল পরিত্যাগ কর্‌তে বাধ্য হয়েছেন। সেখানেও তো মুর, নিশুম্ভ!

সাত্যকি। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, শুধু বীরত্বে এ যুদ্ধ জয় হবে না ভাই! দুর্গপ্রবেশের একটা কিছু উপায় কর্‌তে না পার্‌লে আজ আমাদের এইখানেই শেষ।

ত্রিবিক্রম। দুর্গপ্রবেশের আর উপায় কি? এক বিশ্বকর্ম্মা ছাড়া এর কৌশল কেউ জানে না; তাকে আন্‌তেও পাঠানো হয়েছে, কিন্তু কৈ—

ময় উপস্থিত হইল

ময়। তাঁর আস্‌বার আর প্রয়োজন নাই ত্রিবিক্রম! এস, আমি তোমাদের দুর্গের মধ্যে নিয়ে যাবো।

সাত্যকি। তুমি এর কৌশল জেনে এসেছ?

ময়। জগতে এমন কোন নৈপুণ্য নাই সাত্যকি, যা ময়ের ধারণাতীত। এস—আর বিলম্ব ক'রো না; রাম-কৃষ্ণকে পথ দেখিয়ে এসেছি, তাঁরা দুর্গে প্রবেশ ক'রে সংহারমূর্ত্তিতে ভীষণ যুদ্ধে নিযুক্ত। ঐ পাঞ্চজন্য! ঐ শিঙ্গারব! আর দানবজাতির নিস্তার নাই; নিকুম্ভিলায় বিভীষণ পড়েছে।

[প্রস্থান]

উভয়ে। জয় ভগবান্ রাম-কৃষ্ণের জয়।

[পশ্চাদ্ধাবন]

শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হইলেন

শ্রীকৃষ্ণ। ওঃ—এত রক্ত মুরের স্কন্ধে! কেশী, কংস, চানুর, মুষ্টিক—এই অস্ত্রে শত শত দানব সংহার করেছি, কিন্তু এ বীভৎস রক্তস্রাব, ছিন্নমুণ্ডের এমন ভীষণ ওষ্ঠ-ভ্রূকুটী, এমন পর্ব্বতশৃঙ্গের মত পৃথিবী কাঁপানো পতন আর আমি কোথাও দেখি নাই। ধন্য মুর! ধন্য তোমার বজ্র-সুগঠিত অভেদ্য বক্ষস্থল! জানি না—কোন্ উচ্চাভিলাষী নক্ষত্রে, কোন আলোকময় লগ্নে, কোন্ ব্রহ্মচর্য্য-পরিপক্ক মহাশুক্রে তোমার উৎপত্তি। ধন্য তোমার চির-স্মরণীয় মৃত্যু। যদিও তুমি পরাজিত—পতিত—ইহজগতের অন্তরালে, তবু আমি জগৎবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ—আমার ঘর্ম্মাক্ত ললাট, অবসন্ন-বাহু, ঘন কম্পিত হৃদয় সমস্বরে তোমার জয় ঘোষণা করছে।

শিশিরায়ণ উপস্থিত হইল

শিশিরায়ণ। মুরারি!

শ্রীকৃষ্ণ। কে তুমি?

শিশিরায়ণ। পিতৃহীন।

শ্রীকৃষ্ণ। কি চাও?

শিশিরায়ণ। পিতৃশ্রাদ্ধ করতে চাই, তার অনুষ্ঠান করতে চাই; প্রস্তুত হও মুরারি! [অসি নিষ্কাশন]

শ্রীকৃষ্ণ। একি!

শিশিরায়ণ। আমার এ কর্ম্মের অনুষ্ঠান—তোমার জীবন।

শ্রীকৃষ্ণ। এ বিধান তোমায় কে দিলে পাগল!

শিশিরায়ণ। আমার পুত্রজন্ম, আমার প্রতি লোমকূপ, আমার ন্যায়, কর্ত্তব্য, কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান, সবাই এক মত হ'য়ে!

শ্রীকৃষ্ণ। তাদের ভুল।

শিশিরায়ণ। তাদের এ বিধান ভুল? হোক্; ভুলই সত্যের আবিষ্কারক। এ ভুল যেন আমার না ভাঙ্গে। আমার বিশ্বাস—গঙ্গায় এত জল নাই যে, আমার স্বর্গগত পিতার শুষ্ক তালু সরস করতে পারে; জগতে এমন কোন ফলের সৃষ্টি হয় নাই, যাতে দানব-বীর মুরের পারত্রিক ক্ষুধার শান্তি হয়; সে অর্চ্চনার পুষ্প নন্দনে নাই, যার আমোদিত সৌরভে তাঁর মৃত্যুচ্ছায়া-মণ্ডিত কুঞ্চিত বদন মুহূর্ত্তের জন্য হাস্যময় ক'রে তুলতে পারে। তাঁর অনুলেপন, তাঁর জীবনধারণ—তাঁর যোগ্য পানীয় এখন একমাত্র তোমার রক্ত, অফুরন্ত—অমল—অমৃতময়।

শ্রীকৃষ্ণ। তুমি পিতার পুত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু শিশিরায়ণ! শত্রুতার প্রতিশোধ রক্তপাতে নয়, স্বর্গীয়ের প্রীতি প্রতিহিংসার আরতিতে হয় না; পিতৃশ্রাদ্ধে মুণ্ডের বেদীস্থাপনা, রক্তের খর্পর, এ শুদ্ধ অধঃপতনের বিধান। শান্ত হও পিতৃভক্ত! সদনুষ্ঠানে পাপের পূজা ক'রো না।

শিশিরায়ণ। পাপ! কিসের পাপ? আর্য্যঋষিগণের গভীর গবেষণা-প্রসূত শাস্ত্রবাক্য—শ্রাদ্ধাদি শুভকর্ম্মের পর—"এতৎ কর্ম্মফলম্ শ্রীকৃষ্ণায় সমর্পণমস্তু।" তবে আর কি? আমি তোমার রক্তে পিতৃশ্রাদ্ধ ক'রে কর্ম্মফল তোমাতেই অর্পণ ক'রে যাবো। কিসের দায়ী আমি? তাতে যদি পাপ হয়, শাস্ত্র পাপ, তার প্রত্যেক উপদেশপংক্তি পাপ, তার প্রতি-পাদ্য তুমি—তোমার নখ হ'তে চুল পর্য্যন্ত পাপ। তবে আসুক্ পাপ! পাপের গড়া নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, পাপই জগতের একমাত্র পূজ্য! হোক্ মহাপাপে পাপের শাস্তি! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। সাবধান শিশিরায়ণ! দেখেছ তোমার পিতার দুর্দ্দশা?

শিশিরায়ণ। দুর্দ্দশা? অদ্ভুত বীরত্বে বিশ্বপতিকে পর্য্যন্ত চমৎকৃত ক'রে পিতা আমার বীর-শয্যায় অনন্ত নিদ্রাভিভূত। এ যদি দুর্দ্দশা হয়, তবে বীর-জীবনের চরম দশা কি? জীবজন্মের সুপ্রভাত কোথায়? এস শ্রীকৃষ্ণ! যে শক্তিতে জগদ্বিজয়ী মুরকে জগৎ হ'তে সরিয়েছ, তা হ'তেও কোন নূতন মহাশক্তিতে প্রজ্জ্বলিত হ'য়ে। হয় আজ তোমার মুণ্ডে পিতৃপূজা কর্‌বো, না হয় পিতৃ লোকে গিয়ে পিতার পুত্রোচিত শুশ্রূষা কর্‌বো। দু-দিকই আমার সমান—দুইই আমার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীকৃষ্ণ। এস, তোমার বাঞ্ছাই পূর্ণ হোক্!

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

ময় প্রবেশ করিলেন

ময়। হত্যা—হত্যা—হত্যা! জগতের যত পুণ্যতীর্থ আজ হত্যার রঙ্গভূমি! ব্যোমমণ্ডলের অনাহত নাদ—সেও হত্যার প্রতিধ্বনি! নারদের ভক্তি-ঝঙ্কৃত বীণায় পর্য্যন্ত আজ হত্যার গান! কি আনন্দ! কি আনন্দ!

এ হত্যারাজ্যের রাজা আমি! মুর—এক, শেষ; নিশুম্ভ—দুই, নাই; শিশিরায়ণ—তিন, যায়; শঙ্খনাদ—চার, ঐ দশা; নরকাসুর—পাঁচ, বাকী। থাক্‌বে—না, থাক্‌বে না, এক নিয়েই পাঁচ। বাস্—আমার কাজ শেষ।

[প্রস্থান]

বলরাম ও শঙ্খনাদ উপস্থিত হইলেন

শঙ্খনাদ। কৈ—কৈ সে অস্ত্র তোমার পিতৃহন্তা? দেখাও—আমি একবার দেখ্‌তে চাই, কত দূর তার সর্ব্বগ্রাসী শক্তি? কতখানি তার রাক্ষসী রক্তপিপাসা?

বলরাম। যাও শঙ্খনাদ! তোমার সমযোদ্ধা ত্রিবিক্রম!

শঙ্খনাদ। ত্রিবিক্রম! তার বিক্রম তো বহুক্ষণ সমালোচনার জন্য রণস্থলের মাটি কাম্‌ড়ে প'ড়ে আছে; আমার ঘৃণা তাকে প্রাণে বাঁচিয়েছে। জানি না কত পাপ করেছিলাম, আজ তার অস্ত্রের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমায় কতকগুলো ছেলাখেলা কর্‌তে হ'লো। এসেছি সে কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে, তোমার রক্তে গঙ্গাস্নান ক'রে। আমায় ক্ষুদ্র ভেবো না রাম! যার সঙ্গে অস্ত্র ধ'রে বীর ইতিহাসে আজ এই তোমার প্রথম স্থান, যে তপ্ত রক্ত সর্ব্বাঙ্গে মেখে তুমি আজ আত্মম্ভরিতায় অন্ধ, এ যুগের মহাপ্রদর্শনীতে স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান, নিশুম্ভের ঐ রক্তজাত পুত্র আমি—সাবধান!

বলরাম। বৃথা চীৎকার ক'রো না উন্মাদ! পিতৃশোকে তুমি পাগল।

শঙ্খনাদ। নিশ্চয়। কিন্তু যতটা পাগল হয়েছি—ততখানি চীৎকার করা আমার হয় নাই। তা হ'লে তুমি এতক্ষণ আমার

সামনে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার্‌তে না ; আমিও আপনা আপনি ফেটে গিয়ে একটা অগ্নি-তরঙ্গ হ'য়ে ব্রহ্মাণ্ডের ওপর ছড়িয়ে পড়্‌তাম। নিরুপায় ! ইচ্ছার সঙ্গে আর্ত্তনাদের সে সামঞ্জস্য ভগবান্ আমার রাখে নাই। অস্ত্র ধর—অস্ত্র ধর, তার গর্জ্জনটা একবার তোমায় শোনাই।

বলরাম। অত ব্যস্ত হ'য়ো না। বুঝ্‌তে পার্‌ছো তো, আমি যতক্ষণ অস্ত্র না ধরি, ততক্ষণই তোমার মঙ্গল ?

শঙ্খনাদ। মঙ্গল ! না রাম ! ঐ আমার স্বর্গগত পিতা আকাশের আড়াল হ'তে আমার এ নিশ্চেষ্টতাকে উপহাস কর্‌ছে ! ঐ তাঁর রোষ-কটাক্ষ পিঙ্গলদীপ্তি বিদ্যুতের মত অকস্মাৎ ফুটে উঠে আমার পুত্রজন্মের যাবতীয় মঙ্গল মুহূর্ত্তে অন্ধকারাচ্ছন্ন ক'রে দিয়ে যাচ্ছে। পিতা ! পিতা ! রুষ্ট হ'য়ো না—অভিসম্পাত ক'রো না,—বর দাও—পিতৃহন্তার প্রতি নিঃশ্বাসপাতে আমার প্রতিহিংসার আগুন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠুক্, তার হল-কোদণ্ডের মুহুর্মুহুঃ অনলোদ্গার আমার এ জন্মে শান্তিতীর্থ হোক্, তার ধ্বংসচিন্তায় আমার একটা প্রাণ সহস্র হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ুক্ ! এস রাম ! এস রাম ! ঐ খল্ খল্ হাস্য—ঐ আমার পিতৃ-আশীর্ব্বাদ ! আমার জিহ্বা অবশ, উত্তেজিত বাহু। [অস্ত্রধারণ]

বলরাম। হও তবে নিশুম্ভপুত্র, পিতার মৃত্যুর উত্তরাধিকারী !

[উভয়ের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান]

———

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

কক্ষ

নরকাসুর একাকী পদচারণা করিতেছিলেন

নরক। আশা এখনও হৃদয়ের রুদ্ধদ্বারে ঘা মারছে। অহঙ্কার এখনও আকাশগর্জ্জনের স্বরে চীৎকার করতে চায়। সংসার আজও তার মোহন বাঁশী নিয়ে আমার চোখে চোখে। দেখ্তে দিচ্ছে না তারা, অদূরে অনন্ত প্লাবনের তাণ্ডবী উচ্ছ্বাস! শুনতে দেয় না নিয়তির নূপুরনিক্কণের তালে তালে কালের জয়ধ্বনিময় মহাসংকীর্ত্তন! ইচ্ছা নয় তাদের, দেখি একবার আমি চিন্তা ক'রে এই মহা যবনিকার পূর্ব্বে আগাগোড়া আমার জীবনীটা।

দ্রুতপদে পৃথিবীর প্রবেশ

পৃথিবী। পালাও—পালাও নরক! আর উপায় নাই; শক্র দুর্গে প্রবেশ করেছে।

নরক। বড় সুসংবাদ দিয়েছ মা! এর জন্য যদি আর একটা জগৎ থাকতো, আমি জয় ক'রে এনে তোমার পায়ের তলায় ধ'রে দিতাম। যাও মা! পাদ্য-অর্ঘ্য প্রস্তুত রাখগে, শক্র আমার পিতা।

পৃথিবী। কিন্তু এখন আর তাতে পিতৃত্বের কিছু নাই প্রাণাধিক! দেখ্লাম, সে একটা মূর্ত্তিমান ধ্বংস।

নরক। ঐ আমার পিতৃমূর্ত্তি মা! তাঁর শান্তমূর্ত্তিতে তো আমার উৎপত্তি নয়; আমার জন্ম প্রকৃতির পৈশাচিক লগ্নে, দুর্দ্দান্ত বজ্রযোগে,

ক্রোধ-কম্পিতা অভিশাপময়ী তোমার গর্ভে, হিরণ্যাক্ষ-মহাসুর-সংহারী একটা মহাপ্রলয়ের বীর্য্যে। এখানে করুণা নাই, হাস্য নাই, শান্তি, আদি, কিছুই নাই, শুদ্ধ বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভূত, বীভৎস এই পঞ্চের একটা ভীষণ সমষ্টি। এই জন্যই এক দৈত্যজাতি ছাড়া জগৎ আমায় আশ্রয় দিতে পিছিয়ে গেছে। যাও মা! আমি পিতৃপূজা কর্‌বো।

পৃথিবী। সে কথা তো পূর্ব্বেই বলেছিলাম তোমায় নরক!

নরক। সে পূজা নয় মা! আমি পূজা কর্‌বো অস্ত্রের চন্দ্রাতপ তৈরী ক'রে মর্ম্মজ্বালার আসনে বসিয়ে—রক্তের ভোগবতী ধারায় পদ-ধৌত ক'রে এ জীবন পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে।

পৃথিবী। নরক! নরক! আমায় পুত্রহারা করিস্‌ না বাবা!

নরক। পুত্র যায়, স্বামী পাবে।

পৃথিবী। তুই কি আমার সেই পুত্র নরক?

নরক। আমি তোমার সেই পুত্র, কিন্তু তুমি আর আমার সে মা নও মা! আমার মনে হ'চ্ছে—তোমার মধ্যে আমার মা যেটুকু ছিল, সে বীর-প্রসবিনী মহাশক্তি আজ তোমা হ'তে অন্তর্হিতা হ'য়ে অলক্ষ্যে কোন অব্যর্থ তেজের সারথ্যে নিযুক্তা; তুমি মাত্র তার একটা দীর্ঘশ্বাস এখানে প'ড়ে আছ!

দূতের প্রবেশ

নরক। কি সংবাদ?

দূত। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি মুর নিহত, শিশিরায়ণ তাঁর গতিরোধে নিযুক্ত।

নরক। যাও। [দূতের প্রস্থান]

পৃথিবী। নরক! নরক! তোমার রাজ্য অবলম্বন-শূন্য হ'লো।

নরক। আমার রাজ্য শূন্যেই দাঁড়িয়ে থাকবে মা! তুমি ভেবো না।

দ্বিতীয় দূতের প্রবেশ

নরক। কি বল্‌তে চাও?

দূত। সেনাপতি নিশুম্ভ রামযুদ্ধে পতিত, শঙ্খনাদ তাঁর বিরুদ্ধে অগ্রসর।

নরক। যাও।

[দূতের প্রস্থান]

পৃথিবী। গেল—গেল, সব ধ্বংস হ'লো!

নরক। হোক্ ধ্বংস, ধ্বংসই সৃষ্টিকে নূতন ক'রে গড়ে—ধ্বংসই রাবণকে অমর ক'রে রেখে গেছে; ধ্বংস তৈলহীন প্রদীপকে মুহূর্ত্তের জন্যও দ্বিগুণ প্রভায় জ্বালায়। জীবন নিয়ে সারা জন্মটা মিট্‌মিটিয়ে নীচে প'ড়ে থাকার চেয়ে ধ্বংসকেই ডেকে একটা দিনের মাথায় ওঠাও গৌরবের। ধ্বংস! আমি তোমায় নমস্কার করি।

তৃতীয় দূতের প্রবেশ

নরক। কি?

দূত। সাত্যকি ও ত্রিবিক্রম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেছে, তাদের গতিরোধ ক'রে বৃদ্ধ সেনাপতি অর্ব্বুদ নিহত।

নরক। অর্ব্বুদ! তাকে মণিপর্ব্বত হ'তে এখানে যুদ্ধে কে আস্‌তে বল্‌লে?

দূত। তিনি স্বেচ্ছায় এসেছিলেন।

নরক। কেন?

দূত। মৃত্যুর জন্য।

নরক। তাঁর জীবনে এ অবজ্ঞার কারণ?

দূত। কুমারীগণের প্রাতঃসন্ধ্যা আর্ত্তনাদ।

নরক। ও—তা মন্দ হয় নাই। যাও দূত! শিশিরায়ণকে ব'লো—সে যেন—

রক্তাক্তকলেবরে অবসন্নভাবে
শিশিরায়ণের প্রবেশ

শিশিরায়ণ। আর কিছু ব'লো না রাজা! রাজ আজ্ঞা পালনের ক্ষমতা আর আমার নাই! এই দেখ—মৃত্যুকে বুকে জড়িয়ে এসেছি। আর আদেশ ক'রো না,—কর্ত্তব্যচ্যুত হবো, জ্ব'লে পুড়ে মর্‌বো।

নরক। শিশিরায়ণ! শিশিরায়ণ! ভাই!

শিশিরায়ণ। বিচলিত হ'য়ো না রাজা! তুমি বীর! চাঞ্চল্য তোমার কলঙ্ক, অশান্তি তোমার পরাজয়, অশ্রুজল তোমার পাপ। আমাদের কর্ত্তব্যের এইখানেই শেষ। আমরা চল্‌লাম; তোমার কর্ম্মের এখনও বাকী; থাক তুমি পর্ব্বত-শৃঙ্গের মত অভ্রভেদী—স্থির। নিঃসহায় নও তুমি! হস্তে তোমার অস্ত্র, বক্ষে তোমার সাহস, ললাটে তোমার জয়-টীকা। গর্জ্জন কর—উন্মাদনায় আরও ফুলে ওঠ; আমাদের এই শোচনীয় মৃত্যু তোমার বজ্র-প্রাণকে আরও বজ্রময় ক'রে তুলুক্। একটা সুসংবাদ দিয়ে যাই রাজা! এতদিনে তোমার সমযোদ্ধা মিলেছে, যুদ্ধ-সাধ মেটাও; মৃত্যু হয়, সে মরণ ভবিষ্যৎ যুগের ওপর একটা অবিমৃচ্য রেখাপাত না ক'রে ছাড়্‌বে না।

[প্রস্থান]

আলোক-অন্ধকার, স্বর্গ-নরক সকল দ্বন্দ্বের মহা-একত্ব। [স্বর্গের হস্তধারণ ও গমনোদ্যত]

পৃথিবী। পুত্র! পুত্র!

নরক। আবার কেন জননি, সে পূর্ব্বস্মৃতি? ঐ শোন আমার পিতার আহ্বান!

পৃথিবী। আমার ক্ষীণ কণ্ঠ কি আর তোমার কর্ণে পৌঁছায় না? আমি কি আজ আর কেউ নই পুত্র?

নরক। মার্জ্জনা ক'রো মা! এর উত্তরে একটা বড় রূঢ় কথা ব'লে যেতে হ'লো; তোমাতে আমাতে যে দেখা শোনা, সে শুদ্ধ আমার পিতৃ-নামই পরিস্ফুট কর্‌বার জন্য! প্রতিমা পূজা করে উপাসক তত দিন, যত দিন সে তার মধ্য দিয়ে পরমার্থের প্রকৃত সন্ধানটা না পায়।

[স্বর্গ সহ প্রস্থান]

পৃথিবী। সত্যই কি আমি পৃথিবী? সত্যই কি আমি ভারাক্রান্তা? সত্যই কি তিনি ভূভারহারী? ভগবান্! ভগবান্! তাই যদি হয়, আগে আমার সকল স্মৃতি লুপ্ত ক'রে দাও, আমার হৃদয় লৌহের চেয়েও দৃঢ় ক'রে দাও; তারপর—তারপর—তারপর—[আর বাক্য নিঃসরণ হইল না, তিনি উন্মাদিনীর ন্যায় প্রস্থান করিলেন]

অষ্টম গর্ভাঙ্ক

দুর্গাভ্যন্তর

শ্রীকৃষ্ণ ও সত্যভামা

শ্রীকৃষ্ণ। এইবার যুদ্ধ হবে সত্যভামা!

সত্যভামা। সে কি নাথ? যুদ্ধ তো সমাপ্ত প্রায়!

শ্রীকৃষ্ণ। না প্রিয়ে! যুদ্ধের যা, তার এখনও সবই বাকী। এতক্ষণ যা হ'লো, ভবিষ্যৎ যুদ্ধের তুলনায় সে একটা ছেলেখেলা। প্রস্তুত হও সকল বিষয়ের জন্য, এবার আমি জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে।

সত্যভামা। ওকি নাথ! ওকি নাথ! ও দিকটায় আগুন জ্ব'লে উঠ্‌লো কিসের?

শ্রীকৃষ্ণ। আগুন নয় প্রিয়ে! অগ্নির কবলে তো নিস্তার ছিল, বৈশ্বানর হ'তেও বিভীষণ ঐ সেই অগ্নিদাহী নরকাসুর। সর্ব্বস্বান্ত হ'য়ে প্রজ্জ্বলিত জ্বালায় এইবার স্বয়ং সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ। ঐ তার রথ তীরবেগে আমায় লক্ষ্য ক'রে ছুটে আস্‌ছে! ওঃ—কি ভয়ানক অগ্রসর!

সত্যভামা। তাই তো! তাই তো! যাক্,—কে গতিরোধ কর্‌লে নয়?

শ্রীকৃষ্ণ। ত্রিবিক্রম! কিন্তু কতক্ষণ? ঐ দেখ প্রিয়ে! অগ্নিপিণ্ডের একটা ঘূর্ণনে কে কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল। আবার সেই প্রচণ্ড অগ্রসর!

সত্যভামা। আবার ঐ কে আক্রমণ কর্‌লে?

শ্রীকৃষ্ণ। সাত্যকি! বৃথা! বৃথা! বৃথা! ঐ সে একটা দীর্ঘশ্বাসে জমাট অন্ধকারময় ধূম উদ্গীরণ ক'রে আপনার পথ সাফ ক'রে নিলে! আবার রথচক্র সমুত্থিত সেই ভীম ভূকম্পন?

সত্যভামা। আবার আক্রমণ! আবার আক্রমণ!

শ্রীকৃষ্ণ। ও, এবার বুঝি সম্মুখীন হলপাণি রাম।

সত্যভামা। যাক্, তবে আর নিস্তার নাই!

শ্রীকৃষ্ণ। স্বপ্ন! স্বপ্ন দেখ্ছো তুমি সত্যভামা! ও তেজের কাছে সকল তেজ নির্ব্বাপিত—নতশির! সাধ্য নাই কারো, ও মূর্ত্তিমান গ্রাসের ক্ষুধার্ত্ত গতিরোধে। আক্রমণ—মাত্র অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাহুতি। দেখ—দেখ সত্যা! কি ভয়ানক বীর! রামের অস্ত্র প্রতিমুহূর্ত্তে উল্কার সৃষ্টি কর্ছে, নরক মাত্র একটা দীপ্ত কটাক্ষ কর্ছে,—সব জল! রাম কার্ম্মুকে ব্রহ্ম-অস্ত্র যোজনা কর্ছে, নরকাসুর হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে,—অস্ত্র কম্পিত—ভূপতিত—নিস্তেজ। ঐ বুঝি নরকাগ্নি ভীমবেগে জ্ব'লে উঠ্লো! ভস্মসাৎ রামসৈন্য, পরাঙ্মুখ অভিমানী রাম। আর বাধা দেবার কেউ নাই, প্রস্তুত হও সত্যা! ঐ অদূরে রথচূড়া!

সত্যভামা। দারুককে স্মরণ করুন প্রভু! শীঘ্র রথ নিয়ে আসুক্।

শ্রীকৃষ্ণ। দারুকের কর্ম্ম নয় প্রিয়ে! আমার এ যুদ্ধে অশ্বরশ্মি ধর্তে হবে তোমায়।

সত্যভামা। আমায়?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, দেখ্ছো না—ওর রথে কে?

সত্যভামা। ও—কিন্তু—

শ্রীকৃষ্ণ। ভয় নাই সত্যা! ও তোমার অঙ্গে কুশাঘাত পর্য্যন্ত কর্বে না।

সত্যভামা। সে ভয় করি না স্বামি! আমিও পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণের নারী, এসেছি স্বামীর সঙ্গে মৃত্যুময় রণস্থলে। ইতস্ততঃ কর্‌ছিলাম— বুঝ্‌তে পার্‌ছি না তোমার লীলা! দরকার নাই আর, রথ নিয়ে আসি তবে? [গমনোদ্যত]

শ্রীকৃষ্ণ। দাঁড়াও। রথ হ'তে নরক অবতরণ কর্‌লে না? তাই তো বটে! সারথী সঙ্গে পদব্রজে এই দিকেই আস্‌ছে! প্রয়োজন নাই সত্যা, আর তোমার রথ আনায়। দাঁড়াও তুমি আমার পার্শ্বে প্রাণময়ী হ'য়ে ঘোর অবসাদে উত্তেজনার মত, নিষ্পাপ মেঘমণ্ডলে পিঙ্গলদীপ্তি দামিনী-সঙ্কেতের মত। আমি সেই শক্তিতে সঞ্জীবিত হ'য়ে প্রলয় গর্জ্জনে ঐ পাহাড়ের গায়ে আছ্‌ড়ে প'ড়ে আপনাকে চূর্ণমার ক'রে ফেলি!

[দূর হইতে নরকের পুষ্পবাণ নিক্ষেপ]

সত্যভামা। একি! একি নাথ! রাশি রাশি পুষ্প উড়ে আসে কোথা হ'তে?

শ্রীকৃষ্ণ। এ পুষ্প নয় প্রিয়তমে! নরক নিম্নে অবতরণ ক'রে পুষ্পবাণ বর্ষণে দূর হ'তে আমাদের পূজা কর্‌ছে!

সত্যভামা। এ আবার কি হ'লো? দুটী বাণ এসে আমাদের উভয়ের পদচুম্বন ক'রে ফিরে গেল যে?

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝ্‌তে পার নাই সত্যা! নরকের পূজা সমাপ্ত হ'লো, সে আমাদের উভয়কে প্রণাম ক'রে গেল।

সত্যভামা। [স্বগত] তাই তো, এ সব আবার কি? কে আমি— কে আমার ঐ নরক? কিসের পূজা এ?

শ্রীকৃষ্ণ। এইবার কিন্তু ঝড় উঠ্‌বে প্রিয়ে! শান্তির চরম অভিনয় হ'য়ে গেল; দৃঢ় হও। ঐ ঝড়, ঐ ধূলিপটলে গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন

ক'রে উধাও হ'য়ে আস্‌ছে। আর বিলম্ব নাই, নিকটে—খুব নিকটে—এলো ব'লে!

ক্রুতপদে স্বর্গসহ নরকাসুরের প্রবেশ

নরক। এই যে, মা আমার এখানে!

স্বর্গ। স্থির হও রথি! সে কর্ত্তব্যের তো ত্রুটি রাখা হয় নাই; আর কেন?

নরক। বা সারথী! [শ্রীকৃষ্ণের প্রতি] তুমিই যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ?

শ্রীকৃষ্ণ। হাঁ, কি চাও?

নরক। আমি কি চাই? আমি কি তোমার দ্বারস্থ হয়েছি? ভিক্ষা কি আমার বৃত্তি? বিচার ক'রে কথা কও। বল, তুমি কি চাও?

শ্রীকৃষ্ণ। আমার প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌তে পার্‌বে?

নরক। কেন পার্‌বো না? এই দৈত্যবংশের দান-অবতার বলি একদিন নারায়ণের অবতার বামনের প্রার্থনা পূর্ণ ক'রে গেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ। গেছেন; কিন্তু এ দৈত্যবংশের সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ যে, তুমি তার অনুসরণ কর্‌তে যাও? তুমি তো দৈত্য নও!

নরক। কি বল্‌লে, কি বল্‌লে? আমি দৈত্য নই? তবে কে আমি—কে আমি? বল—বল, একবার জগৎ শুনে নিক্, তার পর-মুহূর্ত্তে যদি তোমার বাক্‌শক্তি চির-রোধ হ'য়ে যায়, ভয় নাই—আমি ভাষার রসনা ছেদন ক'রে ভাবপ্রকাশের আর একটা নূতন যন্ত্রের আবিষ্কার ক'রে দেবো। যদি তোমায়, পাপস্পর্শ ক'রে আমি ধর্ম্মের নাম জগৎ হ'তে তুলে দেবো। যদি তোমার ধ্বংস হয়, আমি তোমার বিগ্রহ বসিয়ে চির-স্মরণীয়—চির-অমর ক'রে রেখে যাবো। বল—

বল আমি কে ? [পরে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন] না—আমি দৈত্য। আমি আবার কে ? যেই হই আমি, পদদলিত—বিতাড়িত—পতিত ! আমায় এই দৈত্যজাতি আশ্রয় দিয়েছে, আমার জন্যই এই উদার জাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত আজ বিলুপ্তপ্রায়, ঐ সেই দৈত্যকুমারী আমার সঙ্গে প্রাণ দিতে এই শ্মশানে ; আমি দৈত্য। যাই হই আমি, আজ আমার প্রতি রক্তবিন্দু এই নির্ভীক দৈত্যময়। ভুলে যাও সে সব কথা ; বল, তুমি কি চাও ?

শ্রীকৃষ্ণ। জান না আমি কি চাই ? আমি চাই জগতের সাম্য !

নরক। স্তোক বাক্য ! বৈষম্য ব্যতীত সৃষ্টি চল্‌তে পারে না। তুমি কি চাও, বল্‌বো আমি ?

শ্রীকৃষ্ণ। কি চাই ?

নরক। তুমি চাও জগতে তোমাকেই একমাত্র সুন্দর, চমৎকার দেখাতে।

শ্রীকৃষ্ণ। নরক ! তুমি আমার পুত্র !

নরক। চুপ কর—চুপ কর। এটা রণস্থল ; এ কথা শুন্‌লে এখনই এর বুকখানায় পাতালভোর একটা প্রকাণ্ড গহ্বর হ'য়ে যাবে—মড়াগুলো হো-হো ক'রে হেসে উঠ্‌বে—আকাশের ঐ সূর্য্যটা দু-খানা হ'য়ে বন্‌-বন্‌ ক'রে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে আমাদের দু-জনের মাথায় আছ্‌ড়ে পড়্‌বে ; চুপ কর। কে আমার পিতা ? আমার পিতা নাই, আমি মায়ের ছেলে। যদিও পিতা থাকে, সে অন্ধ—পঙ্গু—জড়পিণ্ড একটা কিছু ! আমার পিতা বর্ত্তমান—সক্ষম, আর তার পুত্র আমি হতভাগ্যের মত অনাথিনী মায়ের হাত ধ'রে দ্বারে দ্বারে হা-হা ক'রে বেড়াই ? জগতের ধিক্কৃত হ'য়ে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে আপনার সঙ্গে কাম্‌ড়া কাম্‌ড়ি ক'রে সারা জীবনটা কাটিয়ে মরি ? আমার যদি তোমার মত মুখে সান্ত্বনা দেবারও মত একজন আত্মীয় আজ থাক্‌তো,

তা হ'লে কি ভুবন-বিজয়ী নরকাসুরকে অভাবের জ্বালায় অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সারথী ক'রে সমর-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'তে হয়? কেউ নাই আমার জগতে, কেউ নই আমি জগতের। আমি মাত্র একটা ঘূর্ণিঝঞ্ঝা প্রকৃতির আবর্ত্তনে উঠেছিলাম, সমভূমি ক'রে চ'লে যাবো।

সত্যভামা। [স্বগত] ধোঁয়ার জমাটটা যেন একটু একটু পাতলা হ'য়ে আসছে; ধাঁধার কুণ্ডলীটা ধীরে ধীরে স'রে যাচ্ছে! আব্ছা-আব্ছা দেখ্তে পাচ্ছি, আমি যেন সত্যভামা নই,—স্বখাদ সলিলে ডোব্বার জন্য স্বতন্ত্র কি একটা মায়ার সৃষ্টি! কি করি? কেন এলাম এখানে? [প্রকাশ্যে] অভিমান ত্যাগ কর নরক! কাজ নাই আর যুদ্ধে। আমি তোমার জননী; ইনি তোমার পিতা।

নরক। তুমি আমার জননী নিঃসন্দেহ; কিন্তু পিতার মত পরিচয় না পেলে কাকেও সে স্থানে আসন দিতে পারি না মা!

শ্রীকৃষ্ণ। কি পরিচয় চাও তুমি নরক?

নরক। মায়ের মুখে শুনেছি—এক আমার পিতা ভিন্ন জগতে আমার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী নাই। যিনি আমার অস্ত্রের গতিরোধ কর্তে পার্বেন, তিনিই আমার পিতা। পার— পরিচয় দাও।

শ্রীকৃষ্ণ। পারি; কিন্তু সে পরিচয়ের পর আর যে আমি তোমায় পুত্র ব'লে ডাক্তে পাবো না নরক!

নরক। দরকার নাই! এ জন্মটা তো আমার সে ডাক শোন্বার জন্য নয়; পরলোক থাকে তো সেইখানে এ তৃপ্তির আস্বাদ কর্বো। এখানে শুদ্ধ এক মুহূর্ত্তের জন্য জেনে যেতে চাই, আমি জারজ—পতিত নই, আমি এখানে উড়ে আসি নাই, জগতের মত আমিও পিতার পুত্র; আর সে পিতা আমার যে-সে নয়, সর্ব্ব-পাতকসংহর্ত্তা পুরুষোত্তম নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। যাবে কোথা তুমি নরক ? তুমি চির-স্থির—চির-প্রবাহমান—চির-নবীন—চির জাগ্রত ; তোমার সুষুপ্তি মাত্র সেইখানে, যেখানে আমার এই আলিঙ্গনোৎসুক বিরাট বাহু প্রসারিত !

নরক। তবে বিস্তার কর তুমি বাৎসল্যের বুক, নিদ্রাতুর—ক্ষিপ্ত আমি।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান]

সত্যভামা। স্বামি—স্বামি ! নরক—নরক !

স্বর্গ। ওকি ! বিচলিত হ'চ্ছো কেন ? এসেছ বীরাঙ্গনা—স্বামীর সহধর্ম্মিণী হ'য়ে শক্তিভূমি রণস্থলে শ্রান্ত পতির সাহায্যে। সংগ্রাম দেখ ! প্রস্তুত হও—সিঁথির সিন্দূরে শ্মশানের রুক্ষ কেশ রঙ্গীন ক'রে দেবার জন্য, অথবা এর মরুবক্ষ ভেদ ক'রে গৌরবের ভোগবতীধারায় বিশ্ব-ভূমি ধন্য কর্‌বার জন্য। দেখ—দেখ নারি ! এই জন্যই বুঝি আমরা স্বামী নিয়ে এত পাগল ! দেখ ওদের কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা—দেখ ওদের আত্ম-মর্য্যাদার দায়িত্ব—দেখ ওরা মৃত্যুকে কেমন আদরে আলিঙ্গন ক'রে নেয়। ঐ দেখ—আমার স্বামী এইবার কার্ম্মুকে বৈষ্ণবাস্ত্র যোজনা করেছেন, তোমার স্বামী কম্পিত—ত্রস্ত—রণস্থল ত্যাগ কর্‌লেন বুঝি ! ধন্য আমার বীর স্বামী ! ধন্যা আমি তোমার সহধর্ম্মিণী।

ব্যস্তভাবে শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যা ! সত্যা ! আর বুঝি রক্ষা নাই ! অসুর যে অস্ত্রে বজ্রবিজয়ী, ক্রোধে, অভিমানে, অন্তর্জ্বালায় অগ্নিমূর্ত্তি হ'য়ে এইবার সেই বৈষ্ণবাস্ত্র ত্যাগ করেছে। একে একে আমার সকল অস্ত্র তার গতিরোধে নিক্ষেপ করেছি,—তবু ব্যর্থ—ব্যর্থ, গরুড়গ্রাসে ভুজঙ্গের মত লীন। বাকী মাত্র আমার এই সুদর্শন। কি করি সত্যা ?

সত্যভামা। কর্‌বে কি? অস্ত্র যে এসে পড়্‌লো! উঃ—কি তীব্র জ্যোতিঃ! এখনও দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছো কি? বীরেন্দ্রশ্রেষ্ঠ চিরজয়ী তুমি, কেন অনুমতি চাও? সুদর্শন ত্যাগ কর—অস্ত্রের গতিরোধ কর—অসুরকে ধ্বংস কর।

শ্রীকৃষ্ণ। ধ্বংস! ধ্বংস! ধ্বংস! আমার দোষ নাই পৃথিবি! দোষ—তোমারই এই ভোগ লালসার। [সুদর্শন তুলিয়া দাঁড়াইলেন]

নরকাসুর পুনঃ প্রবেশ করিলেন

নরক। কৈ শ্রীকৃষ্ণ? কোথা তোমার আত্মম্ভরিতা? অস্ত্রের গতিরোধ কর, পরিচয় দাও বিশ্বপিতা!

শ্রীকৃষ্ণ। এস নরক! সেই জন্যই আমি দণ্ডায়মান! এই দেখ সুদর্শনের তেজ, চিনে নাও তেজোময় আমায়।

[শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন ত্যাগ করিলেন; সে অস্ত্র নরকপ্রক্ষিপ্ত বৈষ্ণবাস্ত্র ব্যর্থ করিয়া নরকের বক্ষ ভেদ করিল]

নরক। ওঃ! [ভীষণ আঘাতে তাঁহার বাকশক্তি ক্ষণেকের জন্য রোধ হইল]

সত্যভামা। কি কর্‌লাম—কি কর্‌লাম—কি কর্‌লাম! [পতনোন্মুখী হইলেন, শ্রীকৃষ্ণ ক্ষিপ্রহস্তে তাঁহাকে ধারণ করিলেন]

নরক। হয়েছে—হয়েছে! অব্যর্থ তেজ, জগতের সকল তেজের সমষ্টি। [পতনোন্মুখ হইলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। পুত্র! পুত্র!

নরক। না—না, তবু তুমি আমার পিতা নও, আমার পিতা বরাহরূপী নারায়ণ।

শ্রীকৃষ্ণ। এই দেখ পুত্র আমিই সেই বরাহ।

[সহসা বরাহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব]

নরক। পিতা! পিতা! আমার প্রার্থনা নাই; পুত্রের প্রণাম গ্রহণ কর—পিতা ধর্ম্মঃ, পিতা স্বর্গঃ, পিতাহি পরমন্তপঃ, পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।

[বরাহ-মূর্ত্তির অন্তর্দ্ধান]

[নরকাসুর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, স্বর্গ তাঁহাকে বাহু-
বেষ্টনে আবদ্ধ করিলেন]

স্বর্গ। স্বামি! কোথা যাবে একা? আমি যে তোমার সঙ্গিনী; আমি যে তোমাতে এক সূত্রে জড়ানো! [স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত হইলেন]

তীর্থ প্রবেশ করিলেন

তীর্থ। [বাধা দিয়া] কোথা যাবি মা! তুই আবার কোথা যাবি মা?

স্বর্গ। আমার স্বামী যেথায় যাচ্ছে বাবা!

তীর্থ। তবে আমি কি নিয়ে থাক্‌বো মা? আমার যে স্বর্গ ভিন্ন আর পুঁজি নাই।

স্বর্গ। বড় ভুল করেছ বাবা! তুমিই যে তাকে নরকের সঙ্গে হাতে হাতে গেঁথে দিয়েছো; আজ আবার পৃথক ক'রে রাখ্‌তে চাও? আর তা হয় না; এ মিলন যে তাদের কল্পান্তস্থায়ী। থাকে তো দু-জনায় গলা জড়িয়ে থাক্‌বে; না থাকে, সৃষ্টিকে আলোক অন্ধকারে বঞ্চিত ক'রে উভয়েই অনন্ত মহাশূন্যে লীন হ'য়ে যাবে। তারা এক ভেঙ্গে দুই হ'য়ে এসেছিল, আজ সম্মুখে

পূর্ণ; তারাও গোটা হ'য়ে চল্‌লো। বিদায় দাও বাবা! আমি সহমরণে যাবো।

তীর্থ। সহমরণে যাবি? তা যাবি বই কি! আমার দশা কি হবে, একবার তা ভাব্‌লি? আমার যে পত্নী নাই, পুত্র নাই, সংসারের অবলম্বন কিছুই নাই,—যা ছিল একমাত্র তুই! এ শেষ বয়সে আমার আশ্রয় কোথায় মা?

স্বর্গ। আশ্রয় খুঁজে পাও নাই তীর্থ? ঐ যে তোমার মহৎ আশ্রয় চোখের ওপর। ঐ দেখ তীর্থ! ঐ সেই অনাথ-আশ্রয় শ্রীভগবানের পাদপদ্ম, যেখানে সকল তীর্থের স্থখময় বিরাম, যেখানে সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা শান্ত হিল্লোলে চিরপ্রবাহমানা, যেখানকার ধূলার মধ্যে তোমার এই হারাণো স্বর্গ লুকানো, তোমার আশ্রয় ঐখানে।

[নরকাস্থরকে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান]

তীর্থ। পেয়েছি—পেয়েছি। এই তো বটে! এই তো আমার ক্ষুদ্র স্থষ্টির মহান্‌ উদ্দেশ্য! এই তো আমার দীর্ঘ জীবনের লিপিবদ্ধ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত! এই তো সেই সমবেত পরম তীর্থস্থান সাগরসঙ্গম হ'তে হরিদ্বার! আমি একটা তীর্থ—একটা স্বর্গ নিয়ে আত্মহারা,—আর এখানকার রেণুতে রেণুতে সহস্র স্বর্গ—সহস্র তীর্থের কোল যুড়ে সহস্র কিরণে উদ্ভাসিতা! ঐ আমার স্বর্গ! ঐ আমার আশ্রয়! [শ্রীকৃষ্ণের পদচুম্বন]

শ্রীকৃষ্ণ। [হস্ত ধরিয়া তুলিলেন] থাক তুমি তীর্থ, অনন্তকাল এই নরকের স্মৃতির সঙ্গে! অনুকরণীয় তোমার চরিত্র, অনুকরণীয় তোমার হৃদয়, দেখ্‌বার জিনিষ তুমি জগতের।

তীর্থ। শান্তি! শান্তি! শান্তি!

পৃথিবী উপস্থিত হইলেন

পৃথিবী। শান্তিময় !

শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবি !

পৃথিবী। ধর তোমার বরুণের ছত্র, এই নাও অদিতির কুণ্ডল। [ছত্র ও কুণ্ডল দান]

শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবি আজ তো তুমি বড় স্থির ?

পৃথিবী। আজ যে তুমি বড় দয়াময়।

শ্রীকৃষ্ণ। দুঃখ ক'রো না পৃথিবি ! এ সংসারের নিয়ম।

পৃথিবী। দুঃখ আবার কোন্ খানটায় আমার ? কথার কিছু জড়তা পাচ্ছো ? নিঃশ্বাসের খরতা দেখ্‌ছো ? চোখে জল আছে ? কি জন্য থাকবে ? সংসারের নিয়ম দেখিয়ে আর তোমায় বোঝাতে হবে না, বুঝে গেছি বহু পূর্ব্বে তোমার সহানো মোহিনী মন্ত্রে।

শ্রীকৃষ্ণ। পৃথিবি !

পৃথিবী। সংসার কে ? সে তো তোমারই ইচ্ছার আবরণ। তোমারই তুরীর নাচানো পুতুল ! তার কি শক্তি ? তার দ্বারা যদি আজ আমার এ অবস্থা হ'তো, দেখ্‌তে এই স্থির পৃথিবীর মূর্ত্তিটা আর এক রকম। রণরঙ্গিনী—উন্মাদিনী কালী, সংসারের ছিন্নমুণ্ডটা আমার এই হাতে। কিন্তু এ তুমি—তুমি, স'য়ে গেল,—স'য়ে গেল, কিল খেয়ে কিল হজম ক'রে নিলুম !

শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু আমার এ অন্যায় হয়নি পৃথিবি !

পৃথিবী। তোমার ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করছে কে ? তা হ'লে তো আজ আমি তোমার নামে একটা অভিযোগ করতাম।

শ্রীকৃষ্ণ। কি অন্যায় আমার আমাকেই বল না! আমি আমায় দণ্ড দেবো।

পৃথিবী। কাজ নাই। তুমি ন্যায়—তুমি ন্যায়!

শ্রীকৃষ্ণ। বুঝেছি পৃথিবি! তুমি বল্‌তে চাও—তোমার পুত্রহত্যা করেছি তোমার বিনা অনুমতিতে; আমি মিথ্যাবাদী। ভুল ধারণা তোমার দেবি! আমি সম্মতি নিয়েছি।

পৃথিবী। সম্মতি নিয়েছো? আমার?

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার না নিই, সত্যভামার সম্মতি নিয়েছি।

পৃথিবী। সত্যভামা কে?

শ্রীকৃষ্ণ। সত্যভামাই তুমি। স্মরণ কর সতি, সত্যের কথা! তোমার পুত্রের জন্য বৈষ্ণবাস্ত্র দিয়ে যখন আমি বিদায় চাই, তুমি আমায় প্রকাশ্যে পতিরূপে উপভোগের কামনা কর। আমি বর দিই —দ্বাপরে আমার কৃষ্ণ-অবতারে তুমি অংশরূপে অবতীর্ণা হবে, আমি তোমায় প্রধানা মহিষী কর্‌বো। দেখ দেবি! তোমার সেই অংশ এই সত্যভামা। তোমার পুত্রহন্তা আমি নই; তোমার পুত্রহন্ত্রী তুমি— তোমারই ভোগ লালসা।

পৃথিবী ও সত্যভামা। [উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন করিল, পরে সমস্বরে বলিল] তোমায় প্রণাম! [প্রণাম করিল]

বলরাম উপস্থিত হইলেন

শ্রীকৃষ্ণ। আসুন দাদা! এতক্ষণ কোথায় ছিলেন?

বলরাম। একটা তীর্থ দেখ্‌ছিলাম ভাই!

শ্রীকৃষ্ণ। তীর্থ!

বলরাম। তোমার পুত্রবধূর চিতারোহণ! অনেক তীর্থ আমি

দেখেছি ভাই! কিন্তু এ তীর্থ সকল তীর্থের হৃদয়রস নিংড়ে একটা নূতন অদ্ভুত আবিষ্কার। কি সেই মহিমময় দৃশ্য! প্রজ্জ্বলিত চিতা-কুণ্ডের মাঝখানে মৃত পতিকে কোলে ক'রে আলুলায়িতকুন্তলা উজ্জ্বল দীর্ঘ সিন্দুররেখা সীমন্তিনী—চির-হাস্যপ্রফুল্লিতা সতীরূপিণী জগদ্ধাত্রী মা! আকাশ নিস্তব্ধ, বায়ু দণ্ডায়মান, পৃথিবী আলোকময়! কামনা নাই, নিবেদন নাই,—ত্যাগের ভূমিকা, উৎসর্গের উপসংহার। আমি ধন্য হ'য়ে এসেছি ভাই! সে তীর্থের ধূলা গায়ে মেখে,—সে চিতায় কাষ্ঠরচনা ক'রে—অবশেষে সে নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিগর্ভে কয়েক বিন্দু তপ্ত অশ্রু ফেলে।

নির্ব্বাণের হস্ত ধরিয়া বিশ্বকর্ম্মা উপস্থিত হইলেন

বিশ্বকর্ম্মা। প্রণাম কর বালক, ঐ অভয় পদে, তোমার হাত ধ'রে আমিও ঐ চির-নমস্যের ধূলিকণায় মিশে যাই।

গীত

নির্ব্বাণ।

জগৎ তোমাতে প্রণত হইতে দূর হ'তে হয় অচেতন।
আমার প্রণাম কোথা প'ড়ে রবে কতটুকু তার আয়তন।
একবার মোরে বিরাট কর গো, বিশালে তোমার মিশায়ে লও,
অথবা ও মহা উপাধিটী ছেড়ে আমার মতন রেণুটী হও,—
এত কাছাকাছি তোমাতে আমাতে,
কোথা যাবো আর এ বোঝা নামাতে,
নাই কিছু আর তোমারে দেবার, নাও জনমের জ্বালাতন।

[বিশ্বকর্ম্মা ও নির্ব্বাণ প্রণাম করিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। নির্ব্বাণ! আমি তোমায় অভিষেক করি—জগতের উচ্চাসনে চির-অধিষ্ঠিত থাকো। আর বিশ্বকর্ম্মা! তোমার কোন প্রার্থনা আছে?

বিশ্বকর্ম্মা। আবার প্রার্থনা? এক প্রার্থনায় আমার নরক-যন্ত্রণা; আবার!

শ্রীকৃষ্ণ। তোমার কন্যা চতুর্দ্দশীর সম্বন্ধে?

চতুর্দ্দশী প্রবেশ করিল

চতুর্দ্দশী। কিছু না; প্রার্থনার অবস্থা আর তার নাই! দেখ, সে এখন কৃষ্ণভক্তির তরঙ্গ—ভগবদ্ভাবের পূর্ণ জোয়ার—বিশ্বপ্রেমের বিজয়-বৈজয়ন্তী; লালসার স্থান আর সেখানে নাই। তার জন্য আবার প্রার্থনা কি? তার আবার বিবাহ কিসের? চির-কৌমার্য্যই তার উজ্জ্বল সিন্দুর, বিরহই তার মিলনের মহা সমারোহ, তোমায় না পাওয়ার আনন্দেই সে পূর্ণানন্দ শিবময়ী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী।

[প্রস্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বকর্ম্মা! তুমি নির্ব্বাণের হাত ছেড়ে দাও। কর্ম্মময় তোমার জীবন, আমার কর্ম্মমূর্ত্তি তুমি। যাও তুমি দ্বারকাপুরী নির্ম্মাণে। অন্য বিষয়ে তোমায় উপদেশ দেবার কিছু নাই, মাত্র অন্তঃপুরে ষোল হাজার আটটী প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ কর্‌বে; তদপযুক্ত সমৃদ্ধি-সম্ভার।

বিশ্বকর্ম্মা। অষ্ট মহিষীর ষোল হাজার আট প্রকোষ্ঠ?

শ্রীকৃষ্ণ। না বিশ্বকর্ম্মা! আমার এই অষ্ট মহিষী ছাড়া নরক যে এই ষোল হাজার কুমারী এনে মণিপর্ব্বতে রেখেছে, তারাও সবাই আমার বাক্‌দত্তা পত্নী।

[বিশ্বকর্ম্মা নীরবে শ্রীকৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন]

শ্রীকৃষ্ণ। স্মরণ হ'চ্ছে না তোমার ? ত্রেতায় আমার রাম অবতারে রাবণযুদ্ধে যেদিন মেঘনাদ আমার সমক্ষে মায়া-সীতা বধ ক'রে, আমি শোকাকুল—ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠি, মিত্র বিভীষণ আমায় সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন ; বলেন—প্রকৃত সীতা ইনি নন, মেঘনাদ অগ্নির সাধনা ক'রে এই মায়া-সীতা লাভ করেছে। আমি বিশ্বাস করি না। এক জনের সঙ্গে আর এক জনের সাদৃশ্য অসম্ভব ! তন্মুহূর্ত্তে দেখি অগ্নিদেব স্বয়ং আমার সম্মুখে মূর্ত্তিমান ; তাঁর সঙ্গে একটী আধটী নয়, এককালে ষোড়শ সহস্র সীতা-মূর্ত্তি। আমার ভ্রম দূর হ'লো ; আমি বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ ! তখন সেই ষোল হাজার সীতা-মূর্ত্তি করযোড়ে আমায় জিজ্ঞাসা করে—প্রভুর জন্যই আমাদের সৃষ্টি, এখন আমাদের গতি কি ? আমি তাদের সান্ত্বনা দিই—এ জন্মে আমি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ কর্‌বো না, তোমরা রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করগে, দ্বাপরে কৃষ্ণ-অবতারে তোমাদের প্রার্থনা পূর্ণ কর্‌বো। সেই ষোড়শ সহস্র সীতা-মূর্ত্তি নরকের আনীত এই কুমারীগণ ! মনে প'ড়েছে ? যাও। সত্যভামা ! দারুককে রথ আন্‌তে বল ; আর তুমি নিজে গিয়ে দেবমাতার কুণ্ডল দিয়ে এস। দাদা ! আপনি বরুণকে আহ্বান ক'রে তার ছত্র প্রত্যর্পণ করুন ; আর পৃথিবি ! তোমার বুকে রইলো নির্ব্বাণ। [নির্ব্বাণকে পৃথিবীর বক্ষে দিলেন]

[সকলের প্রস্থান]

ক্রোড় অঙ্ক

মণি-পর্ব্বত

রত্নাসনে শ্রীকৃষ্ণ আসীন, কুমারীগণ গীতকণ্ঠে
তাঁহার গলে মালা দিতেছিল

গীত

কুমারীগণ।

পরাণ যেতো সখা, দেখা আর হ'তো না,
ভেবেছিনু সাথী হ'লো আঁখি জল যাতনা।
অবলা আমরা তাই স'য়ে গেল বুকে এত,
পাষাণ হ'লে তো আজ কত দিন ফেটে যেতো,
তুমি তো ছিলে হে ভালো,
যাক্ সখা! সেই ভালো,
তাতেই এ হৃদি আলো, সরে না আর রসনা॥

[সকলের প্রস্থান]

যবনিকা